ভক্তি ও ভক্ত।

পরিব্রাজক

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহোদয়

কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।
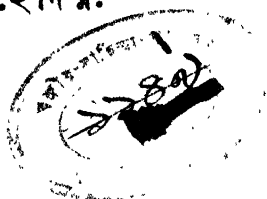
"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ণদৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ নাথ সিংহ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

বারাণসী

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০৮।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

—০—

ভগবন্ !

ভক্তি তোমারই চরণামৃত
ও ভক্ত তোমারই চারু চরণাশ্রিত।
" ভক্তি ও ভক্ত " আর কাহারও আশ্রয় চাহেনা,
তাই আজ্ তোমারই সামগ্রী তোমারই
চরণে উৎসর্গ করিয়া
কৃতার্থ হইলাম।

অবতরণিকা।

তর্ক বিতর্কের নিদারুণ উষ্ণ রশ্মিতে ও ইউরোপীয় নব্য দর্শনের সমুষ্ণ বায়ু-প্রবাহে বঙ্গভূমির কোমল হৃদয় আবার বিশুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, বহুদিন হইতে মনে হইতেছিল যে বঙ্গে এখন একটু ভক্তির শীতল বাতাস বহিলে ভাল হয়। অল্পদিন হইল নাকাশীপাড়া নিবাসী জমিদার ও তথাকার হরিসভার সুযোগ্য সভ্য মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ সিংহ রায় মহাশয় বারাণসী তীর্থ দর্শনে আসিয়া কয়েক দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি অতি সরল ও সাধু প্রকৃতির লোক এবং ভক্তি তত্ত্বের নিতান্ত অনুরাগী। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভক্তি তত্ত্বের গ্রন্থ প্রচারার্থ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ ও আমাকে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সদ্ব্যবস্থা করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলেন। আমিও ইহা আমার বহুদিন সংকল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান মনে করিয়া "ভক্তি ও ভক্ত" ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম। ভক্তি ও ভক্তের প্রথম সংস্করণ (১০০০ খণ্ড) নাকাশীপাড়ার হরিসভার উদ্যোগে ও উৎসাহে হরিসভার উৎসবে বিতরণার্থ কৃষ্ণনাথ বাবু দ্বারা প্রকাশিত হইল। অন্যান্য হরিসভা ও ধর্ম্মসভা সমূহ বার্ষিক উৎসবে ধুমধাম করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী উপকারের চিহ্ন থাকেনা। প্রতিবর্ষে প্রতি সভা হইতে যদি এইরূপ অন্ততঃ একখানি করিয়াও আর্য্য-ধর্ম্মের পুস্তক প্রকাশিত হইয়া বিতরিত বা স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে ভারতের ধর্ম্মবুদ্ধি বিকাশের (সভার বিশেষ ও প্রধানতম উদ্দেশ্য সাধনের) যথোচিত সহায়তা হয়। নাকাশীপাড়া হরিসভা এই সাধু অনুষ্ঠান জন্য অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

বারাণসী
১লা অগ্রহায়ণ, শঃ ১৮০৮

ভক্তানুগত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন

প্রথম সংস্করণ—প্রকাশকের বক্তব্য।

পরম মাননীয় চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয়ের আদেশানুসারে এই গ্রন্থ লোক হিতার্থ প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থ খানি ব্যাখ্যান করিয়া তিনি বর্ত্তমান মুমূর্ষু আর্য্য সমাজের পুনর্জ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন বলিতে হইবে। আমিও এতৎ প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ভার পাইয়া চিরানুগৃহীত হইলাম। আমি বহুদিন হইতে তাঁহার উপদেশ লাভে কৃতজ্ঞ আছি, এক্ষণে এই মহদুপকার লাভে নিতান্ত বাধিত হইলাম।

সাং নাকাশীপাড়া।
জেলা নদিয়া।

শ্রীকৃষ্ণনাথ সিংহ রায়
প্রকাশক
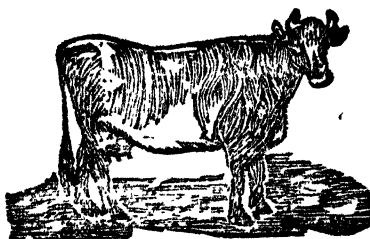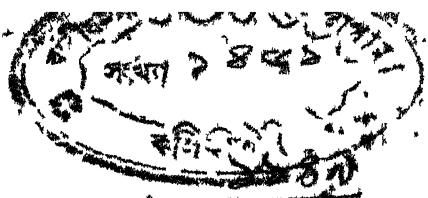
নারদ কৃত ভক্তি সূত্র।

প্রথম অনুবাক।

ওঁ অথাতোভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

এক্ষণে আমরা ভক্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছি। ১। অথ শব্দ মঙ্গল বাচক। অতঃ শব্দ দ্বারা নারদ নিজ পূর্ব্বোক্ত কথার ব্যবর্ত্তন এবং এই শ্লোক দ্বারা ভক্তি তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবেন, তাহারই সূচনা করিলেন।

ওঁ সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা ॥ ২ ॥

উহা (ভক্তি) ঈশ্বরের ঐকান্তিক প্রেম স্বরূপা। ২ ॥ "কস্মৈ" পদ ঈশ্বরার্থে লক্ষিত হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রেমার্হ বলিয়া তাঁহার একটী নাম "কিং"। যথা—"নৈকঃ সর্ব্বঃ শর্ব্বঃ কঃ কিং" (বিষ্ণু সহস্র নাম) ॥

ওঁ অমৃতস্বরূপাচ ॥ ৩ ॥

এবং অমৃত স্বরূপা ॥ ৩ ॥ ভক্তি মধুর হইতেও সুমধুর এবং মুক্তি স্বরূপ। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি পিপাসা থাকেনা।

ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতোভবতি তৃপ্তোভবতি ॥ ৪ ॥

যাহা (ভক্তি) লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত হইয়া যায় এবং তৃপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ ভক্তির উদয় হইলে মনুষ্যের অন্য সাধনার প্রয়োজন থাকেনা, মুক্তি

স্বয়মেব আসিয়া ভক্তের পরিচর্য্যা করে। ভক্তিমান্
ব্যক্তি পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন, এই জন্য তাঁহার ইহ-পর-
লোকের কোন সুখ ভোগেরই বাসনা হয়না।

ওঁ যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ॥ ৫ ॥

যাহা (ভক্তি) পাইলে মনুষ্যের তৃষ্ণা, শোক, দ্বেষ
বিদূরিত হয় এবং কোন বস্তুতে রতি বা কোন কার্য্যে
উৎসাহ থাকেনা। ৫॥ ভক্তি উদয় হইলেই মন ভগবচ্চরণে
অর্পিত ও বিলীন হয়। মনের ক্রিয়া ও চেষ্টা না থাকিলেই
শোকাদি মনের বেগ রাশি আপনাপনিই তিরোহিত হইয়া
যায়।

ওঁ যজ্জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি ॥ ৬ ॥

যাহা (ভক্তি) বিদিত হইলে মনুষ্য উন্মত্ত, স্তব্ধ ও
আত্মারাম হইয়া যায়। ৬॥ ইতিপূর্ব্বে ভক্তির স্বরূপ
ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এক্ষণে ভক্তির ফল কথিত হইতেছে।
ভক্তের হৃদয়ে যখন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিতে থাকে, তখন
তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত, নেত্র অশ্রুপূর্ণ, স্বর গদ্গদ হইয়া
থাকে। কখন ভক্ত নির্লজ্জবৎ উচ্চ স্বরে গান ও নৃত্য
করিতে থাকেন, কখন প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বিকট
হাস্য ও চীৎকার করেন, কখন বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ
পূর্ব্বক "হরে" "নারায়ণ" আদি নামোচ্চারণ করিতে
থাকেন। কখন ভাবে বিভোর হইয়া জড়বৎ স্থির থাকেন
ও কখন বা আপনাতে আপনি মাতিয়া পরমানন্দ ভোগ
করেন॥

দ্বিতীয় অনুবাক।

সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ ॥ ৭ ॥

উহা (ভক্তি) কোন্ মনস্কামনা পূরণ করিবার জন্য নহে। কেননা উহা নিরোধ স্বরূপ ॥ ৭ ॥ কামনা পূরণের জন্য ভক্তি করা বণিগ্বৃত্তি মাত্র। ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন, "বৎস! বর প্রার্থনা কর"। তাহাতে প্রহ্লাদ করযোড়ে বলিলেন "প্রভো! আমিতো ব্যাপারী নহি, আমি আপনার ভক্ত।" যে ব্যক্তি সেবার পরিবর্ত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, সে সেবক নহে, সে ব্যবসায়ী। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণাদি নিরুদ্ধ অর্থাৎ বহির্ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত না হইলে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না। চিত্তাদির বৃত্তি নিজ নিজ স্থানে নিরুদ্ধ থাকিলে ভোগ-বাসনার স্ফূর্ত্তি হয় না। এই নিষ্কাম অবস্থাতেই অন্তঃকরণে ভক্তির প্রবাহ বিষ্ণুপাদোদকী গঙ্গার ন্যায় তর তর বেগে বহিতে থাকে। অথবা ভগবানের কৃপা, সদ্গুরুর কৃপা ও নিজ সৌভাগ্য এই তিন সূত্র একত্র হইলেই জীবের সংসারাবরোধ কাটিয়া যায় ও ভগবানের ভাবসূত্রে "নিরুদ্ধ" হয়। এ নিরোধ ছয় প্রকার। যথা ভীতিভাব-নিরোধ, স্বামিভাব-নিরোধ, সর্ব্বভাব-নিরোধ, সখ্যভাব-নিরোধ, বাৎসল্য ভাব-নিরোধ ও কান্তভাব-নিরোধ। ভব যন্ত্রণাভয়ে ও ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া প্রথম; "ভগবানই জগৎ প্রভু, আমি তাঁহার দাস," এইরূপে তাঁহার শরণাগত থাকা দ্বিতীয়; "ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র ও বিশাল হইতেও বিশাল তাবৎ চেতন অচেতন

পদার্থই ঈশ্বর," পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, স্ত্রী, শত্রু, মিত্র সমস্তই তিনি, ইত্যাকার বোধে সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন করা তৃতীয়; বিপদে সম্পদে, সুখে, দুঃখে সদাই তিনি আমার সহায়, তিনি "দীনবন্ধু" এইরূপে সখ্য ভাবে তাঁহার অনুগত হওয়া চতুর্থ; পুত্রের ন্যায় প্রাণ পুত্তলি বোধে তাঁহাকে আদর করিয়া তদ্গতপ্রাণ হওয়া পঞ্চম এবং আমার মনঃপ্রকৃতি নারী ও তিনি পুরুষ-পতি এই ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাতে মিশাইয়া থাকা ষষ্ঠ প্রকার নিরোধ। এইরূপে নিরোধের অধীন থাকিলে জীবের কামনা স্বতএব নিবৃত্ত হইয়া যায়

ওঁ নিরোধস্তু লোকবেদব্যপারন্যাসঃ ॥ ৮ ॥

লৌকিক এবং বৈদিক কার্য্য সমূহে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসের নাম "নিরোধ"। ৮॥ অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমূহ বহিশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিলে অথবা ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া মনুষ্য অনন্যচেষ্ট হইলে লৌকিকাচার বা বেদ বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান আদি কোন কার্য্যেই ভক্তের প্রবৃত্তি হয়না। ভক্ত নিষ্ক্রিয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বর্জ্জিত।

ওঁ তস্মিন্ননন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ ॥ ৯ ॥

ঈশ্বরে অনন্য ভাব এবং তদ্বিরোধী বিষয় মাত্রেরই প্রতি ঔদাসিন্যকেও নিরোধ কহে ॥ ৯ ॥ একনিষ্ঠ-চিত্ত হইলেই নিরোধ শক্তির পূর্ণ সিদ্ধি হইয়া থাকে। ভগবদ্গতপ্রাণ হইলে অন্য কোন বস্তুতেই আদর থাকেনা।

ওঁ অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা ॥ ১০ ॥

অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগের নাম অনন্যতা। ১০॥ এক

মাত্র বস্তুকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন এবং তদ্ব্যতীত সমস্তই পরিহার করিলে “অনন্যতা” সিদ্ধি হয়।

ওঁ লোকে বেদেষু তদনুকূলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা ॥ ১১

লোক এবং বেদ বিহিত ভগবদনুকূল আচরণ করাই “তদ্বিরোধিষূদাসীনতা”। ১১ ॥ চির প্রচলিত লোক ব্যবহারানুরূপ এবং বেদ বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ভগবদ্ভাবের প্রতিকূল কার্য্য মাত্রেই আপনা আপনি অনাস্থা ঔদাস্য ও নিবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

ওঁ ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধং শাস্ত্ররক্ষণং ॥ ১২ ॥

যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়-বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। ১২ ॥ ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত তাঁহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা অবিচলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্র লিখিত বৈধ ও নিষিদ্ধ কার্য্য গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়; কেননা ভক্তির অপরিপক্কাবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাস্থা করিলে মনোমালিন্য বিদূরিত না হওয়ায় ভক্তি প্রবলা হইতে পারেনা। ভক্তি--সাধন সিদ্ধ হইলে কর্ম্ম-নিষ্ঠা আপনা আপনিই শিথিল হইয়া যায়। যেমন অলাবু পুষ্ট ও বড় হইলে তাহার ফুলটি আপনিই ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ ভক্তি পরিপুষ্ট হইলে কর্ম্ম আপনা আপনি তিরোহিত হইয়া যায়। কর্ম্ম ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে নাই।

ওঁ অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া ॥ ১৩ ॥

অন্যথা পাতিত হইবার আশঙ্কা আছে। ১৩ ॥ ভক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক।

যেমন তরুণ তরুগুলির মূলে জল সেচন না করিলে তত্তাবৎ শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ ভক্তি রূপ বল্লরী মূলে কর্ম্মরূপ জল সেচন না করিলে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

ওঁ লোকোপি তাবদেব কিন্তু ভোজনাদি ব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি ॥ ১৪ ॥

লোক স্থিতিও সেই পর্য্যন্ত; কিন্তু শরীর যত দিন থাকিবে, ভোজনাদি কার্য্য তত দিন থাকিবে। ১৪॥ অনেকে বলে যদি ভোজনাদি কার্য্যই থাকিল, তবে জীবন সত্ত্বে কর্ম্ম ত্যাগ হইল কই? এই শঙ্কা নিরসনার্থ এতৎ শ্লোকের অবতারণা। ভোজনাদি কার্য্য শরীর রক্ষার্থ মাত্র। ভোজন ত্যাগে কর্ম্মত্যাগ হয়না; কর্ম্ম বলিলে এখানে সকাম পারমার্থিক কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। যত দিন বাসনা ক্ষয় না হয়, তত দিন লৌকিক ও পারমার্থিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অনুবাক।

ওঁ তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানা মতভেদাৎ ॥ ১৫ ॥

নানা মত ভেদে উহার (ভক্তির) লক্ষণ কথিত হইতেছে। ১৫॥ এই সূত্রটিতে একটি সন্দেহ হইতে পারে যে এইটি প্রকৃত "সূত্র" নহে; কেননা যাহাতে বক্তব্য বিষয় সংক্ষিপ্ত ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকেই "সূত্র" কহে। কিন্তু কোন কথা বলিবার প্রতিজ্ঞা করাকে সূত্র বলা যায় না। এই সূত্রটিকে বক্তব্য বিষয়ের "প্রতিজ্ঞা" বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা

নহে। পিতা মাতা, ভাই, বন্ধু স্ত্রীপুত্রাদিতেও যে প্রেম ভাব লক্ষিত হয়, উহা বস্তুতঃ প্রেম নহে। শাস্ত্র কথিত প্রেম ও তাহার মত মতান্তেরই প্রতি এই সুত্রের লক্ষ্য।

ওঁ পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ ॥ ১৬ ॥

ভগবৎপূজাদিতে অনুরাগের নামই ভক্তি, ইহা মহর্ষি বেদব্যাসের মত। ১৬॥ ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্ম বিতান হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পূজাদির প্রয়োজন। পূজা করিতে করিতে প্রেমের উদয় হইবে। সম্পূর্ণ প্রেমাবেশ হইলে বাহ্য পূজা ও মানস পূজা এতদুভয়েরও নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।

ওঁ কথাদিষ্বিতি গার্গঃ ॥ ১৭ ॥

কথাদিতে অনুরাগের নামই ভক্তি। ইহা গর্গাচার্য্যের মত। ১৭। ভগবদ্ গুণানুবাদ শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সমস্ত সাধনের সার জানিয়া তাহাতেই গাঢ়াভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা করা গর্গ ঋষির মতে "ভক্তি" বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

ওঁ আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ ॥ ১৮ ॥

আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ে অনুরাগের নাম ভক্তি, ইহা শাণ্ডিল্য ঋষির মত। ১৮॥ জগদ্বোধ পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র আত্ম চৈতন্যে অন্যান্য সমস্ত অস্তিত্বের আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণানন্দে বিভোর থাকাই আত্মরতি। দ্বৈত ভাবেই হউক অথবা অদ্বৈত ভাবেই হউক, যে উপায়ই এই আত্মরতির অনুকূল, তাহাতে অনুরাগ বৃত্তির প্রবাহই শাণ্ডিল্যের মতে ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ওঁ নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি ॥ ১৯ ॥

কিন্তু নারদের মত এই যে, নিজ কৃত সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ এবং তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে যে চিত্তের একান্ত ব্যাকুলতা জন্মে, তাহারই নাম ভক্তি। ১৯। লৌকিক ও পারমার্থিক ভেদে কর্ম্ম দুই প্রকার। মানব! তুমি পুত্র পালন, যাগ, যজ্ঞ; তপস্যা, আদি যে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করনা কেন, সমস্তই ঈশ্বরার্থ বা তৎপূজনার্থ বিবেচনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান কর। একবার মন খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া বল—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং॥"

প্রাতঃকালে উঠিয়া সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকালে পর্য্যন্ত যত কিছু (লৌকিক ও পারমার্থিক) কার্য্য করি, হে জগন্মাতঃ! তৎ সমস্ত তোমারই পূজা মাত্র। কার্য্য করিতে করিতে যদি ভগবানকে ভুলিয়া "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এই দুরভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে যতক্ষণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে হৃদয়ের একমাত্র অধিনায়কত্বে বরণ করিতে না পার, ততক্ষণ তোমার চিত্ত তদ্বিরহ বেদনায় ব্যাকুল হইলে, জানিবে, তোমার ভক্তি লক্ষণ দেখা দিয়াছে অর্থাৎ যখন অন্তঃকরণে অনবচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় ভগবদ্ভাবের বৃত্তি প্রবাহ চলিতে থাকে, তখনই ভক্তি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়।

ওঁ অস্ত্যেবমেবং ॥ ২০ ॥

বস্তুতঃ এই রূপই ।২০॥ পূর্ব্ব সূত্রে ভক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যাত হইলেও এই সূত্রে লৌকিক ব্যবহারানুসারে তাহারই দৃঢ়-নিশ্চয়তা প্রদর্শিত হইল অর্থাৎ ভক্তির উক্ত-বিধ লক্ষণে কিছু মাত্র অসত্যতা বা সংশয়ের হেতু নাই।

যথা ব্রজগোপিকানাং ॥ ২১ ॥

যেমন ব্রজ গোপিকাদিগের । ২১ ॥ বৃন্দাবন বিহারিণী গোপী গণই প্রেম ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এই জন্য ইহাঁদের উদাহরণ নারদের ভক্তি ব্যাখ্যার সূত্র স্থানীয় হইল। বস্তুতঃ প্রেমে বিভোর হইয়া মদ্যপায়ী মাতালের ন্যায় যাঁহারা গৃহ সংসার ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, লোক লজ্জা আদি সমস্তই বিসর্জ্জন করেন তাঁহারাই পরম ভক্ত। ভগবান্ নিজ মুখেই উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন।

"তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্ত দেহিকাঃ।
যে ত্যক্ত লোক ধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্বিভর্ম্ম্যহং ॥
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুল স্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্যবিহ্বলা ॥
প্রধারয়ন্তি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃপ্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন সন্দেশৈর্ব্বল্লভ্যো মে মদাত্মিকাঃ"॥

হে উদ্ধব! গোপীগণ আমাতেই মন সমর্পণ করিয়াছে, আমিই তাহাদের প্রাণ, আমার জন্য তাহারা নিজ নিজ দৈহিক ব্যবহারাদি ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আমার জন্য লৌকিক ব্যবহার, ধর্ম্মের বিধি নিষেধ তুচ্ছ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমিই রক্ষা করি। গোপীগণ আমাকে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর বলিয়া জানে। আমি দূরে থাকিলে

আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক তাহারা নিদারুণ বিরহ ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়া যায়। আমা ব্যতীত তাহারা অতি ক্লেশে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। বৃন্দাবনে আমার পুনর্গমনের শুভ সংবাদেই তাহারা জীবিত আছে। আমিই সেই গোপিকাদিগের আত্মা ও তাহারা আমারই। প্রেম ভক্তি বিস্তার কর্ত্তা শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবও নিজ সন্ন্যাস নির্ণয় গ্রন্থে গোপিকা গণকে প্রেম মার্গের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ওঁ ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞান বিস্মৃত্যপবাদঃ ॥ ২২ ॥

এ অবস্থাতেও মাহাত্ম্যজ্ঞান বিস্মৃতির অপবাদ নাই। ২২ ॥ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্বোধে দেখিতেন না, ইহা অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু গোপী গণকে যখন বলিতে শুনিলাম "অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে, প্রেষ্ঠো ভবস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।" ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তি হরোভিজাতো"—"নখলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্" তখন কেমন করিয়া বলিব যে গোপী গণ তাঁহাকে ভগবদ্বোধে চিনিতে পারেন নাই?।

ওঁ তদ্বিহীনং জারাণামিব ॥ ২৩ ॥

তদ্ব্যতীত জারদিগের ন্যায়। ২৩ ॥ মাহাত্ম্য জ্ঞান ব্যতীত যে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহা জার (ব্যভিচারাসক্ত পুরুষ) দিগের প্রীতির ন্যায় বলিতে হইবে। যেমন উর্ব্বরা ও কৃষ্ট ভূমিতে বীজ সরল ভাবে বা উল্টাইয়া পড়িলেও তাহার অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তদ্রূপ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞান পূর্ব্বক ভগবানে প্রেম করিলেও যদিচ ফল পাওয়া যায়, তথাচ জ্ঞান পূর্ব্বক

ভক্তির একটু বিশেষ প্রাদুর্ভাব আছে। জ্ঞান পূর্ব্বক পাষাণাদিতে ভগবদ্বোধে পূজা করিলেও ফল লাভ হয়।

ওঁ নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বং ॥ ২৪ ॥

উহাতে প্রিয়তমের সুখে সুখী হওয়া যায় না। ২৪ ॥ কেননা ব্যভিচারী গণ কাম পরবশ হইয়া নিজ নিজ সুখ সাধনার্থই প্রীতি প্রকাশ করে, তাহাদের অন্তঃকরণে তৎ-সুখ-সুখিত্ব কোথা হইতে আসিবে ?।

চতুর্থ অনুবাক।

ওঁ সাতু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা ॥ ২৫ ॥

উহা (ভক্তি) কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২৫ ॥ ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে —

" তপস্বিভ্যোধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোপি মতোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥"

এতদ্বাক্যে ভগবান্‌ জ্ঞান ও কর্ম্ম অপেক্ষা যোগের প্রাধান্য দেখাইয়া ভক্তকে যোগীদিগের মধ্যে প্রধান করিয়াছেন। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সাধন কালে বর্ণ, আশ্রম, অধিকার, অনধিকার আদির বিচার দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তি সাধনে এতাবতের কিছু মাত্র বিচার নাই। যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও দুর্লভ।

ওঁ ফলরূপত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

কেননা উহা ফল স্বরূপ। ২৬ ॥ জ্ঞানাভিমানিগণ বলিয়া

থাকেন, যে ভক্তি সাধন দ্বারা জ্ঞান রূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এতৎ সূত্রকারের মতে জ্ঞানাদি সাধন দ্বারা ভক্তি রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। কেননা ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মঃ ভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাং॥"

এতদ্বাক্যে ভগবান্ দেখাইলেন যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ সাধন দ্বারা মনুষ্য অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল, শান্ত, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সম্পন্ন, পরমানন্দ পূর্ণ, হইয়া শোক, কামনাদি বিহীন ও সর্ব্ব ভূতে সমদর্শী হইলে তবে তাঁহার পরা ভক্তি লাভ করিতে পারে। সকল সাধনেরই লক্ষ্য ভগবৎ কৃপা লাভ। কিন্তু ভগবৎ কৃপাদৃষ্টি না হইলে ভক্তির সঞ্চার হয় না। এই জন্য ভক্তি সকল সাধনের ফল স্বরূপ।

ওঁ ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাদ্দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ ॥ ২৩ ॥

ঈশ্বরেরও অভিমানের প্রতি বিদ্বেষ ও দীনতার প্রতি প্রিয়ভাব আছে। ২৭ ॥ কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সাধন কালে সাধকের তত্তৎ সাধনাভিমান উদয় হইলে ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন না। তিনি দীনের একমাত্র বন্ধু, পতিতের উদ্ধার-কর্ত্তা ও কাঙ্গালের সর্ব্বস্বধন, কিন্তু অভিমানীর কেহ নহেন। অভিমানী তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারেনা, প্রাণ ভরিয়া ভাল না বাসিলে—আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ না করিলে—"আমি তোমার ও তুমি আমার"

এই ভাবে বিগলিত না হইলে ভগবৎ প্রীতি লাভ করা যায় না।

ওঁ তস্যাঃ জ্ঞানমেবসাধনমিত্যেকে॥ ২৮॥

কাহারও মতে জ্ঞানই ভক্তির সাধন। ২৮॥ এ মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কেন না গৃধ্র, গজেন্দ্রাদি জ্ঞান লাভনা করিয়াও ভক্তি সহ ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিল ও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিল।

ওঁ অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে॥ ২৯॥

অন্য কেহ ২ বলেন, ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে।২৯॥ এ কথাও যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, কেন না ভক্তি উদয় হইলে আর জ্ঞানতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিই হয় না।

ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ॥৩০॥

সনৎকুমারাদি ও নারদের মতে ভক্তি, স্বয়ংই ফল স্বরূপ।৩০॥ কেননা কোন চেষ্টা বা কৌশল দ্বারা ভক্তি লাভ করা যায় না। "প্রেম কি চাইলে মেলে, উহা আপনি উদয় হয় শুভ যোগ পেলে"।

ওঁ রাজগৃহভোজনাদিষু দৃষ্টত্বাৎ॥ ৩১

রাজ গৃহ ও ভোজনাদি কালে এইরূপই দৃষ্ট হয়। ৩১॥ পূর্ব্বে যে ভক্তির ফলরূপত্ব কথিত হইয়াছে, তাহারই উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ওঁ ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্বা॥ ৩২॥

না উহাতে রাজার পরিতৃপ্তি হয়, না ক্ষুধারই নিবৃত্তি হয়। ৩২॥ ভক্তি যে জ্ঞানের ফল রূপ নহে, তাহাই প্রমাণ

করিতেছেন। মনে কর তুমি জানিতে পারিলে যে রাজা বলবান্‌, সৌম্য, দয়ালু, ধর্ম্মশীল ও প্রজারঞ্জন ; ইহাতে রাজার সন্তুষ্ট হইবার কারণ কি! অর্থাৎ তোমার রাজ-জ্ঞান লাভে রাজার তৃপ্তি হইতে পারেনা। ঘৃতাদি যোগে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয় এই প্রকরণ জানিলে কি তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে! কখনই নহে। বস্তুতঃ কেবল ভগ-বানের স্বরূপ জানিতে পারিলেই জীবের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না।

ওঁ তস্মাৎসৈব গ্রাহ্যামুমুক্ষুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অতএব মুমুক্ষুগণ ভক্তিই গ্রহণ করুন। ৩৩। সূত্রকার বহুবিধ বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া দেখিলেন যে কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান মুক্তির সাধন হইলেও উহাতে বিপুল বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। মুক্তি লাভের জন্য ভগবানকে দেখি-বার জন্য ভক্তিই নির্ম্মল পথ। এইজন্য জীবের প্রতি করুণা করিয়া ভক্তি সাধনে প্রবৃত্তি দান করিলেন।

পঞ্চম অনুবাক্।

ওঁ তস্যাস্সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

আচার্য্যগণ ভক্তির সাধন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ৩৪ ইতি পূর্ব্বে ভক্তির মুখ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া এক্ষণে সূত্র-কার তাহার সাধন কৌশল ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ওঁ তত্তুবিষয়ত্যাগাৎসঙ্গত্যাগাচ্চ ॥ ৩৫ ॥

উহা (ভক্তি-সাধন) বিষয় ত্যাগ ও সঙ্গত্যাগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ৩৫ ॥ ইন্দ্রিয় বর্গ বিষয়াস্বাদে বিব্রত

থাকিলে মন তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকে। বিষয়-রুচি মন-কে সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আসক্ত করে, এই রূপে বিষয়ের সঙ্গ, লোকের সঙ্গ সদৈব মনকে বিহ্বল করিয়া রখিলে মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ একাগ্র না হইলে ভক্তি-আবেশের সম্ভাবনা নাই। ভক্তি সাধন করিতে হইলে প্রথমেই বৈরাগ্যবান্ ও নিঃসঙ্গ হওয়া আবশ্যক।

ওঁ অব্যাবৃতভজনাৎ॥ ৩৬॥

সর্ব্বদা ভগবদ্ভজন ভক্তি সাধনের অনুকূল। ৩৬॥ জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য (ভোজনাদি) কাল ভিন্ন যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই ভগবানের নাম-জপ ও গুণ গান করিবে। কেননা হরিচিন্তন হইতে বিশ্রাম পাইলেই মন রজ ও তমোগুণের আবেশে আমোদিত হয়, অমনি বিষয় চিন্তা মনকে ভুলাইতে যায়। সকল কার্য্য ও সকল অবস্থায় যদি ইন্দ্রিয় গণ সহ মন ভগবৎপাদবিলগ্ন থাকে তবে ক্রমশঃ ভক্তির আবেশ বর্দ্ধিত হয়।

ওঁ লোকেঽপি ভগবদ্গুণশ্রবণকীর্তনাৎ॥ ৩৭॥

লোকের নিকট ভগবদ্গুণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিলেও ভক্তি সাধনের সহায়তা হয়। ৩৭॥ যে পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ভগবৎভজন সাধনের সামর্থ্য না জন্মে, তত দিন যথাবকাশ লোকের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণ ও স্বয়ং উহা লোকের নিকট কীর্ত্তন করা ভাল। কেননা এই রূপে চিত্ত ক্রমশঃ ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"ব্যাবৃত্তোপি হরৌ চিত্তং শ্রবণাদৌ যতেৎ সদা।
ততঃ প্রেম তথাসক্তির্ব্যসনঞ্চ যদা ভবেৎ॥"

যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভক্তিভাবের উদয় না হয়, ততদিন সময়ে ২ হরিকথা শ্রবণাদি করিলে ক্রমে২ উহাতে আসক্তি বাড়িবে ও ক্রমশঃ ভক্তির বীজ দৃঢ় হইবে।

ওঁ মুখ্যন্তস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা ॥৩৮॥

মহাত্মাগণের কৃপা বা ভগবানের কৃপা কণা দৃষ্টি ভক্তির মুখ্য সাধন ॥ ৩৮ ॥ মহাত্মা জড়ভরতও রহুগণ রাজাকে বলিয়াছিলেন

"রহুগণৈতত্তপসানযাতি নচেজ্যয়া নির্বপনাদ্গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈবজলাগ্নি স্থর্য্যোর্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকাৎ ॥"

হে রহুগণ! এতৎসিদ্ধি তপস্যা দ্বারা হয়না, যাগাদি কর্ম্মের দ্বারাও হয়না, গৃহ ছাড়িয়া যোগী হইলেও হয়না, বেদ বেদান্ত পড়িলেও হয়না, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণাদি জল যোগেও হয়না, অগ্নিযোগে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগ যজ্ঞেও হয়না এবং সুর্য্যোপস্থান বা গ্রীষ্ম তাপসেবনাদি দ্বারাও হয়না, উহা কেবল মহানুভবদিগের পদ ধূলি গ্রহণেই সিদ্ধ হয়। ভগবান্ অক্রূরকে বলিয়াছিলেন—

"নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবামৃচ্ছিলাময়া।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥"

হে অক্রূর! গঙ্গাদিতীর্থ, মৃন্ময় এবং শিলাময় দেবতা যাঁহাদিগকে পবিত্র করেন না বা বহুকাল বিলম্বে করিয়া থাকেন, সাধুগণ দর্শন মাত্রেই তাঁহাদিগকে পবিত্র করেন। বাহ্য চেষ্টা বা যত্নদ্বারা ভক্তিলাভ হয়না। সাধুগণের অনুগ্রহ ভাজন হইলেই ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হয় এবং তাহা হইলেই হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়।

ওঁ মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ ॥ ৩৯ ॥

মহৎসঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ ॥ ৩৯ ॥ নিজের শুভাদৃষ্ট এবং শুভ দৃষ্টি ব্যতীত সাধুকে চিনিতে পারা যায়না। সাধু সম্মুখে আসিলেও নিজ মনোমালিন্য জন্য তাঁহাকে সাধু বলিয়া বোধ হয়না। এইজন্য মহৎসঙ্গ দুর্লভ। সাধুকে চিনিতে পারিলেও তাঁহার সাধন-সিদ্ধ ভাবের মধ্যে প্রবেশ করাও কঠিন; এইজন্য মহৎসঙ্গ অগম্য। কিন্তু সাধু সমাগম কখনও ব্যর্থ হয়না, নিজ অধিকারানুরূপ ফল অবশ্যই লাভ হইয়া থাকে, এই জন্য মহৎসঙ্গ অমোঘ।

ওঁ লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব ॥ ৪০ ॥

ভগবানের কৃপা হইলেই মহতের সঙ্গ হইয়া থাকে। ৪০ ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহার নিকট সাধুকে প্রেরণ করেন, তিনি নিজ ভাবে যাঁহাকে রঞ্জিত করেন, দয়া করিয়া যাঁহার হৃদয় কপাট খুলিয়া দেন, তাঁহারই সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে।

ওঁ তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ॥ ৪১ ॥

কেননা তাঁহাতে ও তদনুগত সাধুব্যক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ৪১ ॥ ভগবান্ ভক্তাধীন, ভক্তিযুক্ত সাধুর ক্রিয়া কলাপ তাঁহারই লীলা। ভক্তগণের দ্বারাই জগতে তাঁহার মহিমা প্রচারিত হয়। ভক্ত সাধুকে দেখিলেই তাঁহাকে স্মরণ হয়, ভক্তের ভাবানুসারে তাঁহার প্রতীতি হয়। ভক্ত তাঁহাতে এবং তিনি ভক্তেতে বিরাজমান থাকেন।

ওঁ তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

তাঁহারই সাধনা কর, তাঁহারই সাধনা কর ॥ ৪২ ॥ নারদ ভক্তিলাভের অন্য উপায় না দেখিয়া, আর কোন কৌশলেই

জীবের গতি নাই বুঝিতে পারিয়া, ভক্তিই সাধন সমুদ্রের একমাত্র অমূল্য নিধি ইহা তপোবলে অনুভব করিয়া জীবের কল্যাণার্থ ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে হেজীব! হরি বই আর গতি নাই, তাঁহার সাধনা কর।

ষষ্ঠ অনুবাক।

ওঁ দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

কুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ॥ ৪৩ ॥ কি উপায়ে নির্ম্মলা-ভক্তি লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইল। কি কি কারণে ভক্তির বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পায় না, এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন। দূষিত জন সহবাসে প্রকৃতি দূষিত হয়, এইজন্য ভক্তিলাভেচ্ছুকে প্রথমতঃই কুসঙ্গ পরিহার করিতে বলিলেন।

ওঁ কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্ব্বনাশকারণত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

(কেননা) উহা কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধি নাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ। ৪৪॥ কুসঙ্গীর কুপরামর্শে ও অসৎ আদর্শে জীবের ইন্দ্রিয় ভোগবাসনা বৃদ্ধি হয়। কোন কারণে ভোগেচ্ছা তৃপ্তির বাধা জন্মিলে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধোদয় হইলেই চিত্ত চঞ্চল ও সদসৎ বুদ্ধি বিচার বিহীন হইয়া পড়ে, তাহাতেই মোহের উৎপত্তি হয়। মোহ বশতঃ চিত্ত তমসাচ্ছন্ন হইলে, চিত্তে সংস্কারাবস্থাপন্ন বিষয় গুলি আর লক্ষিত হয় না, সুতরাং নিজ মঙ্গল সাধনের উপায় ও আর স্মৃতি পথারূঢ় হয়না;

স্মৃতি ভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকলতা জন্মে এবং বুদ্ধি-বৈকল্যই মনুষ্যকে ইহ পরলোকের কল্যাণ মার্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়।

ওঁ তরঙ্গায়িতাপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি ॥ ৪৫ ॥

ইহারা (কাম, ক্রোধাদি) তরঙ্গবৎ আসিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রবৎ হইয়া উঠে ॥ ৪৫ ॥ কুসঙ্গের আরও দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। যাঁহারা সুপথের পথিক, তাঁহারা কখন দেবা-রাধনা, তীর্থ পর্য্যটন, ভগবৎ কথা শ্রবণে আনন্দিত হয়েন, কখনও বা আশ্রমোচিত কার্য্যানুরোধে পুত্র-স্নেহ, বিষয় পিপাসা আদি দ্বারা সাময়িক মোহ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহারা যদি কুসঙ্গীর কুহকজালে পতিত হয়েন, তবে সাধুতার ভাব গুলি ধীরে ২ লুক্কায়িত হয় এবং কুবৃত্তি গুলি তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় একটি ২ করিয়া আসিয়া পরিশেষে বিশাল সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখময় গভীরগর্ভে ডুবাইয়া দেয়।

ওঁ কস্তরতি কস্তরতি মায়াং ? যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি যো মহানুভাবং সেবতে যো নির্ম্মমো ভবতি ॥ ৪৬ ॥

কে নিস্তার পায় ? মায়া হইতে কে নিস্তার পায় ? যিনি সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, যিনি মহানুভবের সেবা করেন এবং যিনি নির্ম্মম হয়েন ॥ ৪৬ ॥ মায়ার মলিন ছায়ার হাত হইতে এড়াইতে না পারিলে ভক্তির বিমল কৌমুদীর প্রকাশ হয় না। কুসঙ্গ ও মমতা বুদ্ধি থাকিতে মায়ামুক্ত হইবার আশা নাই ; এ জন্য একদিকে দুর্জ্জনের সঙ্গত্যাগ

করিবে এবং অপর দিকে মহানুভবের সঙ্গ ও সেবা করিবে, তাহা হইলেই মমতার ঘোর মেঘ কাটিয়া যাইবে।

स्वो योविविक्तस्थानं सेवते योलोकबन्धमुन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति ॥ ৪৭ ॥

যিনি নির্জ্জন স্থানে নিবাস করেন, যিনি লোকসঙ্গরূপ বন্ধন নির্ম্মূল করেন, যিনি নিস্ত্রৈগুণ্য হয়েন এবং যিনি যোগ ও ক্ষেম পরিত্যাগ করেন ॥ ৪৭ ॥ মায়া হইতে নিস্তার পাইবার আরও উপায় বলিতেছেন। লোক সমাজে বাস করিলে সংসার কোলাহলে অনবচ্ছিন্ন ভগবচ্চিন্তন হয় না, নানা প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তাহাতে সঙ্গ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর লোকালয়ে থাকিলে লোককল্পিত আহার, আচার, ব্যবহারাদির ব্যর্থ শিক্ষা বিড়ম্বনায় কাল অতীত হয়। নৃত্যগীত রঙ্গরসে মন মগ্ন হয়। এই জন্য নির্জ্জন নিবাস নিতান্ত শ্রেয়ঃ। এই নির্জ্জন নিবাসের দ্বারাই অসঙ্গ বশতঃ লৌকিক ব্যবহার বন্ধনও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সত্ত্ব, রজ, ও তম, এই তিন গুণ ও তাহাদের কার্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে হয়, এই রূপ হইলে তবে মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছিলেন " ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন "। আবার সঙ্গে ২ ভোজনাচ্ছাদনের চেষ্টা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হইবে। শরীরযাত্রার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন ভগবদুপাসককে তাহার জন্য চিন্তা করিতে হয় না। " ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। বিশ্বম্ভরোগুরুর্যেষাং কিং দাসান্ সমুপেক্ষতে " ॥ বিষ্ণু

পরায়ণ গণ নিজ নিজ আহারাচ্ছাদনের জন্য বৃথা চিন্তা করেন। যিনি বিশ্ব চরাচরের সকল প্রাণীকে ভোজন দেন, তিনি কি নিজ অনুগত সেবক দিগকে উপেক্ষা করিতে পারেন? যাঁহারা তাঁহার জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছেন, তিনিই সেই সাধু দিগের একমাত্র আশ্রয়।

ওঁ যঃ কর্মফলং ত্যজতি কর্মাণি সংন্যসতি ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি ॥ ৪৮ ॥

যিনি কর্ম্ম ফল ত্যাগ করেন, যিনি কর্ম্ম সকল ত্যাগ করেন এবং যিনি নির্দ্বন্দ্ব হয়েন ॥ ৪৮ ॥ নিস্ত্রৈগুণ্য হইবার সাধন প্রণালী কহিতেছেন। যে পর্য্যন্ত সাধকের মনোবেগের শান্তি না হয় অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু নিজ ভোগার্থ তাঁহার ফল কামনা না করিয়া ফল রাশি ভগবানে অর্পণ করিবেন। তৎপরে ইন্দ্রিয় ও মনের বেগ উপশমিত হইয়া আসিলে অর্থাৎ নিবৃত্তি উদয় হইলে কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন এবং তৎপরে দ্বন্দ্ব বিহীন হইয়া সুস্থির হইবেন।

ওঁ বেদানপি সংন্যসতি কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে ॥ ৪৯ ॥

যিনি বেদ সমূহ পরিত্যাগ করেন এবং যিনি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥ মায়া মোচনের জন্য সাধন তত্ত্বের উপদেশ করিয়া এক্ষণে সিদ্ধ হইবার অবস্থা বলিতেছেন। মনোবেগের নিবৃত্তি হইলে মানবের কার্য্যের উদ্যোগ, প্রারম্ভ, অনুষ্ঠান ও উপসংহার প্রভৃতি বিক্ষেপ থাকেনা;

সুতরাং ক্রিয়ার শেষ, বিধি নিষেধ বুদ্ধির শেষ, বেদমন্ত্রের কথন মননাদির শেষ হইয়া আসে। তখন কেবল মাত্র ভগবৎসত্তায় অন্তঃকরণের অবিচ্ছিন্ন অনুরাগের প্রবাহ হইতে থাকে।

ওঁ স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তীতি ॥ ৫০ ॥

তিনিই নিস্তার পান, তিনিই নিস্তার পান, এবং তিনিই লোক সকলকে নিস্তার করেন ॥ ৫০ ॥ নারদ মহাশয় উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া ভক্তি তত্ত্বের নির্ম্মল জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া ভক্ত-সাধকের ভুবন মোহিনী অবস্থা দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন এবং লোক প্রবোধনার্থ উৎসাহ সহ বলিতেছেন যে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগপরায়ণ ভগবদ্‌ভক্তই মায়া হইতে নিস্তার পান। কেবল তিনিই নিস্তার পান তাহা নহে, তিনি অন্যান্য লোক সকলকেও নিস্তার করিয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেবও বলিয়াছেন "মদ্ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুনাতি"।

সপ্তম অনুবাক।

ওঁ অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপং ॥ ৫১ ॥

প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় ॥ ৫১ ॥ নারদই যখন প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যানে অসমর্থ, তখন আমরা তাহার আর কি ব্যাখ্যা করিব!

ওঁ মূকাস্বাদনবৎ ॥ ৫২ ॥

মূকের রসাস্বাদনের ন্যায় ॥ ৫২ ॥ বোবা যেমন মিষ্ট রস আস্বাদন করিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হয়, জিজ্ঞাসা করিলেও

রসের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া কেবল হাস্য করে, মনুষ্য সেইরূপ প্রেমাবির্ভাব কালে আনন্দে গদ্গদ হয়। কিন্তু সে ভাব নিজে অনুভব করিয়াও অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারেনা, এই জন্য উহা অনির্ব্বচনীয়।

ওঁ প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে ॥ ৫৩ ॥

(তথাপি) কোন পাত্র বিশেষের (অধিকারী) দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ যদিচ বুদ্ধি বিচার, কল্পনা, ভাষানৈপুণ্য দ্বারা প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না সত্য, কিন্তু যখন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ প্রেমে মাতোয়ারা—বিভোর হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যান্, সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে প্রেমের স্বরূপতত্ত্ব স্বতএব প্রকাশিত—উচ্চারিত হইতে থাকে।

ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপং ॥ ৫৪ ॥

(প্রেমস্বরূপ) গুণবর্জ্জিত কামনাতীত, প্রতিক্ষণবৃদ্ধিযুক্ত, অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম কেবল অনুভব স্বরূপ ॥ ৫৪ ॥ কাহারও গুণ দেখিয়া যে স্নেহ, ভক্তি বা ভালবাসার উদয় হয়, স্বর্গাদি কামনা করিয়া বা ভোগাদির লালসায় যে পুণ্য কর্ম্মে বা স্ত্রীতে আসক্তি হয়, তাহা বস্তুতঃ প্রেম নহে। কেননা গুণীকে যে প্রেম করা যায়, গুণের অভাব হইলে সে প্রেমেরও ক্ষয় হয়। স্বর্গাদি লাভ করিলে কর্ম্মাসক্তি বিনষ্ট হয়, স্ত্রীসম্ভোগান্তে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু ভগবৎ প্রেমের আদৌ বিচ্ছেদ নাই। বরং উহা প্রতিক্ষণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা যত কিছু

বিষয় অনুভব করি তাহার অধিকাংশ বিষয়ের আভাস প্রকাশ করিতেও পারি, কিন্তু " অনুভব " শক্তির কখনও প্রকাশ করা যায় না। প্রেম অতি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম " অনুভব, " সুতরাং উহা কোনমতেই প্রকাশিত হইতে পারেনা।

ওঁ তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি ॥ ৫৫ ॥

(প্রেমিক) উহা প্রাপ্ত হইয়া উহাই দর্শন করেন, উহাই শ্রবণ করেন, উহাই কথন করেন এবং উহাই চিন্তন করেন। ॥ ৫৫ ॥ প্রেমিকের সম্মুখে প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ এবং প্রেমের স্বরূপ একই পদার্থ। যিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন তিনি ভগবানকেও লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছু দেখিতে বা শুনিতে বা বলিতে বা চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয়না।

ওঁ গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদ্বা ॥ ৫৬ ॥

গুণ ভেদ বা আর্ত্তাদি ভেদে গৌণী ভক্তি তিন প্রকার॥ ॥ ৫৬ ॥ মুখ্য ভক্তির স্বরূপ দেখাইয়া এক্ষণে গৌণী ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ ভেদে ভক্তি বা শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ ভাব ধারণ করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসু বা অর্থার্থী ত্রিবিধ উপাসনানুসারে তিনপ্রকার গৌণী ভক্তি লাভ করে।

ওঁ উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎপূর্ব্বপূর্ব্বা শ্রেয়ায় ভবতি ॥ ৫৭ ॥

উত্তরোত্তর ক্রমানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারের ভক্তি কল্যাণদায়ক ॥ ৫৭ ॥ তমোগুণী অপেক্ষা রজোগুণী এবং রজোগুণী অপেক্ষা সত্ত্বগুণী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তামসী অপেক্ষা

রাজসী এবং রাজসী অপেক্ষা সাত্ত্বিকী ভক্তি শ্রেষ্ঠা। অর্থার্থী অপেক্ষা জিজ্ঞাসু এবং জিজ্ঞাসু অপেক্ষা আর্ত্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ ; কেননা, জিজ্ঞাসু বা আর্ত্ত ব্যক্তির উপাসনায় বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা।

অষ্টম অনুবাক্।

ওঁ অন্যস্মাৎসৌলভ্যং ভক্তৌ ॥ ৫৮ ॥

অন্য সাধন অপেক্ষা ভক্তি সাধন সুলভ ॥ ৫৮ ॥ ইতি-পূর্ব্বে ভক্তির অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাছে লোকে এরূপ আশঙ্কা করে যে এই সূক্ষ্ম ভক্তি তত্ত্বের অধিকারী আমি কিরূপে হইব ; সেইজন্য এই শ্লোকের অবতারণা পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, ভক্তি সাধন অতি সুলভ। কেননা ইহাতে বিদ্যা চাইনা, ধন চাইনা, আচার বিচার চাইনা, ইহাতে বর্ণবিচারও করিতে হয়না। ভক্তির গুণে গণিকা বিদ্যাবতী না হইয়াও উদ্ধার পাইল ; শবরি নির্দ্ধন হইয়াও, গোপীগণ বেদ না পড়িয়াও, ভক্তির গুণে ভগবানকে পাইল ; গৃধ্র ও গজ মনুষ্য না হইয়াও, গুহক চণ্ডাল হইয়াও ভগবানকে পাইল। ভক্তি সাধনে কায়ক্লেশ কাতরতা নাই ; পর্ণাহার, নীরাহার বা নিরাহার রূপ কঠোর ব্রত নাই, অতএব ভক্তির ন্যায় সুলভ সাধন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিরাজ্যে বাদ বিবাদ কিছুই নাই।

ওঁ প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥

ইহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, কেননা ইহা স্বয়ংই প্রমাণ স্বরূপ ॥ ৫৯ ॥ ভগবানে ভক্তি করিতে যে কোন রূপ পরিশ্রম ও ক্লেশ হয় না, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। যিনিই ভক্তির উপাসক তিনি স্বয়ংই ইহা অনুভব করিতে পারেন। ভক্তি হইল কি না, বাদ বিবাদের দ্বারা ইহার সংশয় ছেদ করিতে হয় না। ভক্তি সাধনে ক্লেশের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং সকল ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ওঁ শান্তিরূপাৎপরমানন্দরূপাচ্চ ॥ ৬০ ॥

ভক্তি শান্তি এবং পরমানন্দ স্বরূপ ॥ ৬০ ॥ যেখানে বাদ বিবাদ, দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, সংশয়, সংকল্প, বিকল্প, সুখ দুঃখ আদি তরঙ্গের লেশ মাত্র নাই তাহাই শান্তি নিকেতন। শান্তি ভবনেই পরমানন্দের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই শ্লোকে ভক্তি ও ভগবানের একতা সম্পাদিত হইয়াছে, কেননা আনন্দই ব্রহ্মের রূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন "আনন্দং ব্রহ্ম"। এই আনন্দ লাভ করিবার জন্যই জ্ঞানাদির দ্বারা পরমানন্দময়ী ভক্তির আবির্ভাব হইলে জীবের ত্রিতাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞানের সাধক গণ আনন্দকে জ্ঞানের ফল স্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানই আনন্দ স্বরূপ একথা কোথাও বলেন নাই। ভক্তি সূত্রে ভক্তিই আনন্দ স্বরূপ কথিত হইল।

ওঁ লোকহানৌ চিন্তা ন কার্য্যা নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ ॥ ৬১ ॥

লোকের অনিষ্ট চিন্তা করিতে নাই। কেননা (ভক্ত),

আত্মা, লোক, বেদ, শীলতা বা সদাচার সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥ যে সকল বস্তু তুমি ভগবান্‌কে সমর্পণ করিয়াছ, তত্তাবতের জন্য তোমার আবার চিন্তা কি! ভাল মন্দ চিন্তা করিতে হয় ভগবান্ করিবেন। সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহাকেই একমাত্র সার করিয়াছ, তুমি তাঁহারই চিন্তা কর। লোক সকল যখন তাঁহার হইয়াছে, তখন তত্তাবতের অনিষ্ট চিন্তা করা নিতান্ত ভগবদ্বিরুদ্ধ ॥

ওঁ নতৎসিদ্ধৌ লোকব্যবহারোহেয়ঃ কিন্তু ফলত্যাগস্তৎসাধনঞ্চ কার্য্যমেব ॥ ৬২ ॥

যেপর্য্যন্ত ঈশ্বরে সর্ব্বাত্ম নিবেদন—নিশ্চয় বুদ্ধি দৃঢ় না হয় সে পর্য্যন্ত লোক-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেনা, কেবল তাহার ফল কামনা পরিত্যাগ করিবে। বরং ফল ত্যাগের সাধনা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ৬২ ॥ কেমনা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন নিশ্চয় হইবার পূর্ব্বে যদি লোক ব্যবহার পরিত্যাগ করাযায়, তাহা হইলে উভয় দিক হইতেই ভ্রষ্ট হইতে হয়। বস্তুতঃ লোক-ব্যবহারকে অসার বিবেচনা করিয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে ধীরে ধীরে শিক্ষা করিবে ॥

ওঁ স্ত্রীধননাস্তিকবৈরিচরিত্রং নশ্রবণীয়ং ॥ ৬৩ ॥

স্ত্রী, ধন, নাস্তিক ও বৈরীর চরিত্র শ্রবণ করিবে না ॥ ৬৩॥ স্ত্রী দিগের রূপ, যৌবন, হাব, ভাব, ক্রিয়া, চেষ্টা, আদি চরিত্র বর্ণিত প্রসঙ্গ পাঠ বা শ্রবণ করা উচিত নহে। কেননা, তাহাতে বিলাস-বাসনা বেগবতী হয়। ধন বা বিষয়

বিভবের কথা শুনিও না; কেননা তাহাতে লোভ বৃদ্ধি হয়। নাস্তিকদিগের চরিত্র বা তাহাদের কুটিল তর্কজাল পাঠ বা শ্রবণ করিও না; কেননা তাহাতে ভগবদ্বিশ্বাস বিচলিত হয়। যাহারা তোমার বিপক্ষ, তাহাদের কথা কেহ বলিলে তাহাতে কর্ণপাত করিও না, কেননা তাহাদের দুর্ব্যবহারের কথা শুনিলে তোমার ক্রোধাদি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

ওঁ অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যং ॥ ৬৪ ॥

অভিমান, দম্ভ আদি পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬৪ ॥ দম্ভ ও অভিমান এই দুইটি ভক্তি মার্গের বিষম বিরোধী, কেননা ভক্তি সিদ্ধ হইলেও "আমি ভক্ত," "আমি উপদেষ্টা" ইত্যাকার অভিমান এবং পূজার বাহ্যাচরণে দম্ভ উদয় হইয়া থাকে। "আদি" শব্দ দ্বারা কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য আদি বুঝিতে হইবে।

ওঁ তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ং ॥ ৬৫ ॥

সমস্ত আচার ভগবানে অর্পণ করিয়া কাম, ক্রোধ অভিমান, করিতে হয়, তাঁহরই উপর করিবে ॥ ৬৫ ॥ কামের বেগ উদয় হইলে অনন্য চিত্তে পরমাত্মাতেই রতি করিবে। যদি ক্রোধ করিতে হয়, তবে আপনার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বল "কেন তাঁহাকে পাইতেছি না"। যদি অভিমান করিতে হয় তবে মনে ২ বল, আমার প্রভুর ন্যায় সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ প্রভু আর কার আছে? আমার প্রাণ-প্রিয়তমের ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্য আর কাহারও নাই।

ওঁ ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বকং নিত্যদাসনিত্যকান্তা ভজনাত্মকং বা প্রেমৈব কার্য্যং প্রেমৈব কার্য্যমিতি ॥ ৬৬ ॥

তিন ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভঙ্গ পূর্ব্বক নিত্য দাস ও নিত্য কান্তার ন্যায় সেবা ও প্রীতিরূপ কেবল প্রেমই করিবে, প্রেমই করিবে ॥ ৬৬ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিনকে এক করিয়া—ব্রহ্ম, ঈশ্বর জীব, তিনকে এক বুঝিয়া—সত্ত্ব, রজ, তম, তিনকে একত্র চূর্ণ করিয়া—গুরু, ঈশ্বর ও ভক্ত তিনকে এক দেখিয়া— সৎ, চিৎ ও আনান্দ তিনকে একীভুত করিয়া—দাস ভাবে, বা কান্তাভাবে তাঁহাতে অবিচ্ছিন্ন প্রেম করিতে থাক।

নবম অনুবাক্।

ওঁ ভক্তা একান্তিনোমুখ্যাঃ ॥ ৬৭ ॥

একান্তী বা অভ্যন্তরচারী ভক্ত, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬৭ ॥ ইতি পূর্ব্বে সাধারণ ভক্ত মণ্ডলীর মহিমা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে একান্তী ভক্তের কথা বলিতেছেন। যাঁহাদের ভক্তি অন্তঃকরণে নিবদ্ধ থাকে, বাহ্যাড়ম্বরে প্রকাশ পায় না. সেই সকল ভক্তই শ্রেষ্ঠ ॥

ওঁ কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ ॥ ৬৮ ॥

কণ্ঠরোধ, রোমাঞ্চ ও অশ্রুযুক্ত হইয়া ভক্তগণ পরস্পর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কুল এবং পৃথিবী পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥ ভক্তির উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হয়, ভাবে হৃদয় যখন গলিয়া যায়, অনুরাগে প্রাণ যখন ভরিয়া যায়. তখন কথা কহিতে চেষ্টা করিলে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে, পুলকে শরীর

রোমাঞ্চিত হয়, এবং কি জানি কাহার প্রেমে বিহ্বল হইয়া নয়ন দুটি অবিরল ধারায় ঝরিতে থাকে। এ অবস্থা বড় পবিত্র—বড় মনোহর। এ অবস্থার সাধক অতি দুর্লভ। যে সময় এই রূপ সাধক মণ্ডলী ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করেন সে সময়ে পৃথিবী এবং অষ্ট-কুলাচল পবিত্র হয়। তাঁহাদের ভক্তির বাতাস গায়ে লগিলে পাষাণ হৃদয়েও পবিত্রতা ও ভক্তির সঞ্চার হয়।

ওঁ তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি সুকর্ম্মী কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্রী-শাস্ত্রাণি॥ ৬৯॥

তাঁহারা তীর্থকে তীর্থ, কর্ম্মকে সুকর্ম্ম এবং শাস্ত্রকে সচ্ছাস্ত্র করিয়া থাকেন॥ ৬৯॥ পাপীগণ তীর্থ গমন করিলে, তীর্থ তাহাদিগকে পবিত্র—নিষ্পাপ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাপীর সমাগমে তীর্থে যে মলিনতা স্পর্শ করে, ভক্ত সমাগমে তীর্থ সে পাপ হইতে পুনঃ পবিত্র হইয়া তীর্থত্ব লাভ করেন। কর্ম্ম অনেক থাকিলেও ভক্ত গণ যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সেই সকল কর্ম্মই সুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্র অনন্ত, কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল শাস্ত্র ভক্ত গণ অধ্যয়ন, প্রণয়ন বা ব্যাখ্যান করেন সেই সকল শাস্ত্রই সচ্ছাস্ত্র।

ওঁ তন্ময়া॥ ৭০॥

(কেননা) তাঁহারা তন্ময়॥ ৭০॥ ভগবান্ পবিত্র দিগের পবিত্রকারক এবং মঙ্গলকারক গণের মঙ্গল স্বরূপ। ভক্ত গণ তাঁহার ভাবে আপ্লুত হইয়া তন্ময় হইয়া যান। নদী যেমন সাগর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া সাগর ভাবাবলম্বন

করে, তদ্রূপ ভক্তগণ ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া ভগ-বানের পবিত্র শক্তি লাভ করেন। তাই তৎসমাগমে তীর্থ, কর্ম্ম, শাস্ত্র পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। লিখিত আছে—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনাচ তত্র গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতীচ ॥
সর্ব্বাণি তীর্থাণি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ ॥”

ইহা দ্বারা ভগবৎ গুণগান প্রসঙ্গ তীর্থ সকলের অপেক্ষা উচ্চ পবিত্র আসন গ্রহণ করিল। আবার কর্ম্ম সকল ভগ-বানের উদ্দেশে অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহা শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা কর্ম্মাপেক্ষা ভগবানের পবিত্রতার একশেষ সিদ্ধ হইয়াছে। আবার শাস্ত্রান্তরে

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্নদৃশ্যতে ॥
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎঃ ॥”

লিখিত থাকায়, ভগবন্নামই যে শাস্ত্রের পবিত্রতা কারক ইহা প্রমাণিত হইল। অতএব ভগবদ্ভাবময় শ্রদ্ধেয় ভক্ত গণের সংশ্রবেই তীর্থাদি পবিত্র হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

মোদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথাচেয়ং ভূর্ভবতি ॥ ৩৭ ॥

(ভক্তগণকে দেখিয়া) পিতৃগণ আনন্দিত হয়েন, দেবতাগণ নৃত্য করিতে থাকেন, এবং পৃথিবী সনাথা হয়েন ॥ ৭১ ॥ ভক্ত গণের প্রভাবে ভূলোক পবিত্র এবং পিতৃলোকবাসী ও দেবতাদিগের আকাশীয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব পূর্ণ তেজোমার্গ পরিষ্কৃত হয়। ভক্ত দর্শনে মর্ত্ত্য জীব সকল পবিত্র হইলে পৈত্র ও দৈব কার্য্যে লোকের আস্থা বৃদ্ধি হয়, যাগ, যজ্ঞ, পিতৃ তর্পণাদি অনুষ্ঠিত হইলে পিতৃলোক

ও দেব লোক পরিতুষ্ট হয়েন। ভক্তগণকে দর্শন করিলে, ভক্ত গণের চরিত্র চেষ্টা দেখিলে ভক্তের পিতৃ গণ এবং ভক্তের কুলদেবতা গণ আপনাকে ধন্য মনে করেন এবং ভক্তকে দর্শন দিবার জন্য ভগবান্ ভূতলে আবির্ভূত ও প্রকাশিত হয়েন, এই জন্য পৃথিবীও ভক্ত প্রসাদাৎ সনাথা হয়েন।

ওঁ নাস্তিতেষুজাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ ৭২॥

তাঁহাদিগের (ভক্তদিগের) মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, এবং ক্রিয়ার ভেদ বিচার নাই ॥ ৭২ ॥ ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছ, মনুষ্য বা পশু যে জীবই ভক্তি যুক্ত হইয়া ভগবানের শরণাগত হইবে, ভক্ত বৎসল তাহার জাতি বিদ্যাদির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া দর্শন দিবেন। আবার ভক্ত গণও পরস্পরের মধ্যে জাতি* বা বিদ্যাদির গৌরব লাঘব বুদ্ধি রাখেন না।

---

* বৈষ্ণব শাস্ত্রে লিখিত ৬৪ অপরাধের মধ্যে জাতি-বুদ্ধি একটি অপরাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৪ অপরাধ যথা— ১ ভগবানে দেব বিশেষ বা তত্ত্ব বিশেষ বুদ্ধি, ২ শাস্ত্রে গ্রন্থ বা পৌরুষেয় বুদ্ধি, ৩ বৈষ্ণব মধ্যে জাতিভেদ বুদ্ধি, ৪ গুরুকে সাধারণ মনুষ্য বোধ, ৫ প্রতিমাতে দারু শিলা বা মৃদ্বোধ, ৬ প্রসাদে খাদ্য বুদ্ধি, ৭ চরণোদকে জলজ্ঞান, ৮ তুলসীতে সাধারণ বৃক্ষ বোধ, ৯ গোরুতে সাধারণ পশু বোধ, ১০ ভাগবত ও গীতাতে সাধারণ গ্রন্থ বুদ্ধি, ১১ ভগবৎ লীলাতে মানব কৃত বুদ্ধি, ১২ সাংসারিক প্রেম বা স্ত্রী সুখে লীলা-গান বা স্মরণ করা, ১৩ গোপী গণকে পরনারী বোধ করা, ১৪ রাস লীলাকে কামচেষ্টা জ্ঞান করা, ১৫ মহোৎসব কালে স্পর্শাস্পর্শ বুদ্ধি রাখা, ১৬ নাস্তিক বাদ অবলম্বন, ১৭ সংশয় পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ, ১৮ অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক ধর্ম্মা-চরণ বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে আলস্য করা, ১৯ বৈষ্ণবের বাহ্য চরিত্র দর্শন করা

যাঁ যনস্তদীয়াঃ ॥ ৭৩ ॥

কেননা (উঁহারা সকলেই) তাঁহার ॥ ৭৩ ॥ ভক্তগণের মধ্যে যে ভেদ বুদ্ধি নাই তাহাই দেখাইতেছেন। যখন তুমিও তাঁহার, উনিও তাঁহার এবং যখন তোমার ও উঁহার একভাব একাবস্থা না হইলে উভয়কে—তিনি "তাঁহার" করিয়া লয়েন নাই, যখন উভয় হৃদয়েই তিনি সমান ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তখন দুইজনে প্রভেদ কোথায়?

---

২০ মহাত্মাদিগের চরিত্রের দোষ গুণ বিচার করা, ২১ আপনাকে উত্তম মনে করা, ২২ কোন দেবতা বা শাস্ত্রের নিন্দা করা, ২৩ ভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে পশ্চাৎ হইয়া বসা, ২৪ জুতা পায়ে দিয়া, ২৫ মাল্য ধারণ করিয়া, ২৬ ছড়ী-লইয়া, ২৭ নীল বস্ত্র পরিয়া (রেশম হইলে দোষ নাই) ২৮ দন্তধাবন না করিয়া ২৯ মলত্যাগ বা মৈথুনাদির পর কাপড় না ছাড়িয়া মন্দিরে প্রবেশ করা, ৩০ ভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে হাত পা দোলান, ৩১ তাম্বুল সেবন, ৩২ উচ্চহাস্য, ৩৩ কুচেষ্টা করা, ৩৪ স্ত্রীলোকের চারি পাশে বেড়ান, ৩৫ ক্রোধ করা, ৩৬ অন্যের সৎকারার্থ অভিবাদন করা, ৩৭ দুর্গন্ধ বস্তু খাইয়া গন্ধ দূর না হইতে২ যাওয়া, ৩৮ মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া যাওয়া, ৩৯ কাহাকেও অপমান বা আঘাত করা, ৪০ কাম, ক্রোধাদির চেষ্টা করা, ৪১ গৃহাগত ব্যক্তিকে বা সাধুকে অভ্যর্থনা নাকরা, ৪২ আপনাকে ভক্ত ধার্ম্মিক, পণ্ডিত বা সুকৃতী মনে করা, ৪৩ নাস্তিক, লম্পট, হিংসক, লোভী ও মিথ্যাচারীর সঙ্গ করা, ৪৪ বিপত্তিকে পরমেশ্বরের প্রেরিত বলিয়া মনে করা, ৪৫ পাপাচরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম করা, ৪৬ কাহাকেও তৃণ মাত্র কষ্ট দিয়াও আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করা, ৪৭ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, পরিবার, আশ্রিত দীন, সাধুকে উপেক্ষা করা, ৪৮ কোন বস্তুকে আপনার ভোগ্য মনে করিয়া ভগবান্‌কে নিবেদন করা, অথবা

দশম অনুবাক্

ওঁ বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥ ৭৪ ॥

বাদ বিতর্ক করিবেনা ॥ ৭৪ ॥ তর্ক বিতর্ক, বাদ বিবাদ করিলে মনে জিগীষার দুরাগ্রহ সঞ্চার হয় এবং সঙ্গে ২ তমোগুণেরও উদয় হইয়া থাকে। তমোগুণ ভক্তির বাধক; এজন্য বাদ বিবাদ পরিহার করিবে।

ওঁ বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ ॥ ৭৫ ॥

(কেননা বাদ বিবাদ) সুদীর্ঘ অবকাশ তুল্য এবং অনিয়ত ॥ ৭৫ ॥ ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য বাদ বিবাদ করা নিতান্ত নিরর্থক। তুমি যতই কেন বাদ বিবাদ করনা, যতই কেন শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য দেখাও না, যতই কেন কূট তর্ক জালে নৈপুণ্য প্রকাশ করনা, তোমার বুদ্ধি কিছুতেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবেনা। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"

অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করা, ৪৯ ইষ্টদেবের নামে শপথ করা, ৫০ ভগবানের ধর্ম্ম বা নাম বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা, ৫১ ইষ্টদেব ব্যতীত অন্য দেবতার নিকট আশা করা, ৫২ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা, ৫৩ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায় আচরণ করা, ৫৪ দেবতার ন্যায় আচরণ করা, ৫৫ সম্প্রদায় ভেদে বৈষ্ণব দিগের মধ্যে উচ্চ বা নীচ মনে করা, ৫৬ অবতারের তারতম্য দর্শনে নিন্দা করা, ৫৭ রহস্যচ্ছলেও কাহাকে " আপনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ " এরূপ বলা, ৫৮ ভগবান্ কাহারও মুখাপেক্ষী, ইহা ঘৃণাক্ষরে মনে করা, ৫৯ লোভ পরতন্ত্র হইয়া কাহাকেও চরণামৃত বা প্রসাদ দেওয়া, ৬০ ভগবানের চিত্র, মূর্ত্তি, বা নাম আদিতে অবজ্ঞা করা, ৬১ কোন জীবকে কোন প্রকারে ক্লেশ দেওয়া বা উদ্বেজিত করা, ৬২ তর্কবিতর্কে সিদ্ধান্ত করিতে নাপারিয়া আস্তিকতা ত্যাগ করা, ৬৩ ভগবদবতারে জন্ম বা কর্ম্ম স্বীকার করা এবং ৬৪ যুগল রূপে দ্বৈত বুদ্ধি করা ॥

মন তাঁহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত পুনরাবৃত্ত হইয়া আসে, যিনি মনোবুদ্ধির অগোচর, "নেতি নেতীতি" বাক্যে বেদান্ত যাঁহাকে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তোমার বৃথা বাদ বিবাদ সে রাজ্যের কি সমাচার আনিবে। একমাত্র ভক্তির দ্বারা যাঁহাকে পাওয়া যায় (ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যো) তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বাদ বিবাদ ছাড়িয়া দাও, কেবল তাঁহাকে বিশ্বাস কর।

ওঁ ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদুদ্বোধক কর্ম্মাণ্যপি করণীয়ানি ॥ ৭৬ ॥

ভক্তি শাস্ত্র মনন করিবে এবং ভক্তি বর্দ্ধনোপযোগী কর্ম্ম করিবে ॥ ৭৬ ॥ বাদ বিবাদ ছাড়িয়া কেবল সিদ্ধান্ত স্বরূপ ভক্তি শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহার চিন্তন করিবে, আচার্য্য ও ভক্ত গণের সিদ্ধান্ত বাক্যের নিগূঢ় রহস্য সকল অবগত হও এবং ভক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সৎসঙ্গ, তীর্থাটন, ভগবৎ কথা শ্রবণ, ভক্ত গণের সহিত সদালাপ, ভগবৎসেবা, এবং গুরু শুশ্রূষা আদি কর্ম্ম করিতে থাকিবে।

ওঁ সুখ দুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষ্যমাণে ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ং ॥ ৭৭ ॥

সুখ দুঃখ বাসনা ও লাভাভিমানাদি পরিত্যাগ করিয়া কালের প্রতীক্ষা পূর্ব্বক ক্ষণার্দ্ধ ব্যর্থ অতিবাহন করিওনা ॥ ৭৭ ॥ তোমার বাসনা ক্ষয় হইয়া গেলেও, তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের শেষ হইয়া গেলেও ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ

করিবে না? কেমনা উহা নিত্য কর্ম্ম—উহা আত্মার এক মাত্র সেবনীয়।

ওঁ অহিংসাসত্য শৌচদয়াস্তিক্যনাদি চারিত্র্যাণি পালনীয়ানি ॥ ৭৮ ॥

অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া, আস্তিকতা আদি বিধিবৎ পালন করিবে ॥ ৭৮ ॥ অহিংসা, সত্যাদির সেবা করিলে সত্ত্বগুণের উদয় হয়। তদ্বিরুদ্ধাচরণে তমোগুণ উদিত হইলে ভক্তির বিঘ্নোৎপাদন করিয়া থাকে।

ওঁ সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন নিশ্চিন্তৈর্ভগবানেব ভজনীয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানেরই ভজনা করিবে ॥ ৭৯ ॥ সাধারণ শিক্ষা দান করিয়া একণে সিদ্ধান্ত বাক্য বলিতেছেন। তোমার দৈনন্দিন সকল কার্য্যের মধ্যে অথবা উঠিতে, বসিতে, শুইতে সদাই ভগবৎ সত্ত্বা অবলোকন করিবে। ভগবৎ ভাবনা কালে সাংসারিক সমস্ত চিন্তা পরিহার করিবে। কেননা সংসারের মলিন চিন্তার মধ্যে ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। ভক্তি ভাল রূপ না হইলে ভগবানের সেবাও ভাল রূপ হয় না।

ওঁ সংকীর্ত্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্ ॥ ৮০ ॥

তিনি কীর্ত্তিত হইলেই শীঘ্র প্রকাশিত হয়েন এবং ভক্তগণকে অনুভব করাইয়া দেন ॥ ৮০ ॥ ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ ॥
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

ভক্তগণ ভক্তি পূর্ব্বক যেখানে তাঁহার গুণ গান করিয়া থাকেন তিনি সেই স্থানেই নিত্য বিরাজমান। ভক্তি পূর্ব্বক গুণ গান করিতে করিতে যখন অন্তঃকরণ বৃত্তি তন্ময় হইয়া যায়, সেই অবস্থায় ভগবান্ ভক্তকে দর্শন দেন এবং ভক্তও সেই সময়ে ভাবের আবেশে তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ ৮১ ॥

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সর্ব্বদা বিদ্যমান সত্য স্বরূপ ভগবানের ভক্তিই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ. ভক্তিই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৮১ ॥ ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রে যত প্রকার সাধন কথিত হইয়াছে তত্তাবতের মধ্যে একমাত্র ভক্তি সাধনই সকল অপেক্ষা সুগম ও শ্রেষ্ঠ। কেননা "ভক্তি প্রিয়ো মাধবঃ"। অন্যান্য সকল সাধনাই অতীব কৃচ্ছ্র সাধ্য এবং বহুল যত্নসুলভ এবং তাহার সকল গুলিতে সকলের আবার অধিকারও নাই। কেবল দীন বেশে ভাবের আবেশে তাঁহাকে ডাকিতে পারিলেই ভক্ত বৎসল তোমার হৃদয় মধ্যে উদিত হইবেন। যোগ সাধনায় যুগযুগান্তে যাহা হয় না, ভক্তি সাধনায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা হইতে পারে। যোগ রাজ্যে যিনি বাঙ্‌মনের অতীত, ভক্তি রাজ্যে তিনিই হৃদয়ের পরতে পরতে গ্রথিত ও বিজড়িত। এইজন্য নারদ ঋষি উচ্চৈঃস্বরে ঊর্দ্ধবাহু

হইয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন, যে ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই।

ओं गुणमहात्म्यासक्ति १ रूपासक्ति २ पूजासक्ति ३ स्मरणासक्ति ४ दास्यासक्ति ५ सख्यासक्ति ६ कान्तासक्ति ७ वात्सल्यासक्ति ८ आत्मनिवेदनासक्ति ९ तन्मयतासक्ति १० परमविरहासक्ति ११ रूपा एकधाप्येकादशधा भवति ॥ ८२ ॥

ভক্তি এক রূপ হইয়াও একাদশ প্রকার হইয়াছে। যথা গুণ মাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি সখ্যাসক্তি কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্ম-নিবেদনাসক্তি, তন্ময়তাসক্তি এবং পরম বিরহাসক্তি ॥৮২॥ যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহার সকল চেষ্টা ও সকল অঙ্গকেই ভাল দেখে। কিন্তু তথাচ কি জানি, কেহ কেহ কোন কোন অঙ্গের সৌন্দর্য্য বা কোন অঙ্গের চেষ্টা-বিশেষ, বিশেষ রূপে ভাল বাসিয়া থাকে। সেই রূপ ভক্ত গণ ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হইলেও কোন কোন ভক্ত তাঁহার কোন কোন ভাবে বিশেষ আসক্ত হইয়া থাকেন। ইহা কেবল রুচি বৈচিত্র্যেরই ফল বলিতে হইবে। ১—রাজা পরীক্ষিত, নারদ, হনুমান, পৃথুরাজা (যিনি হরিগুণ শ্রবণ জন্য দশ সহস্র বর্ষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন) আদি গুণ-মাহাত্ম্যাসক্ত ভক্ত। ২—কৃষ্ণের বাল রূপে নন্দোপনন্দা যশোদাদি এবং কিশোর রূপে ব্রজ নারী, পশু, পক্ষী, আদি, রূপাসক্ত ভক্ত। ৩—পৃথুরাজা পূজা-

সক্ত ভক্ত। ৪—প্রহ্লাদ স্মরণাসক্ত ভক্ত,। ৫—হনুমান, অক্রুর, বিদুরাদি, দাস্যাসক্ত ভক্ত। ৬—অর্জ্জুন, সুগ্রীব,—উদ্ধব, কুবের, সুবল, শ্রীদামাদি সখ্যাসক্ত ভক্ত। ৭—ব্রজ-গোপিকাগণ কান্তাসক্ত ভক্ত। ৮—নন্দ, যশোদা, কৌ-শল্যা, দশরথ, কশ্যপ অদিতি প্রভৃতি বাৎসল্যাসক্ত ভক্ত। ৯—বলিরাজা, আত্ম নিবেদনাসক্ত। ১০ স্বয়ং মহাদেব অভেদভাবে তন্ময়াসক্ত। ১১—শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করিলে গোপীগণ ও উদ্ধবাদি তদ্‌বিরহাসক্ত ভক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমার ব্যাসশুকশাণ্ডিল্যগর্গবিষ্ণুকৌণ্ডিন্য শেষোদ্ধবারুণি-বলিহনুমদ্বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৮৩ ॥

কুমার (সনকাদি,) বেদব্যাস, শুকদেব, শাণ্ডিল্য, গর্গাচার্য্য, বিষ্ণু, কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান্, বিভীষণাদি ভক্তি তত্ত্বের আচার্য্যগণের পরি-হাসকে ভয় না করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভক্তি মার্গ প্রদর্শিত হইল ॥ ৮৩ ॥ সনকাদি নিম্বার্ক মতের প্রকাশক—ভক্তি মার্গের একজন প্রধান প্রবর্ত্তক। বেদব্যাস যে ভক্তি শিক্ষার একজন প্রধানতম গুরু, তাহা কাহারই অজ্ঞাত নাই। তিনিই বলিয়াছিলেন "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে"। বেদব্যাস পুরাণ পুঞ্জে ভক্তির পথ পারিপাটী রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শুকদেব যে ভক্তি শিক্ষায়

পূজ্যতম আচার্য্য, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবেনা, কেননা ভক্তি রস প্রধান শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ খানি সেই "শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং"। শাণ্ডিল্য ঋষি যে ভক্তি শাস্ত্রের একজন প্রধান আচার্য্য, তাহা তৎকৃত ভক্তি সূত্র পাঠেই বিদিত হইবেন। গর্গাচার্য্য বাৎসল্য ও দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধই ছিলেন। বিষ্ণু স্বামী ভক্তি প্রচারে বহুল ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। কৌণ্ডিন্য তন্ময়তাসক্তিতে সিদ্ধ ছিলেন। অনন্তের ভক্তির কথা অনির্ব্বচনীয়। তিনি দাস্য ভক্তির অনুগত হইয়া ভগবানের দাস স্বরূপ হইয়া লক্ষ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্ধবের ভক্তির কথা আর কি বলিব! তিনি ভক্তির গুণে ভগবানের প্রিয় সখা হইয়াছিলেন। আরুণি নিম্বার্কের নামান্তর মাত্র। ইনি যুগল মূর্ত্তির পরম ভক্ত ছিলেন। বলি রাজা সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনাসক্তিতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাঁর ভক্তির গুণে ভগবান্ তাঁহার দ্বারপালকতা স্বীকার করিয়াছিলেন। হনুমান দাস্য ভাবের পরম ভক্ত ছিলেন। বিভীষণ ভক্তির গুণে রাক্ষস হইয়াও ভগবানের সখ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তি শাস্ত্রের উপদেষ্টৃ বর্গ নানা ভাবে ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদিগের মত ও ব্যাখ্যার সম্মুখে নারদোক্ত ভক্তি সূত্র গুলিকে যদি কেহ উপহাসের সামগ্রীও মনে করেন, তাহাতেও নারদ ভীত নহেন। তাই সরল সাহসে—পরমোল্লাসে উদ্গ্রীব ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া লোক সকলকে ভক্তির পথে আমন্ত্রণ

করিতেছেন এবং বারম্বার বলিতেছেন, জীবগণ ! যদি নিজ নিজ কল্যাণ চাও, তবে ভক্তি পথের পাথিক হও।

ॐ यइदंनारदप्रोक्तं शिवानुशासनंविश्व सतिश्रद्धध-तेसभक्तिमान् भवति सप्रेष्ठं लभतेस प्रेष्ठंलभत इति ॥८४॥

এই নারদোক্ত শিবানুশাসনে যিনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন, তিনিই, ভক্তিমান্ হয়েন, তিনিই প্রিয়তমকে লাভ করেন, তিনিই প্রিয়তমকে লাভ করেন ॥ ৮৪ ॥ ভক্তির উপদেশ করিয়া এক্ষণে ফল ব্যাখ্যা করিতেছেন। যদিচ অন্যবিধ সাধনা দ্বারা ভগবান্কে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারায়ণ আদি ভাবে লাভ করা যায় সত্য, কিন্তু ভক্তি সাধন ব্যতীত কিছুতেই তাঁহাকে " প্রিয়তম " ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়না। যিনি এই নারদোক্ত সূত্রে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া ভক্তি পথে চলিবেন, ভগবানকে তিনিই " প্রিয়তম " ভাবে দর্শন করিবেন। প্রিয়তম ভাবই শ্রুতি সিদ্ধ। " প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়ো অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরম্ তদয়মাত্মা "। আত্মা (ভগবান্) ধন হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত প্রিয় হইতেও প্রিয়তর এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। ইতি

শ্রীমদবধূত শিষ্য ভক্তানুরক্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কৃত

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত শ্রীমন্নারদ কৃত

ভক্তি সূত্র সমাপ্ত।

শাণ্ডিল্য কৃত ভক্তি সূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথমাহ্নিক।

ওঁ অথাতোভক্তিজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আপাততঃ ভক্তি মার্গের কথা বলিতেছেন ॥ ১ ॥ কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা সুখসাধ্য নহে বলিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনায় জীবের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কৃচ্ছ্র সাধ্য সহিষ্ণুতা স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া ভগবান্ শাণ্ডিল্য জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া সুগম ও সুখকর ভক্তি তত্ত্ব কহিতেছেন। ভক্তি লাভ নিজ আয়াস সাধ্য নহে বটে, কিন্তু শরণাগতের প্রতি ভগবান্ দয়া করিয়া ভক্তি দান করিয়া থাকেন।

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ ২ ॥

ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগের নাম ভক্তি ॥ ২ ॥ সমস্ত প্রপঞ্চ বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিলে অনুরাগের প্রবাহ যখন প্রবল বেগে ভগবানে গিয়া পর্য্যবসিত হয়, সেই ঐকান্তিক ভাবের নাম ভক্তি।

তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

মহাত্মা গণ বলিয়াছেন, যে তাঁহাতে চিত্ত সংলগ্ন হইলে

জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥ ভগবান্ স্বয়ং অমৃত স্বরূপ, ভক্তিও অমৃত ময়ী। বিষয়-বিষ-বিহার ত্যাগী পুরুষ ভক্তি ধারা পান করিলে অমৃতত্ব লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

জ্ঞানমিতিচেন্ন দ্বিষতোঽপিজ্ঞানস্য নতৎসংস্থিতেঃ ॥ ৪ ॥

ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বিশেষের নাম ভক্তি নহে। (দ্বেষী পুরুষেরও জ্ঞান হইতে পারে কিন্তু প্রীতি হয় না। ॥ ৪ ॥ এক জন লোক নিজ শত্রুর সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে পারে; তাহার চরিত্র, চেষ্টা আদিও বিদিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেই যে সে তাহাকে ভাল বাসিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি জ্ঞান স্বরূপ এবং সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা, ইহা জানিলেই যে তাঁহাতে প্রীতির সঞ্চার হইবে, তাহা বলা যায় না। প্রীতি স্বতন্ত্র রাজ্যের সামগ্রী।

তয়োপক্ষয়াচ্চ ॥ ৫ ॥

কেননা সম্পূর্ণ ভক্তির উদয় হইলে জ্ঞানের নাশ হইয়া যায় ॥ ৫ ॥ ঐকান্তিক অনুরাগের সঞ্চার হইলে, যাহাতে অনুরাগ করা যায় তাহার আর পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। উহা যেন ঘনীভূত অনুরাগের পিণ্ড মাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। প্রেমিক প্রেমের সামগ্রীকে প্রেম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া দেখিতে পায় না; তাই ভগবান্ "প্রেমময়"। যখনই ভগবান্‌কে প্রেমময় দেখিবে, তখনই তোমার ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্রসশব্দাচ্চরাগঃ ॥ ৬ ॥

দ্বেষের প্রতিকূল এবং রস শব্দের প্রতিপাদ্য হওয়ায় ভক্তির নামই অনুরাগ ॥ ৬ ॥ যেখানে দ্বেষ স্থান পায় ভালবাসার গতি সেখানে হয় না। দ্বেষ এবং অনুরাগ পরস্পর বিরুদ্ধ। এই জন্য দ্বেষী পুরুষও যে জ্ঞানের অধিকারী সে জ্ঞানের মধ্যে ভক্তির মধুর বিকাশ কিরূপে দৃষ্ট হইবে! ॥

ন ক্রিয়াকৃত্যনপেক্ষণাজ্জ্ঞানবৎ ॥ ৭ ॥

উহা (ভক্তি) জ্ঞানের ন্যায় অনুষ্ঠানকর্ত্তার অধীন নহে ॥ ৭ ॥ জ্ঞান, যোগাদি যেমন অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের আয়ত্ত হয়, ভক্তি সেরূপ কৌশলে লাভ করা যায় না। কর্ম্মোপাসনাদির দ্বারা ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইলে ভক্তির উদয় হয়।

অতএব ফলানন্ত্যং ॥ ৮ ॥

অতএব ভক্তির ফল অনন্ত ॥ ৮ ॥ মনুষ্যের যত্নসাধ্য সাধন, অবস্থা বা ক্রিয়া বৈগুণ্যে মলিন বা ক্ষীণ হইয়া থাকে কিন্তু ভক্তির তাদৃশী দুর্দ্দশা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি হইলে তাহা অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হয় সুতরাং তল্লব্ধ ফল রূপিণী ভক্তিও অনন্ত ফলের প্রসূতী হয়।

তদ্বতঃ প্রপত্তিশব্দাচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ ॥ ৯ ॥

জ্ঞানিগণও শরণাগত হয়েন এবং জ্ঞান হীনেরও (ভক্তি) লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে জীব বহু জন্ম জ্ঞান সাধনা করিলে, তবে আমার শরণাগত হয়। শরণাগত হওয়া অর্থাৎ ভক্তি লাভ করা জ্ঞান সাধনার ফল স্বরূপ, ইহাই ভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন।

আবার যে ব্যক্তি কিছু মাত্র জ্ঞানের সাধনা করে নাই, সেও ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভগবৎ কৃপার মহিমা বিচিত্র!

দ্বিতীয়াহ্নিক।

সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ॥ ১০॥

ভক্তিই মুখ্য। কেননা জ্ঞান যোগাদিতেও ইহার সাহায্য লইতে হয়॥ ১০॥ জ্ঞানের সহিত ভক্তি মিশ্রিত না হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ জিলাবি ও গোল্লা কেবল ঘৃত পক্ক করিয়া ভোজন করিলে সুরস হয় না, কিন্তু তাহাদিগকে রসে ডুবাইয়া খাইলে সরস ও সুমিষ্ট হয়। সেই রূপ জ্ঞান ভক্তিরস মিশ্রিত না হইলে মানব জীবন কৃতকৃত্য হয়না।

প্রকরণাচ্চ॥ ১১॥

প্রকরণেও॥ ১১॥ "জ্ঞানাদি" সাধনের অঙ্গ স্বরূপ এবং "ভক্তি" সাধনের প্রাণ স্বরূপ। সাধন করিতে হইলে ঐকান্তিক অনুরাগ ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধ হয় না। যদি প্রাণ না থাকে, তবে জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত থাকিলেও যেমন কোন কার্য্য হয় না, সেই রূপ ভক্তিহীন জ্ঞানও কোন কার্য্যকর নহে।

দর্শনফলমিতি চেন্ন তেন ব্যবধানাৎ॥ ১২॥

দর্শন লাভই ফল নহে, কেননা উহাতেও ব্যবধান থাকে॥ ১২॥ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন হয় ইহা শ্রুতি সিদ্ধ বটে, কিন্তু ভগবানের অলৌকিকত্ব, অপূর্ব্বত্ব, মনোহর সৌন্দর্য্য, অনন্ত বৈচিত্র্য, ললিত ললাম ত্রিভুবন মোহন

নিগূঢ়ভাব রাশী ভক্তির অঞ্জনানুরঞ্জিত জ্ঞান নেত্র ভিন্ন ভাল করিয়া দেখা যায় না অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন জনিত "আনন্দ" ভোগ করিতে হইলে ভক্তির একান্ত আবশ্যক।

দৃষ্টত্বাচ্চ ॥ ১৩ ॥

এইরূপ দেখাও যায় ॥ ১৩ ॥ মনে কর, তুমি কোন সুন্দরী রমণী দর্শন করিলে, তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষ-পূর্ণ মনোহর মুর্ত্তি দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইল অর্থাৎ প্রথমে রমণীর দর্শনে রমণীয়তা বোধক জ্ঞান জন্মিল, তৎপরে প্রীতির সঞ্চার হইল। প্রীতির ফল জ্ঞান নহে, কিন্তু জ্ঞানের ফল প্রীতি।

অতএব তদ্ভাবাদ্বল্লবীনাং ॥ ১৪ ॥

জ্ঞান বিজ্ঞানের অভাব থাকিলেও প্রেমের গুণেই ব্রজ-গোপীকাগণ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ ব্রজ গোপীকা গণ শাস্ত্র পড়েন নাই, কৃচ্ছ্র সাধ্য তপস্যাও করেন নাই, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের নিগূঢ় বিচারও করেন নাই কিন্তু তথাপি ঐকান্তিক ভাল বাসার গুণে—অনন্য প্রেমের গুণে তাঁহারা যে অনন্ত কল্যাণময়ী গতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা যোগীন্দ্রবর্গেরও দুর্ল্লভ।

ভক্ত্যা জানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যা সাহায্যাৎ ॥ ১৫ ॥

যদি বল, ভক্তি হইতেই জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা নহে। কেননা জ্ঞান ভক্তির সহায়তা করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, তৎপরে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে।

প্রাগুক্তঞ্চ ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বে উক্তও হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" ভ, গী, ১৮ অঃ ॥

ব্রহ্মভাব লাভ করতঃ মনুষ্য প্রসন্নাত্মা হইয়া যখন আকাঙ্ক্ষাদি বর্জ্জিত হয়, সেই সময় সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলে আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ সকল সাধনের সর্ব্ব শেষে ভক্তি রূপ চরম ফল লব্ধ হইয়া থাকে।

এতেন বিকল্পোঽপি প্রত্যুক্তঃ ॥ ১৭ ॥

ইহাতে বিকল্পও বিদূরিত হইল ॥ ১৭ ॥ ভগবদ্ বাক্য দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইল, যে জ্ঞানাদি সকল সাধনই ভক্তি সাধনের উপাদান স্বরূপ।

দেবভক্তিরিতরস্মিন্ সাহচর্য্যাৎ ॥ ১৮ ॥

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতায়, যে ভক্তি ভাব হয় তাহাও পরাভক্তির সমান নহে; কেননা দেবভক্তির ন্যায় অন্যত্রও ভক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ পিতৃ মাতৃ ভক্তি, গুরু ভক্তি আদিও দেব ভক্তির ন্যায় চিরপ্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু পরাভক্তি কেবল এক মাত্র ভগবানের চরণ লাভের জন্যই ভাগ্যবান্ গণ লাভ করিয়া থাকেন।

যোগস্তূভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ ॥ ১৯ ॥

আর যোগ তো বাজপেয় যজ্ঞে প্রযাজের ন্যায় ভক্তি ও জ্ঞানের অঙ্গ স্বরূপ ॥ ১৯ ॥ যোগের দ্বারা ইন্দ্রিয় মনাদি বশীভূত হয়; চিত্ত সংযত হইলে জ্ঞানের বিকাশ হয়; জ্ঞানের সম্পূর্ণ উদয় হইলে তবে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে।

गौण्या तु समाधिसिद्धिः ॥ २० ॥

গৌণী ভক্তির দ্বারা সমাধি সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে ভক্তি, ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার মহিমা ও দয়াদি স্মরণ করিয়া তাঁহাতে যে ভক্তির উদয় হয় তত্তাবৎ গৌণী ভক্তি মধ্যে পরিগণিত। এই গৌণী ভক্তি দ্বারা মানবের চিত্ত একাগ্র ও ব্রহ্মনিষ্ঠার ঐকান্তিকতা সিদ্ধ হয়।

हेयारागत्वादिति चेन्नोत्तमास्पदत्वात् सङ्गवत् ॥ २१ ॥

অনুরাগের নাম ভক্তি। কোন কোন ঋষির মতে অনুরাগ দুঃখের হেতু স্বরূপ। এবং তাঁহারা বলেন, অনুরাগ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা সঙ্গের ন্যায় ইহার আশ্রয় উত্তম ॥ ২১ ॥ মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরে যে অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহাতে বিয়োগ জন্য দুঃখ হইয়া থাকে ; কিন্তু ঈশ্বরানুরাগে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা ঈশ্বরের বিয়োগও নাই—বিচ্ছেদও নাই। কুসঙ্গ করিলে দুঃখ পাইবার সম্ভব বটে, কিন্তু সৎসঙ্গে দুঃখ পাইবার কিছু মাত্র আশঙ্কা নাই। স্ত্রী পুরুষের ন্যায় অনুরাগে বিয়োগাদি দুঃখের আশঙ্কা আছে বলিয়া উহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঈশ্বরানুরাগ পরম সুখকর এবং মানবের একান্ত প্রার্থনীয়।

नैव कर्म्मिज्ञानियोगिभ्य आधिक्यशब्दात् ॥ २२ ॥

অতএব ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কেননা কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা ভক্তের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥ ভগবান্

নিজ মুখে বলিয়াছেন :—(ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৪৬।৪৭. শ্লোক) যে জ্ঞানী এবং কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ এবং যোগী গণের অপেক্ষা আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ননিরূপণাভ্যামাধিক্যসিদ্ধেঃ ॥ ২৩ ॥

এই শ্রেষ্ঠতা প্রশ্নোত্তরের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবন্! যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, অথবা যিনি আপনাকে ভক্তি করেন, এ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ভগবান্ উত্তর করিলেন যে, আমার ভক্তই শ্রেষ্ঠ।

নৈব শ্রদ্ধাতু সাধারণ্যাত্ ॥ ২৪ ॥

ভক্তি শ্রদ্ধার ন্যায়ও নহে। কেননা শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃষ্ট হয়। ॥ ২৪ ॥ কর্ম্মে শ্রদ্ধা, উপাসনায় শ্রদ্ধা, শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধা, এই রূপ শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু ভক্তি ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অন্য কুত্রাপি থাকিতে পারে না।

তস্যাং তত্ত্বে চানবস্থানাত্ ॥ ২৫ ॥

শ্রদ্ধা ও ভক্তির একতা সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ অমুক ব্যক্তি শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া দেবতার পূজা করিতেছে, এই কথা বলিলে শ্রদ্ধা দেবতা-পূজার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ভক্তি, তাহা নহে, উহা সকল সাধনের একমাত্র শেষ ফল।

ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাত্ ॥ ২৬ ॥

ভক্তি প্রতিপাদনার্থ উত্তরকাণ্ডীয় সংজ্ঞা ব্রহ্মকাণ্ড হইতে জ্ঞান কাণ্ডের সামান্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে॥ ২৬॥ যদি জ্ঞানই প্রধান হইত, তবে জ্ঞানতত্ত্ব বিবৃতির পর শ্রুতিতে " অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা " এরূপ উল্লিখিত হইত না। এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ভক্তি মূলক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম আহ্নিক।

বুদ্ধিহেতুপ্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ॥ ২৭॥

যেমন ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধান্য পেষণ করিতে বা কুটিতে হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত তুষ নির্গত হইয়া তণ্ডুল বাহির না হয়। সেই রূপ বুদ্ধি সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তি সেই পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ত শুদ্ধি না হয়॥ ২৭॥ নির্ম্মলা বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ভগবৎ তত্ত্ব-কথার শ্রবণ, মননাদি করা আত্যন্ত আবশ্যক, তণ্ডুলগুলি বাহির হইয়া আসিলে যেমন আর ধান কুটিবার প্রয়োজন থাকেনা, সেই রূপ ভগবৎ সাক্ষাৎকারিণী বুদ্ধি লাভ হইলে আর শ্রবণ মননাদির আবশ্যকতা থাকেনা।

তদঙ্গানাঞ্চ॥ ২৮॥

উহার অঙ্গ সকলেরও আবশ্যকতা থাকে না॥ ২৮॥ গুরু সেবা, শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতি শুদ্ধ বুদ্ধি লাভের হেতু স্বরূপ সাধন রাশিরও তখন আবশ্যকতা থাকে না।

তামৈশ্বর্য্যপরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ॥ ২৯॥

ভিন্নতা বশতঃ কাশ্যপাচার্য্য উহাকে ঐশ্বর্য্যপদা বলিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ কাশ্যপচার্য্যের মতে ঈশ্বর ও জীব নিত্য স্বতন্ত্র। সর্ব্বৈশ্বর্য্যের একমাত্র আধার পরমেশ্বরের সেবা করাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ।

আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ ॥ ৩০ ॥

আচার্য্য বাদরায়ণ উহাকে আত্মপর বলিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ বেদব্যাস বেদান্ত সূত্রে আত্ম সাক্ষাৎকারকেই পরম পুরুষার্থ ও চরম সিদ্ধি বলিয়াছেন।

উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাং ॥ ৩১ ॥

শব্দ ও উপপত্তি দ্বারা শাণ্ডিল্যাচার্য্য ইহাকে উভয়-পর কহিয়াছেন, ॥ ৩১ ॥ আত্মা যে ঈশ্বরাংশ ইহা যুক্তি ও বিচার দ্বারা সিদ্ধ। যে পর্য্যন্ত আত্মা ব্রহ্ম সত্তায় বিলীন ও একীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত মনুষ্যও আত্মাকে স্বতন্ত্র জানিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

বৈষম্যাদসিদ্ধমিতিচেন্নাভিজ্ঞানবদবৈশিষ্ট্যাৎ ॥ ৩২ ॥

বৈষম্য প্রযুক্ত ইহা অসিদ্ধ হইবে না, কেননা ইহা জ্ঞানের ন্যায় অবৈশিষ্ট্য ॥ ৩২ ॥ যেমন একই সময়ে ভিন্ন ২ সময়ের ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের ঘটনা স্মরণ হয় ও তাহাতে বৈষম্য দোষ থাকেনা, সেই রূপ ঈশ্বরেরও বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হয় না।

ন চ ক্লিষ্টঃ পরঃস্যাদনন্তরং বিশেষাৎ ॥ ৩৩ ॥

পরমাত্মাতেও বৈষম্য দোষ স্পর্শ করেনা। কেন না, জ্ঞান দ্বারা বিশেষ ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ জ্ঞানের দ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের ভিন্ন ভাব উপলব্ধি হয়। জীবের

অল্পজ্ঞতা ও অল্পসামর্থ এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তা বুঝিতে পারা যায়।

ऐश्वर्य्यं तथेति चेन्न स्वाभाव्यात् ॥ ३४ ॥

ঐশ্বর্য্যেও দোষ স্পর্শ করে না। কেননা উহা স্বাভাবিক ॥ ৩৪ ॥ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অর্জ্জিত বা উপাধিমূলক নহে। তাপ এবং প্রকাশ শক্তি যেমন অগ্নির স্বাভাবিক বা নিত্য সিদ্ধ, সেই রূপ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যও স্বাভাবিক। ঈশ্বরে দোষ স্পর্শ না করিলে ঐশ্বর্য্যেও দোষ স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা নাই।

अप्रतिषिद्धं परैश्वर्यं तद्भावाच्च नैवमितरेषाम् ॥ ३५ ॥

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কোন মতেই প্রতিষিদ্ধ হয় না বরং উহার নৈসর্গীকতাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু জীবগণের সে রূপ নহে ॥ ৩৫ ॥ জীবাত্মাতেও ঐশ্বর্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহা মায়া বিকার-ব্যাহত থাকায় পরিস্ফুট হইতে পারে না; ভগবদুপাসনার দ্বারা অবিদ্যা-বিকার বিনষ্ট হইলে জীবও শিব স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য রাশির অধিকারী হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে নিজ ঐশ্বর্য্য এরূপে লাভ করিতে হয় না। উহা তাঁহার নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ।

सर्वानृते किमिति चेन्नैवं बुद्ध्यानन्त्यात् ॥ ३६ ॥

সমস্ত ছাড়িয়া উহার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে; কেননা বুদ্ধি অশেষ প্রকার ॥ ৩৬ ॥ যদি সকল জীবই ভক্তি, উপাসনাদি দ্বারা মুক্তি লাভ করে, তবে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে কে? এই জন্য ঋষি প্রবর বলিতেছেন যে, জীবেরও সীমা নাই, তাহাদের বুদ্ধিরও সীমা নাই, মতি

গতিরও সীমা নাই। সকলেই যে মুক্তি চাহে তাহা নহে, ঐশ্বর্য্যের জন্য লালায়িতও অনেক লোক। যাহারা ঐশ্বর্য্যের ভিখারী, তাঁহাদের জন্যই ঐশ্বর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রকৃত্যন্তরালাদবৈকার্য্যং চিৎসত্ত্বেনানুবর্তমানত্বাৎ॥৩৭॥

প্রকৃতি অন্তরাল থাকায় এবং চিৎসত্তা অনুবর্ত্তমান হওয়ায় (ঈশ্বরের) অধিকারিতা সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৩৭॥ সৃষ্টি, পালন ও সংহার চিৎস্বরূপ আত্মার কার্য্য নহে। উহা চৈতন্য সত্তায় প্রকৃতির গুণে বিজৃম্ভিত হয় মাত্র। উৎপত্তি, বৃদ্ধি, হ্রাস ও নাশ বিকার রাশি প্রকৃতির বৈচিত্র্য জন্য সংঘটিত হয়। নির্ব্বিকার চিদাত্মাতে ইদৃশ বিকারের সম্ভাবনা নাই।

তৎপ্রতিষ্ঠা গৃহপীঠবৎ॥ ৩৮॥

উহার প্রতিষ্ঠা ঘরের ভিতরকার পীঠের (পিড়ি বা কাষ্ঠাসন বিশেষ) ন্যায়॥ ৩৮॥ কোন ব্যক্তি ঘরের ভিতর পিড়ির উপর বসিয়া থাকিলে যদি কেহ বলে অমুক ব্যক্তি পিড়ির উপর বসিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আমরা বুঝিব, যে পিড়ি এবং অমুক ব্যক্তি উভয়েই ঘরের মধ্যে আছে। সেইরূপ মায়া এবং মায়ার ক্রিয়া স্বরূপ সৃষ্টি, পালন, সংহারাদি সমস্ত ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

মিথোঽপেক্ষণাদুভয়ং॥ ৩৯॥

উভয়েই ইহার কারণ স্বরূপ॥ ৩৯॥ ঈশ্বরের সত্তা না থাকিলে কেবল মায়া সৃষ্টিপ্রবাহ নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, আবার মায়ার সাহায্য ব্যতীতও ঈশ্বরের চৈতন্য-সত্তা জগৎ রচনাদি করিতে সমর্থ হয়েন না।

चैत्याचितोर्नतृतीयं ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতি ও ব্রহ্মে কিছু মাত্র ভিন্নতা নাই ॥ ৪০ ॥ আমি এবং আমার বস্ত্র বলিলে, আমাতে ও বস্ত্রে যে প্রভেদ বোধ হয়, ব্রহ্ম ও প্রকৃতিতে সে রূপ কোন প্রভেদ নাই। যেমন "আমি" বলিলে আমার শক্তি, গুণ প্রভৃতি সমস্তই সেই "আমির" মধ্যেই নিহিত থাকিল ; সেই রূপ ব্রহ্ম বলিলেই প্রকৃতি তাহার মধ্যে এবং প্রকৃতি বলিলেই ব্রহ্ম তাহার মধ্যে, এই রূপ ভাবে বুঝিতে হইবে, বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি কখন ভিন্ন ভাবে থাকিতে পারেনা। কেবল লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য দার্শনিক মাহাত্মাগণ প্রকৃতি ও ব্রহ্মের বিভিন্নতা উল্লেখ করিয়াছেন।

युक्तौ च सम्परायात् ॥ ৪১ ॥

বিয়োগের পূর্ব্বে উভয়েই এক ॥ ৪১ ॥ সৃজনাদি ক্রিয়া কালে ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ক্রিয়াপ্রবাহ ছাড়িয়া দিয়া দর্শন করিলে প্রকৃতি ও ব্রহ্মে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন একত্ব সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

शक्तित्वान्नानृतं वेद्यं ॥ ৪২ ॥

শক্তির ক্রিয়া বলিয়া এ জগৎ মিথ্যা নহে ॥ ৪২ ॥ জগৎ মায়ার কার্য্য বলিয়া উহাকে মিথ্যা বলা যায় না। ব্রহ্ম সত্য এবং তাঁহার শক্তিও নিত্য ও সত্য। শক্তি রূপিণী মায়াকে জড় বলিতে চাও, বল, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পার না।

"এই ছিল এই নাই এই আর বার।
ইহাকেই লোকে বলে মায়ার সঞ্চার।"

জগৎকে মায়িক বলিতে হয় বল, ভ্রম বলিতে হয় বল, অসৎ বলিতে হয় বল, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পার না। মায়া-রূপ বীজ যখন সত্য, তখন তাহা হইতে অঙ্কুরিত জগৎ রূপ মহাদ্রুমকে মিথ্যা বলিবে কিরূপে!

তৎপরিশুদ্ধিশ্চগম্যালোকবল্লিঙ্গেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

উহার (ভক্তির) পরিশুদ্ধি লোকের (প্রেম) চিহ্ন দ্বারা বিদিত হইবে ॥ ৪৩ ॥ কাহারও নির্ম্মলা ভক্তির উদয় হইয়াছে কি না; তাহার অশ্রুপাত, রোমাঞ্চ ও গদ্গদ বাক্যাদির দ্বারা বুঝিতে পারিবে।

সম্মান বহুমান প্রীতি বিরহেতরবিচিকিৎসা মহিম-খ্যাতি তদর্থপ্রাণস্থান তদীয়তাসর্ব্বতদ্ভাবাপ্রাতি-কূল্যাদীনিচ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ, ইতর-বিচিকিৎসা, অর্থাৎ আগ্রহ পূর্ব্বক অন্যের অনপেক্ষা, মহিমা কীর্ত্তন, প্রিয়তমের জন্য প্রাণ ধারণ, তদীয়তা, তাঁহারই ভাবে সর্ব্বথা দৃষ্টি, অপ্রাতিকুল্য অর্থাৎ অনুকূলতা ইত্যাদি প্রেমের লক্ষণ ॥ ৪৪ ॥ অর্জ্জুনের ভগবানে সম্মান বুদ্ধি ছিল। ভগবানের নামে কাহারও নাম থাকিলে, সেই নাম ধরিয়া ডাকিলে, বা বিষ্ণুর বর্ণ নীল, এই জন্য কোন নীল বর্ণের সামগ্রী দেখিলে, যদি কাহারও ভগবৎপ্রেমের উদয় হয়, তাহাকেই বহুমান কহে। "ক" দেখিয়া প্রহ্লাদের "কৃষ্ণ" মনে পড়িয়াছিল, সাগরের জল নীল দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহাতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। বিদুরের প্রীতি এবং গোপী গণের

বিরহ চির প্রসিদ্ধ। উপমন্যু, শ্বেতদ্বীপ বাসী, চিত্রকেতুর ইতর বিচিকিৎসা শাস্ত্র সিদ্ধ। ভীষ্ম ও ব্যাসাদির মহিমা কীর্ত্তন; তাঁহারই জন্য প্রাণ ধারণ করা ব্রজবাসী দিগের ও হনুমানের বৃত্তি দৃষ্ট হইয়াছে। বলিরাজার তদীয়তা, প্রহ্লাদের তদ্ভাব, ভীষ্ম ও ধর্ম্মরাজের অপ্রাতিকূল্য আদি প্রীতির লক্ষণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বেষাদয়স্তু নৈবং ॥ ৪৫ ॥

দ্বেষবুদ্ধি আদি দ্বারা ওরূপ হয় না ॥ ৪৫। ভগবানে বিদ্বেষ ভাব থাকিলে শিশুপাল আদির ন্যায় ক্লেশ পাইতে হয়॥ দ্বেষ থাকিলে মুক্তি লাভ সুদূর পরাহত। ভগবানের কৃপায় ভক্ত হৃদয়ে দ্বেষ বুদ্ধির অঙ্কুরই হইতে পায় না।

তদ্বাক্যশেষাৎ প্রাদুর্ভাবেষ্বপি সা ॥ ৪৬ ॥

এতদ্বাক্য অনন্ত হইতে অবতার আদিতেও লক্ষিত হয় ॥ ৪৬ ॥ মৎস্যাদি অবতারে শিবাদির, গুণ স্বরূপে সংকর্ষণাদির, ব্যূহাদিতে আচার্য্যাদির প্রাদুর্ভাবেও পরা-ভক্তি দৃষ্ট হয়।

জন্মকর্ম্মবিদস্চাজন্মশব্দাৎ ॥ ৪৭ ॥

অজন্ম শব্দ হইতেই জন্ম কর্ম্ম জ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ যিনি অজন্ম রূপ ভগবানের জন্ম কর্ম্ম বিদিত আছেন, তাঁহার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন :—

"জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ভ, গী, ৪অ

হে অর্জ্জুন! আমি সৎ — চিৎ — আনন্দ স্বরূপ। আমি

অজ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ মায়াকল্পিত দেহ ধারণ করিয়া বেদবিহিত ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করি। আমার জন্ম, কর্ম্ম ও মরণ সমস্তই অলৌকিক। যিনি আমার এই অলৌকিকী লীলা অবগত হইয়া আমাকে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত ও অকর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

নম্বা দিব্যং স্বশক্তিমাত্রোদ্ভবাৎ ॥ ৪৮ ॥

তাঁহার জন্ম কর্ম্মাদি সমস্ত দিব্য—অসাধারণ। তাঁহারই শক্তিতে নানা রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ আমরা যেমন কর্ম্ম-ফল রূপ অদৃষ্টের বশীভূত হইয়া জন্ম ও মরণের অধীন হই, ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব সেরূপ নহে। তিনি অধর্ম্মের ক্ষয় ও ধর্ম্মের অভ্যুদয় সাধনার্থ নিজ লীলাময়ী মায়াকে অবলম্বন করিয়া যুগোপযোগী দেহ ধারণ পূর্ব্বক সাধুদিগের সাধন পথ নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দেন, আবার স্বেচ্ছায় নিজ মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, তিনি এক ও অজ হইলেও তাঁহার নিজ মায়াতেই তাঁহাকে অনেক ও জন্ম মরণশীল বলিয়া বোধ হয়।

মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

তাঁহার করুণাই তাঁহার জন্মাদির প্রধান কারণ। ৪৯ ॥ তিনি পাপ পুণ্য কর্ম্ম জনিত দুঃখ সুখ ফল ভোগার্থ জন্ম গ্রহণ করেন না, মায়াজালে আবদ্ধ হইয়াও কখন তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন না। যখন পাপ ভরে ধরা ভারাক্রান্ত

হয়, যখন ধর্ম্মের অত্যন্ত অমর্য্যাদা হয় যখন সাধুগণ দুরাত্মা গণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয়েন, তখনই তিনি কৃপা পরবশ হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

प्राणित्वान्नविभूतिषु ॥ ५० ॥

প্রাণিত্ব প্রযুক্ত তাঁহার বিভূতি সকল ভক্তি দানে সমর্থ হয় না। ৫০॥ একমাত্র ভগবানই কৃপা করিয়া ভক্তি দান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, রাজা আদি তাঁহার বিভূতি বটে, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্ম ফল ভোগাধীন জন্ম মরণশীল জীব বলিয়া পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপের শক্তি রূপ ভক্তি দানে সমর্থ হয়েন না। মায়াতীত মহাবৈষ্ণবী শক্তিই ভক্তি স্বরূপিণী। ভক্তি বিভূতির অধীন হয়েন না, কেবল মাত্র পূর্ণ স্বরূপেই নিত্য বিরাজিত।

द्यूतराजसेवयोः प्रतिषेधात् ॥ ५१ ॥

দ্যূত ক্রীড়া ও রাজসেবার নিষেধ জন্য। ৫১॥ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে দ্যূত ক্রীড়া ও রাজা তাঁহার বিভূতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্র এতাবৎ নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্য বিভূতি হইতে ভক্তি লাভের আশা নাই।

वासुदेवेऽपीति चेन्नाकारमात्रत्वात् ॥ ५२ ॥

শ্রীবাসুদেবে বিভূতির আশঙ্কা করিবে না, কেন না উহা পূর্ণস্বরূপের আনন্দময় আকার মাত্র। ৫২॥ বাসুদেবের দেহ জীবদেহ নহে, উহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। উহা বিভূতি নহে, উহা তাঁহার লীলাভিনয়ের জন্য অলৌকিক আবির্ভাবময় স্থূল প্রকাশ মাত্র।

প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ॥ ৫৩ ॥

ইহা শাস্ত্রজ্ঞানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৫৩ ॥ মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গোপালতাপনী ও নানা পুরাণ সকলেই সমস্বরে শ্রীবাসুদেবকে পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বৃষ্ণিষু শ্রৈষ্ঠ্যেনৈতৎ ॥ ৫৪ ॥

ইহা বৃষ্ণি বংশীয় গণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক মাত্র। ৫৪ বিভূতির মধ্যে যে বাসুদেবের নাম গৃহীত হয়, তাহা কেবল যদুবংশীয় গণের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য। বস্তুতঃ বাসুদেব "বিভূতি" নহেন, তিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ।

এবং প্রসিদ্ধেষু ॥ ৫৫ ॥

অন্যান্য প্রসিদ্ধ অবতারেও এইরূপ। ৫৫ ॥ শ্রীরামাদি অন্যান্য ভগবদবতারেও যে বিভূতির আরোপ করা হয়, তাহা বিভূতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য মাত্র। বস্তুতঃ ভগবৎ স্বরূপে "বিভূতি" বুদ্ধি করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়াহ্নিক।

ভক্ত্যা ভজনোপসংহারাদ্গৌণ্যা পরায়ৈতদ্ধেতুত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥

"ভক্তি" পদ এখানে গৌণী ভক্তির প্রতিপাদক। ভজন বা সেবাই গৌণী ভক্তি। এই গৌণী ভক্তি পরা ভক্তির ভিত্তি স্বরূপ। ৫৬ ॥ মুখ্য ভক্তি সাধন করিতে গেলে যে নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সাধককে ভক্তি মার্গ বিচ্যুত করিয়া দেয়, গৌণী ভক্তি সেই বিঘ্ন রাশিকে বিনষ্ট করে এবং পরাভক্তি লাভের পথ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

রাগার্থপ্রকীর্ত্তিসাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্॥ ৫৭॥

নমস্কার, নাম কীর্ত্তনাদির ফল কেবল অনুরাগ। ৫৭॥ ভগবানের লীলা ভূমি দর্শন, ভগবৎ মূর্ত্তির সেবা, অঙ্গ রাগ, নৈবেদ্যাদি সহ পূজা, আরতি, নাম জপ—নাম সংকীর্ত্তন, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতাদি সমস্ত প্রকার সেবাই কেবল ঐকান্তিক অনুরাগ লাভ করিবার জন্য॥

অন্তরালে তু শেষাঃ স্যুরুপাস্যাদৌ চ কাণ্ডত্বাৎ॥৫৮॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায়ের ১৩ শ হইতে ২৯ শ শ্লোক পর্য্যন্ত এবং অন্যত্র যে কিছু ভক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে, সমস্তই উপাসনা কাণ্ডের অন্তর্গত। তৎসমস্তই পরাভক্তি। ৫৮॥ (মৎকৃত "গীতার্থ সন্দীপিনী" পাঠে বিশেষ অনুভব হইবে)

তাভ্যঃ পাবিত্র্যমুপক্রমাৎ॥ ৫৯॥

গৌণী ভক্তির দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয়। ৫৯॥ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবৎ সেবা করিতে ২ অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ পরিশুদ্ধ হইয়া আসে, চিত্তশুদ্ধি হইলে নির্ম্মলা ভক্তির অভ্যুদয় হইতে থাকে।

তাসু প্রধানযোগাৎ ফলাধিক্যমেকে॥ ৬০॥

কোন কোন আচার্য্য গৌণী ভক্তির প্রাধান্য জন্য ফলাধিক্য স্বীকার করেন। ৬০। যাহার দ্বারা "পরাভক্তি" প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সুফল প্রসবিনী শক্তির প্রাধান্য সকলেরই স্বীকার্য্য।

নাম্নেতি জৈমিনিঃ সম্ভবাৎ॥ ৬১॥

আচার্য্য জৈমিনির মতে উহা মুখ্য নহে; কেবল উহার

নাম মাত্র গৃহীত হইয়াছে। ৬১। গীতায় যে গৌণী ভক্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা তাহার প্রাধান্য দেখাইবার জন্য নহে, কেবল গণনার মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে মাত্র।

অত্রাঙ্গপ্রয়োগানাং যথাকালসম্ভবো গৃহাদিবৎ॥ ৬২॥

এখানে গৃহাদির অঙ্গ স্থাপনের ন্যায় যথাকাল-সম্ভূত অঙ্গ প্রয়োগ মাত্র বুঝিতে হইবে। ৬২। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেমন প্রথমে ভিত্তি, দ্বার, ছাদ যথাক্রমে স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ প্রথমে ভগবদ্গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন করিতে হয়, তবে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা জন্মিলে সেবা পূজা বিধিপূর্ব্বক সাধিত হয়। এইরূপে যথাক্রমে পরাভক্তি লাভ করা যায়।

ঈশ্বরতুষ্টেরেকোপি বলী॥ ৬৩॥

ঈশ্বর প্রীত্যর্থ এক মাত্র সাধনের অনুষ্ঠাতাও বলবান্। ৬৩। ভগবদ্গুণ শ্রবণ বা কীর্ত্তন, কিম্বা সেবন আদির মধ্যে কোন একটি সাধনও যদি কেহ দৃঢ়তা পূর্ব্বক করে, তবে তাহাতেই ভগবৎকৃপার উদয় হইবে। পরাভক্তি নিজ কৌশল সাধ্য নহে; ভগবৎ কৃপাদৃষ্টি হইলেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অবন্ধোঽর্পণস্য মুখম্॥ ৬৪॥

অর্পণের মুখ অবন্ধ। ৬৪। সমস্ত কর্ম্মের ফল নিজ ভোগার্থ কামনা না করিয়া ভগবান্কে অর্পণ করিলে জীব বন্ধনমুক্ত হয়। যাগযজ্ঞাদির ফলে ভিন্ন ভিন্ন দিব্য লোক ভোগ করিলে তবে বহু কালে ঈশ্বরলোক প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যজ্ঞাদির ফলকামনা না করিয়া সমস্ত কার্য্যই

ভগবদর্থে সম্পাদন করিলে অনায়াসে ঈশ্বর লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কীর্ত্তনাদি ব্যতীত ঈশ্বর লাভের ইহা অপর একটি উপায় কথিত হইল।

ধ্যাননিয়মস্তু দৃষ্টসৌকর্য্যাৎ ॥৬৫॥

যে রূপ দর্শন করিলে নিজ নেত্র পরিতৃপ্ত হয়, সেই ভাবের চিন্তন করাই ধ্যান। ৬৫॥ যদি ভগবানের অসংখ্য রূপের মধ্যে কোন একটি রূপে স্বাভাবিক ভক্তির উদয় হয়, তবেই উত্তম। বল পূর্ব্বক কোন মূর্ত্তিতে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টা করা অনুচিত। যে রূপ দেখিলে তোমার নয়ন শীতল হয়—মোহিত হয়—পরিতৃপ্ত হয় তাহারই ধ্যান কর।

তদ্যজিঃ পূজায়ামিতরেষাং নৈবম্ ॥ ৬৬ ॥

ভগবৎ পূজন ভিন্ন অন্যবিধ অনুষ্ঠানকে "যজন" বলা যায় না। ৬৬॥ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে কামনা ও জীব হত্যা ইত্যাদি অনেক হইয়া থাকে এভাবে ভগবানের সেবা করিবে না, যাহাতে কায়েন মনসা বাচা কেবল মাত্র তাঁহারই সেবা করিতে পার, তাহারই যত্ন করিবে। তাহাতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। অন্যথা কর্ম্ম পাশে বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

পাদোদকং তু পাদ্যমব্যাপ্তেঃ ॥ ৬৭ ॥

অব্যাপ্তি বশতঃ ভগবন্মূর্ত্তির স্নানের জলকেই ভগবৎ-পাদোদক বলিয়া জানিবে। ৬৭॥ অবতার গ্রহণ কালে ভগবানের পাদ ধৌত জলই পাদোদক বটে, কিন্তু সর্ব্বদা রাম কৃষ্ণাদি অবতারের সম্ভাবনা নাই, অতএব শাল-

গ্রামের স্নানের জলই নারায়ণের পাদোদক বলিয়া স্বীকার্য্য।

স্বয়মর্পিতং গ্রাহ্যমবিশেষাৎ ॥ ৬৮ ॥

নিজ সমর্পিত বস্তুও গ্রহণ করিবে, কেননা কোন রূপ বিশেষত্ব নাই। ৬৮ ॥ নারায়ণকে যে দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে, তাহার প্রসাদ লইতে সঙ্কুচিত হইও না। "আমার দ্রব্য, আমি কেমন করিয়া লইব," এরূপ মনেও করিও না। উপাসক মাত্রেরই প্রসাদ সেবন কর্ত্তব্য। যতক্ষণ তুমি বস্তু গুলি নিবেদন কর নাই, ততক্ষণ সে গুলি তোমার ছিল, কিন্তু নিবেদিত হইয়া গেলে, উহা ভগবানেরই হইল, বুঝিতে হইবে ; উহাতে তোমার আর কিছু মাত্র অধিকার রহিল না। নিবেদনকর্ত্তাতে ও অন্য ব্যক্তিতে এক্ষণে আর তারতম্য রহিল কৈ ? অন্যে যেমন প্রসাদের অধিকারী, তুমিও সেই রূপ হইলে।

নিমিত্তগুণাব্যপেক্ষণাদপরাধেষু ব্যবস্থা ॥ ৬৯ ॥

নিমিত্ত, গুণ ও অনপেক্ষা অনুসারে অপরাধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ৬৯। ভগবৎ সেবা করিতে গেলে যত প্রকার "সেবাপরাধ" হয়, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। (১—অনিচ্ছাসত্ত্বে হঠাৎ (অপরাধ) করা, ২—নিজপ্রকৃতি দোষে নিত্য অপরাধ করা, ৩—ভ্রম বশতঃ অপরাধ করা।) অনিচ্ছাকৃত অপরাধ অপেক্ষা নিমিত্তাপরাধ ও নিমিত্তাপরাধ অপেক্ষা নিত্যাপরাধ অধিক গুরুতর।

পত্রাদের্দানমন্যথাহি বৈশিষ্ট্যম্ ॥ ৭০ ॥

পত্র পুষ্পাদি দানে সমানই ফল। ৭০] ভগবানকে

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি দান কর, অথবা রজত, কাঞ্চন, মণি মাণিক্যই দান কর, সকল দানের ফলই সমান। কেননা তাঁহার সম্মুখে পত্র বা কাঞ্চনে প্রভেদ নাই। তোমার শ্রদ্ধানুরূপ তোমার ফল হইবে।

সুক্রতত্বাদপরহেতুত্ব ভাবাচ্চ ক্রিয়াসু শ্রেয়স্যঃ ॥ ৩১ ॥

এই সকল ভক্তি পরাভক্তি লাভের উপাদান স্বরূপ এবং সমস্ত পুণ্যানুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৭১॥ পরাভক্তির উদয় হইলে মানবের ক্রিয়া প্রবৃত্তি থাকেনা। কিন্তু যত দিন ক্রিয়ানুষ্ঠান বৃত্তির শেষ না হয়, ততদিন অবশ্যাবশ্য পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ভক্তির সূচনা করিবে। যথাক্রমে কার্য্য করিলে পরাভক্তির স্ফুরণ হয়।

গৌণী ত্রৈবিধ্যমিতরেণ স্তুত্যর্থত্বাৎ সাহচর্য্যম ॥ ৩২ ॥

ত্রিবিধ ভক্তিই গৌণী; কেবল স্তুতিবাদের জন্য জ্ঞানীর ভক্তি তৎসহ উল্লিখিত হইয়াছে॥ ৭২ ॥ ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চতুর্বিধ ভক্তের ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ ভক্তি গৌণী। ১ম-দুঃখে পড়িয়া বিপদ উদ্ধারের জন্য জীব যে ভগবানকে ভক্তি করে, ২য়—ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু যে ভগবানে, শাস্ত্রে ও গুরু বাক্যে ভক্তি করে অথবা ৩য়—নিজ কামনা সিদ্ধির জন্য ভগবানের প্রতি লোকের যে ভক্তির উদ্রেক হয় তাহা গৌণী। কেবল নিষ্কাম জ্ঞানীর ভক্তিই অন্তঃকরণের প্রেম-প্রফুল্লতা নিবন্ধন হইয়া থাকে।

বহিরন্তরস্থমুভয়মবেষ্টিসববৎ ॥ ৩৩ ॥

যজ্ঞের অবেষ্টি ও সবের (যজ্ঞের দ্রব্য বিশেষ) ন্যায় বাহির ও ভিতর উভয়ের মধ্যে পরিগণিত ॥ ৭৩॥ যজ্ঞের অবেষ্টিকে যজ্ঞের অন্তর্গত এবং কখন কখনও বা বহিরঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বৃহস্পতি-সব বাজপেয় যজ্ঞের অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ; কখনও বা বহি-ভূ'ত বলিয়া তাহার মহিমা বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই রূপ কীর্ত্তনাদিতে যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহা পরা ভক্তির অন্তর্গত হইলেও উহাতে বিশেষ রুচি থাকিলে তাহাই আবার মুখ্য ভক্তি বলিয়া গৃহীত হয়।

স্মৃতিকীর্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্ত্তৌ প্রায়শ্চিত্তভাবাৎ ॥ ৭৪ ॥

ভগবন্নামাদি স্মরণ বা কীর্ত্তনাদি করা আর্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ॥ ৭৪ ॥ যাহারা পূর্ব্বকৃত পাপাদি জন্য পরিতাপ কালে শান্তি লাভের জন্য ভগবৎকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাদের তাহাতেই পাপাদি ক্ষয় হয়। আর্ত্তদিগের ভগবন্নাম কীর্ত্তনাদির (পাপাদির প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন) স্বতন্ত্র মুখ্যতা দৃষ্ট হয় না।

ভূয়সামননুষ্ঠিতিরিতিচেদাপ্রয়াণমুপসংহারান্ম-হৎস্বপি ॥ ৭৫ ॥

ভক্তিমান্ লোক যে অধিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না তাহা নহে, ফলতঃ পরিশেষে সকলকেই এই বিধানের অধীন হইতে হয় ॥ ৭৫ ॥ তুমি যতই কেন যাগ, যজ্ঞ, কাম্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করনা, পরিণামে ভক্তির উদয় না হইলে

কিছুতেই মুক্তির আশা নাই। ভক্তি ব্যতীত কেবল মাত্র কর্ম্মের দ্বারা কি হইবে ! ।

লব্ধপি ভক্ত্যধিকারে মহৎক্ষেপকমপরসর্ব্বহানাৎ॥ ৩২॥

(কেননা) সামান্য ভক্তির উদয় হইলেও মহা মহা-পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৭৬ । ভক্তির কিরণ এমনই নির্ম্মল ও সুতীব্র যে পাপ রূপ কুজ্ঝটিকা তাহার সম্মুখে ক্ষণ মাত্রও থাকিতে পারেনা। যাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভগবানের নাম স্মরণ করেন, যাঁহারা ভগবদ্গত প্রাণ ও যাঁহারা ভগবানের শরণাগত, ভগবান্ সেই মহাত্মাদিগের জন্যই অর্জ্জুনকে আদর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে " অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ "। হে অর্জ্জুন ! তুমি বৈধ ও অবৈধ, কাম্য আদি সমস্ত প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।

নস্থানদ্বোঢ়নন্যধর্ম: খলে বালীবৎ॥ ৩৩॥

ভগবৎ শরণাগতের ভগবদ্ধর্ম্ম অতি ক্ষুদ্র হইলেও উহার অনন্যতা প্রযুক্ত খলনিষ্পিষ্ট বালার ন্যায় তদ্দ্বারা মহাপাপও বিনষ্ট হইয়া যায়। ৭৭॥ খলে (বৈদ্যদিগের ঔষধ মর্দ্দন যন্ত্র) বালা (দ্রব্য বিশেষ) যতই কেন দাওনা, তাহা যেমন নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত যেমন কেন ক্ষুদ্র কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুন না, উহা অনন্য বুদ্ধিতে করেন বলিয়া তাহার ভাগবতী শক্তিতে পাপ রাশি বিশাল হইলেও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় । ভক্তির উদয় হইলে পাপ পুণ্য হইতে আর বন্ধনের ভয় থাকেনা ॥

আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্য্যাৎসামান্যবৎ॥ ৩৮॥

ভগবদ্ভক্তিতে চণ্ডালাদিরও অধিকার আছে। কেন না ভক্তগণ পারম্পর্য্যানুসারে সকলেই সমান। ৭৮॥ ব্রত, তপস্যাদিতে সকলের অধিকার নাই বটে, কিন্তু ভগবানকে ভক্তি করিবার অধিকার হইতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই। ভক্তি-মার্গে বর্ণ বা জাতি বিচার নাই—উচ্চ, নীচ—শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্টের বিচার নাই। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক গজ, গৃধ্র, বানরও ভক্তির অধিকার পাইয়াছে। বিশেষতঃ ভারতভূমি ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য স্থাননিবাসী গণের পক্ষে ভক্তি ভিন্ন ভগবানকে লাভ করিবার অন্য কোন উপায়ই নাই। কেন না সে সকল স্থান "কর্ম্মভূমি" নহে, সুতরাং তাহাদের কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ভক্তিই জগজ্জননীর ন্যায় সকলকেই পূর্ণানন্দের অধিকার দান করেন।

অতোহ্যবিপক্কভাবানামপি তল্লোকে॥ ৩৯॥

এই জন্য পরাভক্তিতে পরিপক্ক না হইলেও ভগবল্লোকে নিবাস হয়। ৭৯॥ যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি ভোগ হয়—আবার ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিলে দোষও স্পর্শ করে। কিন্তু ভক্তি মার্গ সেরূপ নহে। ভগবান্‌কে লাভ করিবার একমাত্র উপায় পরাভক্তিতে পরিপক্ক না হইলেও উক্ত সালোক্য লাভ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। ভক্তির জ্বলন্ত শিখায় কর্ম্মফল কামনারূপ তৃণ রাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়; সুতরাং ভগবল্লোক ভিন্ন অন্য কোন লোকই ভক্তের বাসোপযোগী নহে।

ক্রমৈকগত্যুপপত্তেস্তু ॥ ৮০ ॥

ক্রমানুসারে গতি লাভ কর্ম্মের দ্বারাই হইয়া থাকে। ৮০॥ কর্ম্মের দ্বারা গতি লাভ করিতে হইলে ("অনেক জন্ম সংসিদ্ধি স্ততোযান্তি পরাং গতিং") জন্ম জন্মান্তর লাগিয়া থাকে। কিন্তু নির্ম্মলা ভক্তির উদয় হইলে জীবের সদ্যই ভগবানের পবিত্র সত্তার সঙ্গতি হইয়া থাকে।

তন্ম্যান্নিস্মৃতিবাক্যপ্রেষাৎ ॥ ৮১ ॥

কেননা ভগবান্ বলিয়াছেন যে তাঁহার ভক্তগণ সমস্ত ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারেই সিদ্ধি লাভ করেন। ৮১॥ ভগবান্ গীতাতে "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি" বাক্যে সমস্ত প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। আবার ৯ম অধ্যায়ে ইহাও বলিয়াছেন—

> "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
> সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ। ৩০॥
> ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
> কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ৩১॥

হে কৌন্তেয়! আমাকে যে অনন্য চিত্তে ভক্তি পূর্ব্বক আরাধনা করে, সে অতিশয় দুরাচার হইলেও, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে যদি ভক্তি করে, সেও শীঘ্র ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া শান্তি লাভ করে। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি সদাচার বা দুরাচার যেমনই কেন হউক না, তাহার বিনাশ নাই; সে অবশ্যাবশ্যই কল্যাণ লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুখ্যপাতকিনাং ত্রাণী ॥ ৮২ ॥

মহাপাতকী দিগের ভক্তি আর্ত্তদিগের ভক্তি মধ্যে পরিগণিত ।৮২॥ মহাপাপী গণের যদি ভক্তির উদয় হয় তবে তাহারাও যে ক্রম উল্লঙ্ঘন করিলে পরম পদ পাইবে, শাণ্ডিল্য ঋষির এরূপ অভিপ্রায় নহে। যাহাদের কেবল অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়, তাহাদের জন্যই ভগবান্ "অপি চেৎ সুদুরাচারো" আদি বাক্য কহিয়াছেন। কিন্তু যাহারা পাপের পশ্চাত্তাপ জন্য ভগবান্‌কে ভক্তি করে, তাহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের ক্রমোল্লঙ্ঘন করিবার অধিকারী নহে। তাহারা যথাক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মাদির অবশ্য অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে পরাভক্তির প্রকাশ হইবে।

ঐকান্তভাবোগীতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥ ৮৩ ॥

পরাভক্তির নামই একান্ত ভাব, কেন না গীতাতে এই রূপ কথিত আছে।৮৩॥ "অনন্যশ্চিন্তয়ন্তোমাং"—"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র"—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো"—মৎকর্ম্ম কৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ"—"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ"—"তমেব শরণং গচ্ছ"—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" আদি ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ স্বরূপ।

পরাং কৃত্বৈব সর্ব্বেষাং তথাহ্যাহ ॥ ৮৪ ॥

গীতার উক্তি গুলি পরাভক্তির দিকে উপলক্ষিত হইয়াছে।৮৪॥ ভগবান্ গীতাতে কর্ম্ম—ভক্তি (উপাসনা) জ্ঞান এই ত্রিবিধ বিষয়েরই যথোচিত প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। কিন্তু শাণ্ডিল্য ঋষির মতে গীতোক্ত সমস্ত কথাই যেন পরাভক্তির পোষক। "অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো" এই শ্লোকে "অহং" ও "ত্বাং" দুইটি পৃথক্ পদের প্রয়োগ

থাকায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তির দিকেই প্রবৃত্ত করিয়াছেন, ইহাই ঋষিবরের সংস্কার। কর্ম্ম ভক্তির উপাদান ও তদাত্মজ্ঞান ভক্তির পরাকাষ্ঠা। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে (কর্ম্ম) "গৌণী ভক্তি", দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে (ভক্তি) "পরাভক্তির উদয়," এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে (জ্ঞান) "পরাভক্তির পরিপাক" বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথমাহ্নিক।

ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ॥ ৮৫॥

এ সমস্তই ভগবানের স্বরূপ; এই জন্য সেবনীয় অর্থাৎ তাঁহা হইতে সমস্তই অস্বতন্ত্র। ৮৫॥ যাঁহারা সংসারকে অসৎ বলিয়া থাকেন, এই সূত্র দ্বারা শাণ্ডিল্য ঋষি তাঁহাদের মতের দোষ দেখাইতেছেন। তিনি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ, তাঁহারই বিকাশে জগতের প্রকাশ—তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থই নাই। জীব সকল তাঁহার আনন্দাংশের অধিকারী হইতে না পারিয়া নানা প্রপঞ্চে অভিভূত হয়। চিদংশজ জীবকে সেই সৎ—আনন্দ বিতরণ করিবার জন্যই সময়ে২ তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। অসৎ বলিয়া কোন বস্তুই নাই।

তচ্ছক্তির্মায়া জড়সামান্যাৎ॥ ৮৬॥

ভগবানের শক্তিরই নাম মায়া—উহা চৈতন্য শূন্য হইলেই জড়বৎ। ৮৬॥ জগৎকে তাঁহারা "মায়া" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, এই সূত্রে তাঁহাদিগকে দোষারোপ করিতে-

ছেন। মায়া বলিয়া ভগবান্ হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই তাঁহার বিচিত্র শক্তির নামই মায়া। তবে জগৎকে "ভগবচ্ছক্তির বিকাশ" না বলিয়া মায়ার স্বাতন্ত্র্য কল্পনা পূর্ব্বক জগৎকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করা বিষম বিড়ম্বনা মাত্র।

ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্যানাম্॥ ৮৭॥

ব্যাপকের সত্যতা নিবন্ধন ব্যাপ্যও সত্য। ৮৭॥ সচ্চিদানন্দের সদংশ চিদংশে এবং চিদংশ আনন্দাংশে ব্যাপ্ত থাকায় পরস্পর ব্যাপ্য ব্যাপকতা জন্য সমস্তই সৎ।

ন প্রাণিবুদ্ধিভ্যোঽসম্ভবাৎ॥ ৮৮॥

ইহা কোন প্রাণীর বুদ্ধি কল্পিতও নহে। ৮৮॥ মিথ্যাবাদ ও মায়াবাদ নিরাকরণ করিয়া এক্ষণে নাস্তিকবাদ নিরাকরণ করিতেছেন। নাস্তিক গণ মনুষ্য বুদ্ধির অতীত পদার্থ বা শক্তিকে বিশ্বাস করিতে চাহেনা। কিন্তু যে শক্তির দ্বারা জগৎ বিরচিত হইয়াছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা প্রযুক্ত উহা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। নাস্তিক! তোমার বুদ্ধির অপটুতা বশতঃ যদি অন্ধের সূর্য্য দর্শনের ন্যায় ভগবৎ শক্তিকে বুঝিতে না পার, বুধবর্গ কি তজ্জন্য তাহা অস্বীকার করিবেন?

নির্মায়োচ্চাবচং শ্রুতীশ্চ নির্মিমীতে পিতৃবৎ। ৮৯॥

ভূত সমস্ত রচনার ন্যায় বেদ প্রকাশিত হয়—পিতার ন্যায়। ৮৯॥ যেমন সন্তান উৎপন্ন হইলে পিতা তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, সেই রূপ ভগবান্ নিজাংশে জগৎ রচনা করিয়া জীবগণের কল্যাণার্থ বেদ ব্যাখ্যা করেন।

মিশ্রোপদেশান্নেতি চেন্ন স্বল্পত্বাৎ॥ ৫০ ॥

উহাতে মিশ্রোপদেশ আছে বলিয়া আশঙ্কা করিও না, কেননা তাহা অতি অল্পই। ৯০॥ বেদে ভগবৎ কথা ভিন্ন যাগ, যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপও তো অনেক আছে, এই জন্য যদি বল, উহা ঈশ্বরোক্ত নহে, তাই শাণ্ডিল্য ঋষি বলিতেছেন, যে কর্ম্মকলাপ চিত্ত শুদ্ধির সাধক, উহা না হইলে ভগবদ্ভাব বোধে বুঝিবার সামর্থ্য জন্মে না। নিতান্ত আবশ্যকতা বশতই উহা কথিত হইয়াছে। যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও অতি অল্প।

ফলমস্মাদ্বাদরায়ণো দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৫১ ॥

বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) বলেন, "কর্ম্ম" স্বয়ং ফলদাতা নহে—ঈশ্বরই কর্ম্মের ফল দাতা; এই রূপ দেখাও যায়। ৯১॥ সেবাদি দ্বারা তুমি রাজাকে প্রীত করিলে, তজ্জন্য পুরস্কার রাজার নিকট ভিন্ন আর কাহার নিকট তুমি আশা করিতে পার? সজ্জন গণ ঈশ্বর প্রীত্যর্থক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; সুতরাং ঈশ্বরই সে সকল কর্ম্মের ফল দাতা।

ব্যুৎক্রমাদপ্যয়স্তথা হি দৃষ্টম্॥ ৫২ ॥

বিলোম রীতিতে লয় হইয়া থাকে। ৯২॥ অনুলোম ক্রমে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকাশ হয়। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, এই রূপ যথাবিধি ক্রমে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, ও জল হইতে ক্ষিতি আদির সৃষ্টি প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু লয় হইবার সময় ক্ষিতি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু

আকাশে, এইরূপ বিলোম রীতিতে সমস্তই ব্রহ্মেতে লয় হইয়া যায়। ইহা দ্বারা বীজ স্বরূপে জগৎ নিত্য ইহা প্রমাণিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয়াহ্নিক।

নদৈক্যং নানাত্বৈকত্বমুপাধিযোগহানাদাদিত্যবৎ ॥৯৩॥

উহা একই—কেননা উপাধি বর্জ্জিত হইলেই নানাত্ব একত্ব প্রাপ্ত হয়, সূর্য্যের ন্যায়। ৯৩॥ "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী" এই বাক্যে ভগবানের স্বরূপ ও আদিত্য মণ্ডল পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, কিন্তু মণ্ডল রূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলেই একমাত্র ভগবানের সংজ্ঞাই থাকিয়া যায়। সেই রূপ "সংস্কার" এই নাম ভগবৎ সত্তায় বিলীন হইলেই "সংসার" ও "ভগবানে" আর স্বতন্ত্রতা থাকিল কৈ?

পৃথগিতিচেন্ন পরেণাসম্বন্ধাৎপ্রকাশানাং ॥ ৯৪ ॥

পৃথকও বলা যায় না; কেননা তাহা হইলে প্রকাশের ন্যায় ভগবানের সহিত অসম্বন্ধ হইবে। ৯৪॥ প্রকাশ—সূর্য্য-মণ্ডলে ও নারায়ণে যেরূপ অভিন্ন সম্বন্ধ, জগৎ ও ভগবানেও সেই রূপ সম্বন্ধ।

নবিকারিণস্তু করণবিকারাৎ ॥ ৯৫ ॥

বিকারও বলা যায় না, কেননা তাহা হইলে মুল কারণেও বিকারাশঙ্কা হয়। ৯৫॥ সংসার যদি ভগবদ্বি-

কার বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে নির্ব্বিকার নারায়ণে বিকার-দোষ স্পর্শ করে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম বিকার বর্জ্জিত।

অনন্যভক্ত্যা তদ্বুদ্ধির্বুদ্ধিলয়াদত্যন্তং ॥ ৫২ ॥

অনন্য ভক্তি দ্বারা বুদ্ধির অত্যন্ত লয় জন্য তন্ময়ী বুদ্ধির উদয় হয়। ৯৬॥ (কাঁচ পোকা যেমন তৈলপায়িকাকে ধরিলে তৈলপায়িকা কাঁচ পোকার রূপের চিন্তা করিতে করিতে কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যে নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া কাঁচ পোকার রূপ পরিগ্রহ করে) সেই রূপ ভ্রমর কীটবৎ জীব অনন্য ভক্তিতে তাঁহার আরাধনা করিলে সুখ দুঃখাদি বির্জ্জিত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

আয়ুশ্চিরমিতরেষান্তু হানিরনাস্পদত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥

সাধারণ জীবের আয়ু প্রারব্ধ ভোগ করিবার জন্য, কিন্তু ভক্তগণের আয়ু ভোগাস্পদ না থাকায় সঞ্চিত কর্ম্ম সকল আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। ৯৭॥ কর্ম্ম ক্ষয় ব্যতীত কেবল ভক্তিতেই মুক্তি হইবে কিরূপে? এই সংশয় নিরসনার্থ শাণ্ডিল্য ঋষি কহিতেছেন যে, ভক্তগণের পরমায়ু সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় হইলেও তাঁহাদের পক্ষে ভগবদ্‌বিচ্ছেদের এক এক মুহূর্ত্ত শতকোটি কল্প বর্ষ নরক-যাতনার তুল্য এবং ভগবৎ স্মরণের এক এক মুহূর্ত্ত লক্ষ লক্ষ বর্ষ স্বর্গ ভোগ তুল্য। এই বিয়োগ--সংযোগের সংঘর্ষণে ভক্তগণের শুভ ও অশুভ সকল প্রকার অদৃষ্টই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

সংসৃতিরেষামভক্তিঃ স্যান্নাজ্ঞানাৎকারণাসিদ্ধেঃ ॥৫৪॥

জীব "অজ্ঞানতা" জন্য বারম্বার সংসারে গমনাগমন

করে না, "অভক্তিই" জীবকে সংসার পাশে আবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ, কারণের অসিদ্ধতা জন্য। ৯৮॥ "অজ্ঞান" নামে কোন একটা পদার্থ বিশেষ নাই। সুতরাং তাহার কর্তৃত্বও নাই। ভগবানের অঘটন--ঘটন-পটীয়সী মায়াতেই জীব সংসারাবদ্ধ আছে, তাঁহাকেই ভক্তি করিলে জীব মুক্তি লাভ করে। ভক্তির উদয় না হইলে জীবকে বারম্বারই সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয়। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন —

" দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেকং যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে "
শ্রীমদ্ভাগবত।

আমার দুষ্পরিহার্য্য ত্রিগুণময়ী মায়াতে জীব আবদ্ধ আছে। যে ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত (অনন্য ভক্তি-যুক্ত) হয়, সেই ব্যক্তিই এই মায়া হইতে নিস্তার পায়।

জীবগ্রহণা নেত্রাণি মহাদেবস্য লিঙ্গাক্ষিশব্দাত্ত্রয়বৎ ॥ ৯৯ ॥

মহাদেবের ন্যায় শব্দ, লিঙ্গ ও অক্ষ এই তিন নেত্র দ্বারা জীব জানিতে পারিবে। ৯৯॥ এতাবদ্ বিদিত হইলে মহাদেবের ন্যায় ত্রিনেত্র হইতে হয়। কতক শব্দ (বেদাদি) দ্বারা, কতক লিঙ্গ (পবিত্রানুভূতি শক্তি) দ্বারা এবং কতক বা অক্ষ (ইন্দ্রিয় গোচর জ্ঞান) দ্বারা জানিতে হয়।

আবির্তিরোভাবা বিকারাঃ স্যুঃ ক্রিয়াফলসংযোগাৎ ॥ ১০০ ॥

লয় ও উৎপত্তি রূপ ক্রিয়া ফল সংযোগে বিকার দৃষ্ট হয়। ১০০॥ নির্বিকার পরব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন বিকার

নাই, কিন্তু নিজ মনের চপল তরঙ্গের দৃষ্টিতে উৎপত্তি-উচ্ছ্বাস—উপসংহার রূপ ক্রিয়া বোধ হওয়ায় বিকারের প্রতীতি হয়, অন্তঃকরণ—শুদ্ধির পর ভগবৎস্বরূপের জ্ঞান জন্মিলে যখন বিমলা ভক্তির উদয় হইবে, তখনই জীব স্ব স্বরূপে—আনন্দ স্বরূপে বিরাজ করিবে। অতএব ভক্তিই প্রধান।

শ্রীমদবধূত শিষ্য ভক্তানুরক্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন কৃত
তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত শ্রী শাণ্ডিল্য কৃত
ভক্তি সূত্র সমাপ্ত।

ভক্তি রসামৃত।

(পরিব্রাজকের বক্তৃতার সারাংশ)

—০—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মনঃপ্রাণ যখন অস্থির হইয়া উঠে, যখন বিষয় সুখে মনের পিপাসার শান্তি না হয়, যখন না জানি কোথা হইতে সন্তাপ রাশি আসিয়া হৃদয়কে বিদগ্ধ করিতে থাকে, সংযোগ-ভোগ-বিয়োগ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ যখন কাঁদিয়া আকুল হয়, তখন কি জানি কোথায় গেলে যেন হৃদয় শীতল হইবে—যেন সংসার ছাড়িয়া কোথায় পলাইলে--লুকাইলে, যেন কোন্ স্বচ্ছ সরোবরে ডুবিলে প্রাণ জুড়াইবে, এই ভাবিয়া মন মাতিয়া উঠে। যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই, তার জন্য মনের এত টান কেন! কষ্টের সময়—বিপদের সময় মনঃ প্রাণ যাঁহার কোলে গিয়া বসিতে চায়, শোকে রোগে অবসন্ন হইয়া যাঁহাকে ডাকিলে মনে পবিত্র বলের সঞ্চার হয়, আমার বাল্যকালে যিনি হৃদয় সখা, বিপৎকালে যিনি কাঙ্গালের বন্ধু, ক্ষুধার সময় যিনি মা অন্নপূর্ণা, রোগ শয্যায় যিনি বাবা বৈদ্যনাথ, তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহাকে না পাইলে আমি কাহাকে লইয়া জীবন সার্থক করিব! যদি তাঁহারই সুচারু চরণে জীবন পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করিলাম, তবে সংসারে

আসিয়া করিলাম কি! মায়ায় মজিলাম, সংসারে ডুবিলাম, আপনাকে ভুলিলাম, যথা সর্ব্বস্ব খোয়াইলাম, কিন্তু যাহার জন্য আসিলাম তাহার করিলাম কি! হাসিলাম, খেলিলাম, বেড়াইলাম, ঘুমাইলাম, গোলে মালে আপনাকেও হারাইলাম, কিন্তু যে কার্য্যের জন্য নানা জন্মে নানা বেশ ধরিলাম, তাহার করিলাম কি! হা! এই মর্ম্ম বিদারক প্রশ্ন সদাই জীবকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে।

এ প্রশ্নের গুঢ় কথা—গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়া কে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবে! সাধক! তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমাকে অকূল পাথারে ঘোরান্ধকার মধ্যে ধ্রুব তারা দেখাইয়া দাও, তাহা ভিন্ন পথ নিদর্শনের অন্য উপায় নাই। আমি আজকালের মা বাপ্‌কে জিজ্ঞাসা করিব না, তাঁহারা স্নেহ বশম্বদ হইয়া আমাকে কাযের কথা খুলিয়া বলিবেন না। আজ যদি কয়াধুর মত মা পাইতাম, আজ যদি সুনীতির মত মা পাইতাম তবেই আমার দুঃখ মিটিত মনের জ্বালা নিবারণ হইত। শিশু প্রহ্লাদ বিষ মিশ্রিত অন্ন কিরূপে ভগবান্‌কে নিবেদন করিবেন, তাই ভাবিয়া আকুল—দুনয়নে অবিরল ধারা বহিয়া চলিল, মা কয়াধু বলিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তুই এত দিন ভগবানের ভজনা করিতেছিস্, তাঁহার মহিমা কি তুই জানিস্ না? তাঁহার কাছে কি গরল ও অমৃতের প্রভেদ আছে? তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক যাহা নিবেদন করিবি, তাহা হলাহল হইলেও অমৃত হইয়া যাইবে"। প্রহ্লাদ মায়ের কথায় নয়ন জলে মন ধুইয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিল,

ভক্ত--বৎসল অমনি শিশুর সম্মুখে শিশুর বেশে আসিয়া দুটি ভাইয়ের মত একত্রে বসিয়া অগ্রভাগ ভোজন করিলেন; বিষ অমৃত হইয়া গেল। দৈত্যকুল পবিত্র হইল। শিশু চূড়ামণি ধ্রুব বলিল, "মা! আমাদের দুঃখ ভঞ্জন-কর্ত্তা কে" অমনি মায়ের (সুনীতির) দুনয়নে জল আসিল। মা বলিলেন, বাছা! পদ্মপলাশনেত্র ভগবান্ হরিই আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের বিপদ্--ভঞ্জনকর্ত্তা"। মায়ের মর্ম্মভেদী উপদেশে ননীর পুতুল কাঙ্গালিনীর এক মাত্র অঞ্চলের নিধি ধ্রুব ঘোরা দ্বিপ্রহরা যামিনীতে গহন বনে হরি পদ লাভের জন্য যাত্রা করিল। তাই বলি, সাধক! আজ কালের মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিব না। মায়ের মত মা আর নাই। শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত গণকেও জিজ্ঞাসা করিব না, কৃচ্ছ সাধন শীল তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেও তৃপ্তি পাইব না, যাহারা কেবল বেদান্ত শাস্ত্রের লম্বা চৌড়া ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা বার্ত্তা কহিয়া অন্তঃসাধন ও অন্তঃসার শূন্য হইয়া আপনাকে আপনি ফাকি দিতেছে, তাহাদের সেবা করিলে আমার তৃষ্ণা মিটিবে না, যাহারা প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন দ্বারা মনোলয়কে বা অষ্টসিদ্ধি লাভকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মন্ত্রণা শুনিলে আমার চিত্ত চরিতার্থ হইবে না। আমার তাপিত প্রাণ সেই দিকে যাইতে চায়, যে দিকে বিশ্বাসের শীতল বায়ু বহিতেছে—যে দিকে উত্তুঙ্গ গিরির শৃঙ্গে ২ নৃত্য করিতে ২ স্ফটিক-স্বচ্ছ ভক্তির নদী ঝির্ ঝির্ করিয়া কোথাও বা তর তর বেগে, আবার কোথাও তরঙ্গের পর

তরঙ্গ মালায় বহিয়া যাইতেছে। চতুরশীতি লক্ষ যোজন পথ ভ্রমণে ক্লান্ত ও ভবভারাক্রান্ত পথিকের পক্ষে ভক্তির শীতল ছায়া পথই পরম সুখকর। ভক্তিই বিষ্ণু—পাদোদকী গঙ্গা, ভক্তিই ত্রিতাপানল বিদগ্ধ ভস্মাবশেষ জীবাত্মার একমাত্র কল্যাণ-কারিণী। কোন কোন পাশ্চাত্য বিদ্যানুরাগ রঞ্জিত পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, "ভক্তি" স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা মাত্র। তাঁহারা দেখিয়াছেন স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা-যুক্ত ব্যক্তি অতি অল্পেই কাঁদিয়া ফেলে, অতি অল্পেই ভয় পায়, অতি অল্পেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। ভক্তির লক্ষণেও সেই অশ্রুপাত, সেই রোমাঞ্চ, সেই আবেশ-মূর্চ্ছা। অতএব ভক্তি স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। ঈদৃশ বিচারবান্ পুরুষই ন্যায় শাস্ত্রের ধূম দর্শনে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" সিদ্ধান্ত করিতে সাহস করেন। সাধন সিদ্ধ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ভিন্ন "ভক্তি" রস পান করিবার সামর্থ্য কাহারও জন্মেনা। ভগবান্‌কে লাভ করা ভক্তির ফল নহে; অধিকন্তু ভগবান্‌কে লাভ করিলে তবে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। যে কর্ম্ম, (নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য আদি), উপাসনা, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, তাহা পরা ভক্তির উপাদান স্বরূপ "গৌণী ভক্তি" বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সমগ্র সাধন তত্ত্বের চরম পরিপক্ক ফলের নামই পরা ভক্তি"। বিধি পূর্ব্বক সাধনা করিলে ভগবদ্দর্শন হয়, ভগবদ্দর্শন লাভ হইলে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হয়, এইরূপে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইলে পর "পরাভক্তির" প্রকাশ হয়।

কাহার কিরূপে ভক্তির উদয় হয়, তাহা আমরা ভাল জানি না। ভক্তগণ বলেন, যে ভক্তি-সাধক কখন বঞ্চিত হয়েন না। শত্রু নাশ করিবার জন্য, অন্যের বাড়ীতে চুরি করিবার জন্য তুমি ভক্তি করিয়া মা কালীর পূজা কর; তবু নাস্তিক অপেক্ষা ভাল হইবে। লোকে ভাল বলিবে বলিয়া ভক্তি করিয়া পূজা করিতে যাও, তথাচ যথাক্রমে ভক্তির উন্নত স্তরে আরূঢ় হইবে। অন্যের দেখা দেখি তুমি পূজা করিতে যাও, তবু ভগবানের ভক্তি পাশ এড়া-ইতে পারিবে না। ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, মানং দেহি, বলিয়াও যদি ভক্তি পূর্ব্বক পূজা কর, তথাচ ভক্তির বাতাসে জীবাত্মায় আনন্দের সঞ্চার হইবে। ব্যাধি নিবারণের জন্য, পাপ নিবারণের জন্য, ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য শাস্ত্রবাক্যে বা ভগবানে যে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাহাই ক্রমশঃ অহৈতুকী ভক্তির দিকে আকর্ষণ করে। এই অহৈতুকী ভক্তির ঘাটে স্নান করিলে "কামনা" মিটিয়া যায়, ভেদ বুদ্ধি ধুইয়া যায়, আমাতে তাঁহাতে মিশিয়া যায়, ভক্তগণের সকল সাধ পূর্ণ হইয়া যায়। তখন ভক্ত কখন উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার মধুময়ী কীর্ত্তি কথা শ্রবণ করেন, কখন বা নৃত্য করিতে করিতে ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া তাঁহার গুণ বর্ণন ও নাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন, কখন বা তাঁহার গুণ গরিমা স্মরণ করিয়াই বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, কখন বা তৎপদ সেবনে, অর্চ্চনে ও বন্দনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন, কখন আমি দাস তিনি প্রভু, কখন তিনি আমার

প্রাণের সখা জ্ঞান করিয়া, আবার কখন বা আপনাকে একেবারে তাঁহার চরণে বিক্রয় করিয়া চরিতার্থ হয়েন। এই সুমধুর ভক্তি তত্ত্ব আচার্য্যগণ " ভক্তি সূত্রে " বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যথাযথ লাভ করিতে পারিলেই জন্ম সফল, জীবন সার্থক, মনঃপ্রাণ সুশীতল ও আত্মা পরম পরিতৃপ্ত হয়।

মনের কথা প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে ভরসা হয় না। ভয়াকীর্ণ বাহ্য জগৎ সদাই ভৈরব নাদে ভীম খড়্গ লইয়া হৃদয়কে ভয় দেখাইতেছে। বাহিরের কথায় বাহিরের ব্যাপারে বাহিরের পাপপুণ্যময়ী মোহিনী ছবির ছায়ায় মন ভুলাইতে চায়। মন তাহা মানে না, মন সে সব কথা শোনে না। " আমার " বলে " আমার " হ'য়ে যিনি, আমার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বিহার করিতেছেন, তাঁহাকে নহিলে কি আমার প্রাণ শীতল হয়! পীড়ার অসহ্য যাতনায় কাতর হইয়া ডাকিবা মাত্র যে মা আমার ঔষধ বলিয়া দিলেন; শোক ভয়ে ভীত হইয়া কাঁদিবা মাত্র যিনি আসিয়া ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা করিলেন, আমি সেই চিন্ময়ীকে ছাড়িয়া—আমি সেই চৈতন্য রূপিণীর চরণে শরণ না লইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইব। না, মা! আমি আর কোথাও যাইতে চাই না! মা আমি পুত্র, দারা, ঋদ্ধি, সিদ্ধির ভিখারী নহি। মা! আমি যেন সংসার ভুলিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আপনাকে ভুলিতে পারি। তুই মা আমার " মা " থাকিতে আমার ভাবনা কি? শ্রীমন্ত! তুমিই মাকে চিনিয়াছিলে, " কমলে কামিনী "

দেখিয়া রাজ কোপে প্রাণ যায় যায় হইল আর "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে; মা আর থাকিতে পারিলেন না, অমনি পদ্মাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বল্ পদ্মা বল্, প্রাণ চঞ্চল, কেন হ'ল বল, কিসেরই কারণ। কে বুঝি কান্দে, পড়িয়া বিপদে, প্রাণ ভয়ে আমার লয়েছে শরণ"—বলিতেঃ মা আসিয়া বধ্য ভূমিতে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিলেন। মা! আমাকে শ্রীমন্তের মত কাঁদিতে শিখাও, মা! আমায় বিপদে ফেলিয়া কাতরে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখাও।

সাধক! বলিতে হৃদয় শিহরিয়া উঠে, একজন দস্যু বৃদ্ধাবস্থায় যখন অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন এক দিন নিজ রাজ্যেশ্বরের এক মাত্র পুত্রকে একাকী নানাভরণ-ভূষিত দেখিয়া তাহাকে বধ করিয়া অলঙ্কার গুলি হরণ করিবে, এই ইচ্ছা করিল। সুবোধ শিশু হঠাৎ নিকটে আসিবা মাত্র ধূর্ত্ত দস্যু বলিল, বাবা! বড় পিপাসা পাই-য়াছে, যদি একটু জল খাইতে দাও, তবে প্রাণ বাঁচে। দয়ার শরীর শিশু জল আনিতে উদ্যত হইলে, দস্যু বলিল, তুমি দীক্ষিত না হইলে তোমার হাতে আমি জল খাইব না। শিশু (দীক্ষা কাহাকে বলে তাহা জানেও না) বলিল, তবে আমাকে দীক্ষা দাও। দস্যু বলিল, চল নদী তীরে স্নান করাইয়া তোমাকে দীক্ষিত করিব। সরল শিশু চলিল। দস্যু একটা নির্জ্জন ঘাটে গিয়া বলিল, যে, সমস্ত অলঙ্কার গুলি এই খানে খুলিয়া রাখ, ডুব দাও, আমি না ডাকিলে তুমি উঠিও না। তার পর তোমাকে দীক্ষা-মন্ত্র দিয়া ভগ-বান্‌কে দর্শন করাইব। সুবোধ শিশু বৃদ্ধ গুরুকে জল

খাওয়াইবে, ভগবান্‌কে দর্শন করিবে. এই আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহাই করিল। বালক জলে ডুব দিবা মাত্র দস্যু অলঙ্কার গুলি লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে ভগবদ্দর্শনেচ্ছু শিশু "গুরু ডাকিবেন" এই আশায় ডুব দিয়া রহিয়াছে। আর জল মধ্যে থাকিতে পারেনা, পেট ফুলিয়া উঠিল; ভক্ত শিশুর প্রাণ যায় দেখিয়া আর কি ভগবান্ স্থির থাকিতে পারেন! অমনি একজন প্রহরীর রূপ ধারণ করিয়া দস্যুর কেশাকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। তীব্র তাড়না সহ বলিলেন, পামর! শীঘ্র আমার বাছাকে ডাক! আমিই ডাকিতে পারিতাম, কিন্তু বাছা আমার যে গুরু বাক্যের প্রতীক্ষা করিতেছে. আমি ডাকিলে তো সে উঠিবে না। দস্যু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া শিশুকে ডাকিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শিশু মাথা তুলিয়া তাকাইয়া দেখে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী বিষ্ণু সাক্ষাৎ হইয়া বলিতেছেন. বৎস! জল হইতে উঠ. তোমাকে দর্শন দিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। বালক বৃদ্ধকে মূর্চ্ছিত ও অলোকসামান্য পুরুষকে দেখিয়া প্রেমাশ্রু ফেলিতে২ তাঁহার চরণে পতিত হইল। অনাথ নাথ অমনি নিজ রূপ সম্বরণ পূর্ব্বক প্রহরী বেশে শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া রাজ দ্বারে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সাধক! বল দেখি, সরল হৃদয়ের পরম সখা ভগবানের আশ্রয় না লইয়া আর কাহার শরণাগত হইব! ঐ দেখ গুরু হইয়া যণ্ডামর্ক বালক প্রহ্লাদকে বেত্রাঘাত করিল, প্রহ্লাদের নয়নে জল ধারা দেখিয়া অমনি প্রহ্লাদের প্রাণের সখা ভগবান্ হরি আসিয়া কাতর

ভক্তের হৃদয় আলো করিয়া বসিলেন; বলিলেন,—প্রহ্লাদ রোদন করিও না; মূঢ় গুরু তোমাকে যত বেত্রাঘাত করিয়াছে, এই দেখ সকল গুলিই আমার পৃষ্ঠে চিহ্নিত হইয়াছে। তোমাতে আমাতে আর ভিন্নতা নাই। প্রহ্লাদ সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিলেন, আবার হরিপ্রেমে মাতেয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন। ঐ দেখ সাধক! পিতা হইয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হস্ত পদাদি বন্ধন করিয়া সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিবার আজ্ঞা দিলেন, অবোধ দৈত্যগণ তাহাই করিল। সংসার প্রহ্লাদের বিরোধী হইয়া কি করিবে? প্রহ্লাদ হরিপদ ধ্যান করিতে করিতে ভূতলাভিমুখে পড়িতেছেন—আবার ঐ দেখ ভগবান্ নিজ মঙ্গলময় হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রহ্লাদকে ধারণ করিলেন. ভক্তের কমনীয় পবিত্র অঙ্গে একটী কঙ্করেরও আঘাত লাগিল না। ভক্তের ভগবান্ না হইলে কি দুর্যোধনের সভায় রজস্বলা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ হইত! ভক্তের ভগবান্ দ্রৌপদীকে দেখা না দিলে কি বন মধ্যে পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার মহাকোপে রক্ষা পাইতেন! ভক্ত ধ্রুব, তুমিই ধন্য! তুমি ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া একাকী গহন বনে কাতর কণ্ঠে কাঁদিয়াছিলে বলিয়া অনাথের নাথ স্বয়ং তোমাকে মন্ত্রদাতা গুরু (নারদকে) পাঠাইলেন। তোমার জন্য ধ্রুবলোক * রচনা করিলেন,

---

* ভগবান্ নিজ বৈকুণ্ঠ পুরীর উর্দ্ধতন দেশে ধ্রুবের জন্য স্বতন্ত্র "ধ্রুবলোক" রচনা করিয়া ছিলেন। সাধক! এই রহস্যের মর্ম্ম বুঝিলে দেখিবেন যে বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, তবে ভক্তের উচ্চ নির্ম্মল ক্ষেত্র (ভক্তি) দৃষ্ট হয়। কর্ম্মের দ্বারা নিষ্ঠা, নিষ্ঠা দ্বারা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে উপাসনায় অনুরাগ, উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞান, জ্ঞানোদয় হইলে ভগবদ্দর্শন, এবং ভগবদ্দর্শন (বৈকুণ্ঠ) লাভ হইলে, ভক্তি (ধ্রুব লোক) দেখিতে পাওয়া যায়।

তোমাকে দর্শন দিয়া ধরাধাম পবিত্র করিলেন। দৈত্য-কুল-পাবন ভক্ত শিরোমণি প্রহ্লাদ ! দুঃখে দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া হরি ধ্যান, হরি জ্ঞান, হরি স্মরণ করিয়া হরিগুণ-গানে বিভোর হইয়া ভক্তবৎসলের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলে—তাই তোমার দিব্য বিশ্বাসের অনুরোধে—তোমার বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া নর-সিংহ দেব প্রকাশিত হইলেন। ভক্ত কুল তিলক ! ভক্তির গুণে পিতৃ কুল উদ্ধার করিলে। বলি রাজা ! তুমিও ধন্য। সুর নর আদি সকলে যাঁহার দ্বারের ভিখারী, তোমার ভক্তির গুণে তিনিই ত্রিপাদ ভূমি "ভিক্ষার্থ"—তোমার দ্বারে উপাস্থিত। তোমার ভক্তির গুণেই তিনি তোমাকে রত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া তোমার দ্বারের প্রহরী হইলেন। অর্জ্জুন ! ধন্য তোমার ভক্তি ও ভাল বাসা ! ভক্তির গুণে—ভাল বাসার গুণে বিশ্ব মূলাধারকে সখ্যতার সূত্রে বাঁধিয়া রাখিলে। কুরুক্ষেত্রের মহারণে ভগবান্ যোদ্ধৃবেশে কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিলেন না, কিন্তু পাছে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাদির সুতীক্ষ্ণ বাণে তোমার অঙ্গ ব্যথিত হয়, সেই জন্য তোমাকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং সম্মুখে সারথির আসনে উপবেশন করিলেন। আমরাও ধন্য, যে আজ ভক্তির কথা—ভক্তের কথা লইয়া জীবন পবিত্র করিতেছি।

সাধুগণ ! সাধকগণ ! ভক্তগণ ! চিরদিন এই কথা স্মরণ রাখিবেন—

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্নদৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ "

ভক্তিই সার, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ভক্তিই ভূষণ ও ভক্তিই জীবন।

অতএব—সর্ব্বথা সর্ব্ব যত্নেন ভক্তিমেব সমাশ্রয়েৎ।

অনাথের নাথ! ভক্তের হৃদয় নিধি! শুনিয়াছি তুমি নাকি কাঙ্গালের সর্ব্বস্বধন, তুমি দীন দুঃখীর পরম সখা, তাই বড় কাতর হৃদয়ে তোমার পতিত—পাবন নাম মাত্র সম্বল করিয়া ডাকিতেছি। ধন দিয়া, মান দিয়া, পুত্র পরিবারাদি দিয়া এই নিঃসহায়ের মন ভুলাইয়া তোমার চরণ-ছায়ায় বঞ্চিত করিও না। তুমিই নাকি বলিয়াছ "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"। দীনবন্ধো! আমি স্বর্গ চাহিনা, তোমার বৈকুণ্ঠও চাহিনা, যোগী, জ্ঞানী, ঋষি, তপস্বী হইতেও চাহিনা, তোমার যে ভক্তগণ তোমার গুণ গান করিলে তুমি সদাই তাহাদের সঙ্গে বিরাজ কর, আমাকে সেই ভক্ত হৃদয়ের ভক্তির বৈজয়ন্তি মালা গাছটি পরাইয়া দাও। এই আশীর্ব্বাদ কর, হরি! যেন তোমার কথা শুনিতে২, তোমারই নাম—গুণ গাইতে ২, তোমারই মহিমা স্মরণ করিতে ২ তোমাকেই ভাবিতে ২ জীবন সার্থক করিতে পারি।

হে সর্ব্বদুঃখ--নিবারণ! আমি সহস্র সহস্র অপরাধ করিয়া এই ভয়ানক সংসার সাগর গর্ভে পতিত হইয়াছি; আমি নিতান্ত নিরাশ্রয়, তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ আশ্রিতগণ মধ্যে গ্রহণ কর। হে ভগবন্! ধর্ম্মে বা ধন রাশিতে অথবা বিষয় ভোগে

আমার আস্থা নাই; এসকল আমার পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলা-
স্বরূপ যাহা হইতেছে, তাহাই হউক। তোমার নিকট
আমার এই এক মাত্র প্রার্থনা, যে আমার যেখানে যে-
রূপেই জন্ম হউক না কেন, তোমার চরণারবিন্দে যেন
আমার অচলা ভক্তি থাকে।

অপরাধ সহস্রসংকুলম্পতিতম্ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন! পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপম॥
এতৎ প্রার্থ্যম্মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহ যুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

গুরুভক্ত ঘাটম।

জয়পুরের অন্তর্গত ঘোড়ী নামক গ্রামে কস্যচিৎ মীনা
জাতির গৃহে ঘাটম জন্ম গ্রহণ করেন। ঘাটমের পিতা মাতা
দরিদ্র ছিলেন, বিশেষতঃ তদানীন্তন গ্রাম্য অবস্থার দোষে
ঘাটম আদৌ কোন প্রকার সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন
নাই। বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে ২ সাংসারিক ভার স্কন্ধে পড়িল।
ঘাটম অনন্যোপায় হইয়া প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য আদির পন্থা
অবলম্বন করিলেন। কাল ক্রমে ঘাটম একজন অতীব দুষ্ট
প্রবঞ্চক হইয়া উঠিলেন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফল ঘাটমের
মনশ্চক্রের গতি ফিরাইতে লাগিল। ঘাটম মধ্যে ২ নিজ
দুষ্কৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া বড় মর্ম্ম ব্যথা পাইতে লাগি-
লেন। এক দিন বহু চিন্তার পর কোন ভগবদ্ভক্ত সাধুর
নিকট শিক্ষা ও প্রবোধ পাইবার আশয়ে গমন করিলেন।

ঘাটমের মলিন ভাব ও কাতর বচনে সাধুর করুণার উদ্রেক হইল। তিনি বলিলেন, ঘাটম ! তুমি চৌর্য্য ও প্রবঞ্চনা পরিত্যাগ কর। ঘাটম বলিলেন, প্রভো, উহাই আমার জীবিকা, উহা পরিত্যাগ করিলে আমার এক দিনও চলিবে না। এতচ্ছ্রবণে সাধু বলিলেন, যদি উহা পরিত্যাগ করিতে না পার, তবে, তৎপরিবর্ত্তে আমার চারিটী আজ্ঞা প্রতিপালন কর। ১ ম, সত্য কথা কহিবে ; ২ য়, সাধু সেবা করিবে, ৩য় ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না ; ৪র্থ, ভগবানের আরতি দর্শন করিবে। ঘাটম এই কয়েকটী অঙ্গীকার করিলে, মহাত্মা তাঁহাকে ইষ্ট মন্ত্রোপদেশ দীক্ষা দিলেন। ঘাটম সেই দিন হইতে গুরুর আজ্ঞা চতুষ্টয় প্রাণ পণে পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এক দিন ঘাটমের গৃহে কয়েকটী সাধু অভ্যাগত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটম দেখিলেন, গৃহে কিছু নাই, অথচ গুরুর আজ্ঞায় সাধু সেবা করিতেই হইবে। অগত্যা ঘাটম এক মহাজনের শস্য ভাণ্ডার হইতে যথাবশ্যক গম চুরি করিয়া আনিলেন ; কিন্তু মনে২ ভাবিলেন, যদি কেহ অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহাকে চৌর বলিয়া ধরিতে আসে, তবে গুরুর আজ্ঞায় সত্য কথা কহিলেই তাঁহাকে কারাবরুদ্ধ হইতে হইবে। তাহাতেও তাঁহার ভয় নাই, কিন্তু পাছে অবিলম্বে ধৃত হইলে সাধু সেবার বিঘ্ন হয়, এই ভয়ে তিনি অবিচলিত চিত্তে গুরুপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে ২ ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল পথে বাহির হইবার সাধ্য কাহারও হইল না। ঘাটম প্রফুল্ল চিত্তে নিরাপদে সাধু সেবা করিলেন। সাধু সেবা করিলে যম-ভয় দূর হয়, সামান্য বিঘ্ন হইতে গুরুভক্ত ঘাটম মুক্ত হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি?

এক সময়ে ভগবদুৎসবের উপলক্ষে ঘাটমের গুরু ঘাটম-কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন সাধু সেবার্থ ঘাটমের নিকট এক কপর্দ্দকও ছিল না। কি লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন, ঘাটম তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। গুরু সমীপে সাধু সেবার্থ কিছু দিতেই হইবে. ইহাও ঘাটমের স্থির সংকল্প। নিঃসম্বল ঘাটমের সাধু সেবানুরাগ, সাহস ও উৎসাহ ক্রমশঃ তাঁহাকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। ঘাটম রাজ ভবনের সম্মুখ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারবান্ গণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি চোর, আমার নাম ঘাটম। দ্বারবান্ গণ সত্যবাদী ঘাটমের এই রূপ কথা শুনিয়া ভাবিল, যে এ ব্যক্তি রাজ সভাভুক্ত কোন কর্ম্মচারী হইবে, রহস্য করিয়া আপনাকে চোর বলিয়া পরিচয় দিল। প্রকৃতঃ চোর হইলে কেহই এরূপ পরিচয় দিতে পারেনা। কেহই ঘাটমকে কিছু বলিল না। ঘাটম বাধা না পাওয়ায় বরাবর অশ্ব শালায় প্রবেশ করি-লেন এবং দেখিয়া শুনিয়া বাঁছিয়া বাছিয়া একটি কৃষ্ণ বর্ণ সুলক্ষণাক্রান্ত বহু মূল্য অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক বাহিরে চলিয়া আসিলেন। দ্বারপাল গণ প্রথমে তাঁহার গতি রোধ করিল, ঘাটম পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পরিচয় দিয়া বলিলেন,

আমি অশ্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি। প্রহরীগণ উপহাস বোধে ছাড়িয়া দিল! ঘাটম প্রফুল্ল চিত্তে গুরুর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে এক নগরে প্রবেশ কালে সন্ধ্যা সমাগম হইল। তথাকার কোন দেবালয়ে আরতি হইতেছিল। শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ কর্ণে আসিবা মাত্র, ঘাটম অশ্বটী বাহিরে বাঁধিলেন ও মন্দিরে গিয়া ভগবদ্ভজনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ক্ষণ বিলম্বে ঐ অশ্বের সন্ধান হইতে লাগিল। নগর-রক্ষকগণ সহিত অশ্বের পদ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া ঘাটম যে মন্দিরে আরতি দেখিতেছিলেন, সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভব-বন্ধন-মোচনকারী ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ভক্ত ঘাটম এখনই বন্ধন দশা গ্রস্ত হইবে, দেখিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারেন! অশ্ব চিনিতে পারিলেই নগর-রক্ষক ঘাটমকে এখনই দণ্ডাধীন করিবে জানিয়া নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া বিস্তার পূর্ব্বক অশ্বকে কৃষ্ণ বর্ণের পরিবর্ত্তে শুভ্রবর্ণ করিয়া দিলেন। তৎপরে ঘাটম যখন তৎপৃষ্ঠে আরূঢ় হইলেন, নগরপাল তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত, চিন্তিত ও বিস্মিত হইল। সেই অশ্ব অথচ বর্ণ বিভিন্ন এই চমৎকারে চমকিত হইয়া ভাবিল না জানি রাজা আজ আমাকে কি গুরুতর দণ্ডই দান করিবেন। ঘাটম নগরপালের এতাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত করুণার্দ্র হইলেন এবং বলিলেন তুমি চিন্তা করিও না; ইহাই সেই অশ্ব—আমি চুরি করিয়া আনিয়াছি—বোধ হয় আমার রক্ষার নিমিত্ত ভগবন্মায়ায় অশ্বের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

চল, অশ্ব সহিত আমি রাজ সমীপে যাইতেছি। রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া পরম সত্যশীল গুরুভক্তিপরায়ণ ঘাটম নিজ বৃত্তান্ত সমস্তই সরলতা, সাহস ও অসঙ্কোচ সহকারে জ্ঞাপন করিলেন। ঘাটমের অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া রাজা অবাক্ হইলেন ও তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রাদি দান করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। ঘাটম বলিলেন, আমার অশ্ব মাত্র হইলেই হইবে, এত অর্থের প্রয়োজন নাই। রাজা উচ্চহৃদয় ঘাটমকে অশ্ব সহিত অর্থ দান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। গুরুভক্ত ঘাটম তত্তাবৎ সাধু সেবার্থে লইয়া গেলেন। সেই দিন হইতে ঘাটমের যথাবশ্যক অর্থ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইত। ঘাটমকে অর্থ কষ্ট জন্য আর চুরি করিতে হইত না। ঘাটম সুখে সাধনা করিতে লাগিলেন। যদি নিতান্ত নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া মনুষ্য ভগবৎ পরিচর্য্যার একটী অঙ্গও সুসম্পন্ন করিতে পারে, ভক্তানুরক্ত ভগবান্ তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করেন। সাধু সেবায় অনুরাগ ও ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে মনুষ্যের সংসার সমুদ্র পার হইবার কিছু মাত্র চিন্তা থাকেনা।

রাঙ্কা ও বাঙ্কা।

পাণ্ডরপুর গ্রামে রাঙ্কা বাস করিত। রাঙ্কা অতি দরিদ্র, অশিক্ষিত ও নীচজাতি সম্ভূত বলিয়া সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত হইলেও নিজ তীব্র বৈরাগ্য ও অচলা ভক্তির গুণে ভগবানের কৃপালাভে সে বঞ্চিত হয় নাই। বাঙ্কা তাহার

পত্নী। বাঙ্কা পরমা সাধ্বী ও ভক্তিমতী ছিল। বৈরাগ্য বুদ্ধি রাঙ্কা অপেক্ষাও বাঙ্কার অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত। এই দুই স্ত্রী পুরুষ দরিদ্র হইলেও কাহারও নিকট ভিক্ষা করিতনা বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক বাজারে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গৃহকার্য্য শেষ হইলে যে অবকাশ থাকিত, সে সময় অন্য কোন কার্য্য না করিয়া উভয়ে ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিত। পাণ্ডরপুর গ্রামে নামদেব নামক একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করিতেন। পরম ভক্ত রাঙ্কা ও বাঙ্কার দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার মনে ২ বড় করুণার উদ্রেক হইল। এক দিন তিনি সমাধি কালে ভক্তি বিনম্র বচনে রাঙ্কা ও বাঙ্কার দুঃখ বিমোচনের নিবেদন করিলেন। ভক্ত গণ এরূপ দুঃখে কাল হরণ করে ইহা তাঁহার অন্তঃকরণে সহ্য হয় না। দৈববাণীতে ভগবান্ উত্তর করিলেন, নামদেব! ইহার উপায় কি করিব! রাঙ্কা ও বাঙ্কা যেরূপ বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়াছে, তাহাতে তাহারা কোন মতে অধিক ধন গ্রহণ করিতে চাহেনা। ইহার প্রকৃত রহস্য যদি, প্রত্যক্ষ করিতে চাও তবে কল্য তাহা তোমাকে দেখাইব। পরদিন প্রাতে রাঙ্কা ও বাঙ্কা কাষ্ঠ আহরণার্থ বনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ভগবদাজ্ঞানুসারে নামদেব বনে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ নামদেবকে দেখাইয়া পথিমধ্যে কতক গুলি স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া দিলেন। রাঙ্কা অগ্রে ২ যাইতেছিল, পথি মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা রাশি দেখিয়া ভাবিল, বাঙ্কা পশ্চতে ২ আসিতেছে, যদি এই গুলি দেখিয়া তাহার লোভ বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে সাধনায় বিঘ্ন পড়িবে। এই

জন্য পথ হইতে কতক গুলি ধূলি লইয়া মুদ্রা গুলি ঢাকিয়া রাখিয়া গেল। বাঙ্কা নিকটে পৌঁছিলে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পথের ধূলি লইয়া কি করিতেছিলে। রাঙ্কা, স্বর্ণ মুদ্রার বৃত্তান্ত ও নিজ মনে যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া পত্নীকে বলিল। পরম বৈরাগ্যবতী বাঙ্কা এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিল ও বলিল স্বর্ণমুদ্রা ও পথের ধূলিতে প্রভেদ কি, যে এক ধূলি দ্বারা আর এক ধূলি তুমি ঢাকিতেছিলে! রাঙ্কা স্ত্রীর মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইল এবং বাঙ্কাকে বলিল যে তোমার বৈরাগ্য চেষ্টার নিকট অদ্য আমার বৈরাগ্য লজ্জা পাইল। এই রহস্য দেখাইয়া ভগবান্ নামদেবকে বলিলেন, যে দেখ উভয়ের বৈরাগ্য কেমন তীব্র। ইহারা আপনার অবস্থায় সদাই সন্তুষ্ট, লোভের দিকে আদৌ যাইতে চায় না। নামদেব দেখিয়া অবাক্ হইলেন আর মনে ২ বলিতে লাগিলেন, প্রভো! যাহার প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি হয়, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও আর তাহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারেনা! ভক্তবৎসল ভগবান্ পরম ভক্ত রাঙ্কা ও বাঙ্কার শ্রম লাঘব করিবার জন্য বনে যত শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পলক মধ্যে সমস্ত একত্র করিয়া বোঝা বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। রাঙ্কা ও বাঙ্কা কাঠের বোঝা সকল দেখিয়া ভাবিল এতাবৎ অন্য কেহ আহরণ করিয়া থাকিবে, ও তাহা স্পর্শও করিলনা। আর সে দিন অন্বেষণ করিয়া বনে এক খানি কাঠও পাইল না; সুতরাং রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল। মনে ২ তাহাদিগের ইহাই নিশ্চয় হইল যে স্বর্ণ মুদ্রা অতি দুর্ল ক-

গের সামগ্রী, উহার দৃষ্টি মাত্রেই আজ উপবাসী থাকিতে হইল। যদি উহা গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে না জানি কি উৎকট অনর্থপাতই হইত। অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভক্ত গণের এই সকল কথা শুনিয়া আর কি স্থির থাকিতে পারেন? অমনি স্বয়ং ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া বনে সংগৃহীত কাষ্ঠ গুলি অলক্ষিত ভাবে রাঙ্কা ও বাঙ্কার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। রাঙ্কা এতাবৎ ভগবৎ লীলা মনে করিয়া কাষ্ঠ গুলি গ্রহণ করিল। ভগবান্ ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া নিজ ভুবনমোহন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রাঙ্কাকে দর্শন দিলেন এবং পরিধেয় বসন দান করিলেন। রাঙ্কা সে অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী দর্শন করিয়া এরূপ বিমোহিত ও আত্ম বিস্মৃত হইয়া গেল যে, ভগবান্ তাহাকে যাহা ২ বলিলেন রাঙ্কা তাহার উত্তর দানেও সমর্থ হইল না। ভগবৎ প্রদত্ত প্রসাদ সাক্ষাৎ ভগবৎ রূপ জানিয়াই সামগ্রী গুলি অঙ্গীকার করিল। রাঙ্কা প্রেমে গদ্‌গদ্‌ হইয়া এক দিন নামদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিল ভগবন্! আমি নাজানি কি পাপগ্রস্তই হইলাম। ক্ষুদ্র আমি নীচ আমি, ঘৃণিত আমি আমার ন্যায় অভাগার জন্য সেই কুসুম হইতেও কোমল অঙ্গে কণ্টকের বোঝা বহিতে হইয়াছে। নামদেব রাঙ্কার গদ্‌গদ ভাব দেখিয়া পুলকে পূর্ণ হইলেন এবং উভয়ে একত্র হইয়া ভগবৎ সাধনা করিতে লাগিলেন। বাঙ্কাও পতিভাগ্যভাগিনী হইলেন। ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া আনন্দ নিকেতনের অধিকার দান করিলেন। ভক্ত! তুমিই ধন্য!!

স্বামী হরিদাস।

যৎকালে মুসলমান সম্রাট্ শিরোমণি মহাত্মা আকবর্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া ভারতে সৌজন্যের প্রকৃত মহিমা বিস্তার করিতেছিলেন, স্বামী হরিদাস তৎসমসাময়িক লোক। হরিদাস বালক কাল হইতেই ভজনানন্দের তৃপ্তি সুখ অনুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। ভগবৎ প্রেম হিল্লোলে তাঁহার হৃদয় সময়ে ২ অতীব নৃত্য করিত। বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে ২ তাঁহার ভক্তি ভাব প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। সাংসারিক আসক্তি তাঁহাকে বিমোহিত করিতে না পারিয়া লজ্জায় পলায়ন করিল। আশ্রমোচিত বিবাহ আদি করিবেন কি, অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া তিনি যে অপুর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিবাহ করিবার বুদ্ধি স্বতএব বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন জগতে দুইটি মাত্র শক্তি ক্রীড়া করিতেছে। একটি ভাব, অপরটি অভাব, একটি প্রভু অপরটি দাস, একটি স্বামী অপরটি স্ত্রী, একটি ঈশ্বর অপরটি জীব। বহু আন্দোলনের পর তাঁহার এই রূপ ধারণা হইল, যে জীব শক্তি স্বয়ংই ঈশ্বরের প্রভু শক্তির রতি-বিলাস-ভুমি। তবে জীবের আবার স্বতন্ত্র প্রভুতা কোথায়? জীব আবার বিবাহ করিয়া অন্যের স্বামী হইবে কিরূপে? তিনি ভগবান্‌কে আপনার স্বামী জানিয়া তাঁহারই নিত্য সেবায় নিরত হইলেন। ভক্তি প্রবলা হইয়া যখন তাঁহার চিত্তকে বিহ্বল করিয়া তুলিল, তখন নিজ জন্ম ভুমি পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র

ব্রজ ভূমিতে আসিয়া প্রাণ প্রিয়তমের প্রেম পীযুষ পানে আপনার জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন। তিনি আপনাকে ত্রিভুবন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সখী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তাঁহার সর্ব্বদা এইরূপ বোধ হইত, যে নিকুঞ্জবিহারী তাঁহার হৃদয় কুঞ্জে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সহিত হাস্য পরিহাস কৌতুকাদি করিতেছেন। তিনি আপনার ভাবে আপনি মগ্ন থাকিয়া কখন কীর্ত্তন ও কখন বা নর্ত্তন করিতেন এবং কখন বা প্রেম-বিহ্বল ভাবাবেশে অচেতন হইয়া পড়িতেন। যে সকল লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত, তাহারা তাঁহার ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিত। তিনি ভক্তির সহিত যখন ভগবদ্গুণানুবাদাঙ্গীন সঙ্গীত করিতেন, তখন শ্রোতামাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। ক্রমশঃ অনেক লোক তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইয়া পড়িল।

একদিন, তাঁহার জনৈক সেবক তাঁহার প্রীতি কামনায় বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক এক শিশি আতর আনিয়াছিল। স্বামীজি তখন যমুনা পুলিনে বসিয়া আপনার ভাবে আপনি মগ্ন। সেবক আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক আতরের শিশিটি দান করিল। তিনিও বিহ্বল চিত্তে হস্তে গ্রহণ করিলেন। স্বামী যেমন ধ্যান যোগে হরির সহিত হোলি খেলিতেছেন এবং ভগবান্ স্বয়ং হরিদাসের অঙ্গে গুলাল রং ঢালিয়া দিলেন, স্বামীজি অমনি হস্তস্থ শিশি হইতে আতরটুকু সমস্তই ভগবানের অঙ্গে এই অবসরে ঢালিয়া ফেলিলেন। ধ্যাতা ও ধ্যেয় অন্তর্জগতে যাহাই লীলা করুন না কেন, বস্তুতঃ চর্ম্ম

চক্ষে দৃষ্ট হইল যে আতরটুকু যমুনাতীরস্থ বালুকা রাশিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সেবক এতদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত চিত্ত হইল এবং ভাবিল বুঝি স্বামীজি তাহার যত্নের সামগ্রী আতরের গুণ বা মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই। নির্ম্মল হৃদয় স্বামীজি সেবকের মনের ভাব জানিতে পারিলেন এবং তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণে বলিলেন, যে তুমি বিহারীজি মহা-রাজকে দর্শন করিয়া আইস। সেবক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র মন্দিরের সর্ব্বত্র আতরের সৌগন্ধ পাইল, এবং ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে তাঁহার মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত পরিচ্ছদ আতরে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল এবং নিজ অজ্ঞানতা জন্য সে নিতান্ত লজ্জা পাইল।

এক ব্যক্তি স্বামীজির শিষ্য হইবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছিল এবং একটি স্পর্শ মণি তাঁহাকে উপহার প্র-দান করিল। স্বামীজি দেখিলেন এই মণিটি তাহার নিতান্ত প্রিয় এবং যতদিন এ আসক্তি তাহার মন হইতে বিদূরিত না হয় ততদিন সেই প্রিয়াৎপ্রিয়তম পরম পুরুষে প্রীতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য তাহাকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শীঘ্র এই মহামূল্য মণিটি যমুনার মধ্যজলে নিক্ষেপ কর। আজ্ঞাকারী শিষ্য তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। কিন্তু মনে২ ভাবিতে লাগিল যদি এই মণিটি থাকিত, তাহা হইলে অনেক সাধু সেবার ব্যয় এবং ভগবানের বেশ-ভূষাদির উত্তম রূপ ব্যবস্থা হইত। অন্তর্জগৎ-বিচরণশীল স্বামী হরিদাস তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন, দেখিলেন,

এখনও এই প্রস্তরের মায়া সে ছাড়িতে পারে নাই। অতঃপর তাহাকে সঙ্গে করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় সম্মুখে সহস্র ২ স্পর্শ মণি পড়িয়া রহিয়াছে দেখাইলেন ও বলিলেন যে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য, রুচিকর দ্রব্য আদি জগতের প্রলোভনকর পদার্থ সকল ভগবৎ পদ প্রাপ্তির বাধা করিয়া থাকে। ইহারাই পরমার্থ পথের প্রধান দস্যু। যে পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত পদার্থের প্রীতি সম্বরণ করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত ভগবানের চরণারবিন্দে চিত্ত অবিচলিত থাকিবে না এবং পরমানন্দ সিন্ধুর সুধাপানে সমর্থ হইবে না। অতএব যদি ভগবান্‌কে চাও তবে সংসারের চারিদিক হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আত্মনিকেতনে আনয়ন কর, অথবা যদি স্পর্শমণিকে প্রিয়তর মনে করিয়া থাক, তবে তোমার যত ইচ্ছা হয় এই স্থান হইতে উঠাইয়া লও। সেবক সিদ্ধ মহাত্মার প্রভাবে অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ভীত ও চমকিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল এবং তৎপ্রসাদে মনকে অটল, অচল ও একাগ্র করিয়া সাধনায় নিযুক্ত হইল। আনন্দের পর আনন্দ আসিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে লাগিল।

সম্রাট্ শিরোমণি আকবর নিজ দরবারের প্রসিদ্ধ গায়ক তম্নুসেনকে (তান্‌সেন্) একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে তোমার সঙ্গীত বিদ্যার গুরু কে? তান্‌সেন্ উত্তর করিলেন, স্বামী হরিদাস। এতৎ শ্রবণে স্বামীজির দর্শনার্থ সম্রাটের চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল এবং তানপূরা সহিত তান্‌সেন্‌কে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বামীজির

সমীপে একদিন উপস্থিত হইলেন। তান্‌সেন্ তাম্বুরার সুর সহযোগে একটি পদ গান করিলেন এবং ইচ্ছা করিয়াই পদের দুই এক স্থলে সুর তাল ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। স্বামীজি যখন তানপুরা লইয়া স্বয়ং ঐ পদটি গাইলেন, তখন শ্রোতামাত্রেরই চিত্ত ভগবৎ স্বরূপে বিলীন হইয়া গেল। সম্রাট্ স্বামীর নিকট হইতে নিজ শিবিরে আসিয়া তান্‌সেনকে পুনর্ব্বার ঐ গানটি গাহিতে আজ্ঞা করিলেন। তান্‌সেনের গান সমাপ্ত হইলে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে স্বামীর সঙ্গীত কালে আমি যে সুরস পাইয়াছিলাম, তোমার গানে সেরূপ রস পাইলাম না কেন ? তান্‌সেন্ উত্তর করিলেন, যে স্বামীজি ত্রিলোকের স্বামীকে গান শুনাইতেছিলেন, আর আমি দিল্লীর সম্রাট্‌কে শুনাইতেছি, ইহাই ইহার নিগূঢ় কারণ। সম্রাটও এই সারবান্ বাক্যের অনুমোদন করিলেন। ব্রজভূমি হইতে বিদায় কালে সম্রাট্ স্বামীজিকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, কিঞ্চিৎ সেবার জন্য আপনার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছি, স্বামী বলিলেন, আমার কোন বিষয়েরই প্রয়োজন নাই। সম্রাট্ বারম্বার প্রার্থনা করিলে স্বামীজি নিজ যোগবিদ্যাবলে সম্রাটের দিব্য নেত্র উন্মোচন করাইয়া অমূল্য মণিরত্ন খচিত অতুল ঐশ্বর্য্য পূর্ণ দিব্য ব্রজ ধাম দেখাইলেন। সম্রাট্ এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া স্বামীর চরণে পতিত হইলেন এবং বারম্বার এই প্রার্থনা করিলেন, যে আমাকে সামান্য মাত্র সেবার আজ্ঞা দিয়াও কৃতার্থ করুন, আমার জন্ম এবং জীবন সার্থক হউক।

স্বামীজি বলিলেন, এখানকার বানর গণের জন্য আহার প্রেরণ করিও, ব্রজ ভূমির বৃক্ষ এবং শাখা সকল কেহ ছেদন না করে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিও এবং শেষ আজ্ঞা এই যে তুমি আমার নিকট আর আসিও না। শান্ত হৃদয় সম্রাট্ তাঁহার সমস্ত আজ্ঞাই প্রতিপালন করিলেন। স্বামী হরিদাস ত্রিলোক স্বামীর প্রেম সুধা রসে নিমগ্ন হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ব্রজ ভুমিতে বাস করিলেন ও অনন্ত সত্তায় বিলীন হইলেন।

ভক্ত সজন।

সজন জীব হত্যাকারী মাংস-বিক্রেতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্যান্য মাংস বিক্রেতার নিকট হইতে মাংস ক্রয় করিয়া ও কিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া তাহাই বিক্রয় করিতেন। স্বহস্তে পশু পক্ষীর জীবন বধ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না অথবা পশু বধ কালে তিনি তথায় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। মাংস তৌল করিয়া দিবার জন্য তাঁহার তুলা দণ্ডে একটী বাটখারা থাকিত, তাহার দ্বারাই একসের হইতে একমন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ তৌল করিয়া মাংস বিক্রয় করিতেন। অকস্মাৎ এক দিন সেই পথ দিয়া একজন বৈষ্ণব গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন সজনের তুলাধারে একটী সুলক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম শিলা বর্ত্তমান। তিনি মনে ২ ভাবিলেন যে ঈদৃশ কদর্য্য বৃত্তি শীল লোকের নিকট শাল-

গ্রাম শিলা থাকা উচিত নহে ; এই হেতু তিনি সজনের নিকট ঐ শিলা খণ্ডটী প্রার্থনা করিলেন, সজনও তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন চিত্তে তাহা সাধুকে দান করিলেন। ভাব ও ভক্তি-প্রিয় ভগবান্ নিশির স্বপ্ন যোগে সাধুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, তুমি আমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছ সেই খানে রাখিয়া আইস। সাধু বলিলেন ভগবন্! কসাই-য়ের গৃহে আপনার নিবাস নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনায় আমি সেবা করিবার জন্য এখানে লইয়া আসিয়াছি। তদু-ত্তরে এই আদেশ হইল যে আমি তাহার ভাবে বশীভূত হইয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদাই অত্যন্ত প্রসন্ন থাকি। সে যখন তুলাধারে আমাকে রাখিয়া মাংস বিক্রয় করে তখন আমার তরঙ্গকৃত ব্যুলন লীলা বলিয়া বোধ হয়। যখন সে মূল্যের জন্য গ্রাহকদিগের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করিতে থাকে, তাহা আমার পক্ষে নাম সংকীর্ত্তন বলিয়া অনুমিত হয়। বিষ্ণুভক্ত সাধু ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রত্যু-ষেই সজন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সজনকে নিশির স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া শালগ্রাম শিলা প্রত্যর্পণ করিলেন। বিষ্ণুভক্তের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সজন চকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার অন্তঃকরণের একটী আবরণ যেন কে উঠাইয়া লইল, হৃদ-য়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন বিদ্যুন্মালা চমকিয়া উঠিল, সজনের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সজনের প্রাণ মন জগতের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ আকাশে উড্ডীন হইল। সজন সেই দিনেই গৃহ দ্বার পরিবারাদি পরি-

ত্যাগ করিয়া সেই শালগ্রাম শিলামূর্ত্তি মস্তকে করিয়া পুরুষোত্তম দর্শনে যাত্রা করিলেন।

সজন একাকী অপরিচিত পথে গমন করিতেছেন, নিরাশ্রয়ের ন্যায় সকল দিন বিশ্রাম করিবার যথাযোগ্য আশ্রয় পাইতেন না। এক দিন এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী যুবতী তাঁহাকে অতি সমাদর করিয়া তাহার গৃহে বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। সরল চিত্ত সজন আনন্দ পূর্ব্বক তাহার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ভক্ত সজনের সুলক্ষণাক্রান্ত স্মিত বদন মণ্ডল ও অঙ্গের রূপ লাবণ্য দর্শনে যুবতী সহজেই মোহিত হইয়াছিল, সেই জন্যই এত আদর ও সৎকারের চেষ্টা। সজন যে সামান্য পুরুষ নহেন তাহা দুর্ম্মতি যুবতী প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। যুবতী সজনকে অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইল এবং রাত্রিতে নির্জ্জনে অনুরোধ করিল যে, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল। অনাসক্ত ভক্ত সজন চমকিত হইয়া বলিলেন, আমার শিরশ্ছেদ হইলেও আমি তাহা করিতে পারিব না। যুবতী মনে২ নানা কথার আন্দোলন করিয়া স্থির করিল, বুঝি আমার স্বামী বিদ্যমান্ আছে বলিয়া এ ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার আশঙ্কা করিতেছে এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বাস ঘাতিনী কুলটা নিদ্রিত পতির শিরশ্ছেদ করিল ও বাহিরে আসিয়া বলিল, সজন! এখন নিশ্চিন্ত চিত্তে আমাকে লইয়া চল। পরম সাধু সজন কুলটার কদাচারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হতভাগিনি! তুমি করিলে কি? সামান্য মনের বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ

হইয়া ইহ-পরলোক নষ্ট করিলে! আমার দ্বারা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার কিছুতেই সম্ভাবনা নাই। কুলটাদিগের বুদ্ধি অতি কুটিল; পতিঘাতিনী তখন অনন্যোপায় হইয়া নিজ কুহক জাল বিস্তার করিল। আর্ত্তনাদ করিয়া সমীপবাসী সকলকে একত্র করিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে এই ব্যক্তিকে সাধু জানিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম; এ আমার পতির শিরশ্ছেদ করিয়াছে এবং আমাকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; তোমরা সকলে ইহার বিহিত ব্যবস্থা কর। কুলটার কথা শুনিয়া সজন একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। অজ্ঞাত কুলশীল সজনের কথা কে বিশ্বাস করিবে! সুতরাং তিনি নীরব থাকিলেন। লোকে তাঁহাকে দোষী বিবেচনায় দণ্ডকর্ত্তার নিকট ধরিয়া লইয়া গেল, সজন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মনে ২ ভাবিলেন যে, কসাইয়ের বৃত্তি করিয়া আমি নিশ্চয়ই পাপভাগী হইয়াছি; আজ ভগবান্ সেই পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য এই দুরবস্থা সূত্রে আবদ্ধ করিলেন এবং প্রকাশ্যে বিচার কর্ত্তার নিকট বলিলেন যে আমি অপরাধ গ্রস্ত, যাহা দণ্ড হয় বিধান কর। দণ্ড দাতা সজনের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। সজন যাতনা পাইয়াও পাপের দণ্ড হইল বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিলেন এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণে জগন্নাথ দর্শনে অগ্রসর হইলেন। হস্ত ছেদন জন্য যাতনায় সজনের শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল, পথ চলা ভার হইয়া উঠিল। ভক্তের হৃদয় সখা ভগবান্ সজনের মর্ম্ম যাতনা কি আর

সহ্য করিতে পারেন? ভক্ত দুঃখ ভঞ্জন পুরুষোত্তম পথে ভক্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ মন্দিরের প্রধান সেবকের প্রতি দৈববাণী হইল যে, আমার পরম ভক্ত সজন পথি মধ্যে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, শীঘ্র একখানি শিবিকা প্রেরণ কর। প্রভুর আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। বাহক গণ শিবিকা সহ অতি বেগে ধাবিত হইয়া পথিমধ্যে ভক্ত কুল রবি সজনকে প্রণাম পূর্ব্বক শিবিকায় উঠিবার জন্য প্রার্থনা ও ভগবানের আদেশ জ্ঞাপন করিল। সজন ভগবানের কৃপা ও আদেশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ ও প্রেমাশ্রু ধারায় ভাসিতে লাগিলেন; সে শিবিকায় উঠিতে প্রথমে স্বীকার করিলেন না কিন্তু সকলের অত্যন্তানুরোধে ও ভগবদাজ্ঞালঙ্ঘনের ভয়ে সজন শিবিকায় আরোহণ করিয়া ত্রিলোকতারণ ভক্তার্ত্তিভঞ্জন জগন্নাথ দেবের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবানের অপার কৃপা স্মরণ করিয়া ভক্তি গদ্‌গদ হৃদয়ে সজন দণ্ডবৎ ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম ও আপনার জীবনকে সার্থক করিলেন। অশ্রু ধারায় ভূমিতল সিক্ত হইয়া গেল। পবিত্র পুরী তখন যেন অমৃত ধারায় শীতল, আনন্দ জ্যোতিতে প্রকাশমান ও বৈকুণ্ঠ-বিজয়ী তেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণ মধ্যে সজনের ছিন্ন হস্ত পুনঃ পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিল। ভক্ত বাঞ্ছা-কল্পতরু ভক্তের ক্লেশাপসরণ করিয়া চির দিন আপনার অনুগত করিয়া রাখিলেন। সজন অমৃতপুরীর অমৃত পানে চির সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিলেন, জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম রাশি ক্ষয় হইয়া গেল, শান্তি সুধা সিন্ধুতে সজনের প্রাণ মন ডুবিয়া রহিল।

ভক্ত ত্রিলোকনাথ।

পূর্ব্ব দেশে একজন স্বর্ণকারের গৃহে ত্রিলোক নাথ জন্ম গ্রহণ করেন। বালক কালে ত্রিলোক নাথের খাওয়া দাওয়া ক্রীড়া কৌতুক ব্যতীত কোন শিক্ষার সহিত সংশ্রবই ছিল না। যে শিক্ষা আজ কাল শিক্ষিত সমাজকে ফুলাইয়া তুলিয়াছে, ত্রিলোক সে শিক্ষা লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু যে শিক্ষা মনুষ্যকে সফলজন্মা করে, যে শিক্ষা মনুষ্যকে পৃথিবীতেই স্বর্গীয় দেবতার মর্য্যাদা দানে সমর্থ, সে শিক্ষার অবসর লাভে তিনি বঞ্চিত হয়েন নাই। তিনি বালককাল হইতেই কোন সাধু সন্ন্যাসী আদি দেখিলেই তাঁহার নিকটস্থ হইতেন এবং তাঁহার দ্বারা সাধুদিগের যে কোন রূপ সেবা হইবার সম্ভাবনা, তাহা সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যে দিন ঘটনা বশতঃ কোন সাধুর সেবা করিতে না পাইতেন সে দিন তিনি আপনাকে অসুখী মনে করিতেন। ক্রমে তাঁহার পিতা মাতা পরলোক যাত্রা করিলেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাল্যকালও অতীত হইল। সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তাঁহার বাল্য লীলার সমস্ত ব্যাপারেরই শেষ হইল কিন্তু সাধু সেবার নিবৃত্তি হইল না। তিনি জাতীয় বৃত্তি দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, স্বয়ং পরিবার গণের সহিত বহুল ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহার অধিকাংশ সাধু সেবায় ব্যয় করিতেন। নিজের প্রাণ অপেক্ষা সাধুদিগের মূল্য অধিক মনে করিতেন। সাধু গণকে সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। সাধু গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবার্থ নিযুক্ত হইতেন। সাধুসেবা তাঁহার জীবনের সার ব্রত হইয়াছিল।

ত্রিলোক নাথ যে দেশে বাস করিতেন তথাকার রাজার কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইল। রাজা ত্রিলোক নাথের সাধু বৃত্তি পূর্ব্ব হইতেই বিদিত ছিলেন, সেই জন্য বিশ্বাস করিয়া কন্যার বিবাহের অনেক গুলি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ দান করিলেন। ত্রিলোক টাকা পাইয়া রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন কি, সাধুদিগের নিত্য সেবায় তাহা ক্রমশঃ ব্যয় হইয়া গেল। বিবাহের দিন যত নিকট হইতে লাগিল, অলঙ্কার শীঘ্র দিবার জন্য রাজা বারম্বার লোক পাঠাইতে লাগিলেন। ত্রিলোক জাতীয় ব্যবসার রীতি অনুসারে আজ দিব, কাল দিব, বলিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। ত্রিলোক রাজানুচর কর্ত্তৃক একদিন রাজ সমীপে নীত হইয়া স্বীকার করিয়া আসিলেন যে পর দিন প্রভাতে অলঙ্কার গুলি পৌঁছাইয়া দিবেন। গৃহে আসিয়া ত্রিলোক নাথের চিন্তার সীমা রহিল না। গৃহে অর্থ নাই, স্বর্ণ নাই, অলঙ্কারও নাই, সুতরাং ত্রিলোকের ভাবনা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিল। এই ভয়-বিহ্বলতার মধ্যেও গৃহাগত সাধুর সেবা করিতে বিস্মৃত হইলেন না। রাত্রি কালে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারায় সাধুগত প্রাণ ত্রিলোক নাথ প্রাতঃ-কালেই একটী বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। লোকে আর ত্রিলোকনাথকে দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু সর্ব্বতোব্যাপী অনাথের নাথ ত্রৈলোক্যনাথের কৃপা দৃষ্টি ত্রিলোক নাথের উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। যে সাধু সেবার প্রভাবে যম ভয় পর্য্যন্ত, বিদূরিত হয়, সেই সাধু

সেবা-নিরত সরল চিত্ত ত্রিলোক নাথ আজ রাজ ভয়ে ভীত. হইয়া লুক্কায়িত! যে সাধু সেবার গুণে প্রবল রিপু বর্গও বিজিত হয়, আজ সেই সাধুসেবানুরক্ত ভক্ত নিঃসহায়. দুর্ব্বলের ন্যায় পলায়িত, ইহা কি ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু দেখিতে পারেন? তিনি স্বয়ং অরূপ হইয়াও ভক্ত মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যুগে ২ মায়া রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আজও সেই ত্রিলোকের নাথ ভক্ত ত্রিলোকনাথের বেশ ধারণ করিলেন। অতি সুগঠিত অলঙ্কারের ভার স্কন্ধে লইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা আভরণ গুলির নির্ম্মাণ নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া যথেষ্ট অর্থ পারিতোষিক দান করিলেন। আজ ত্রিলোকের নাথ সেই অর্থ সম্ভার লইয়া ত্রিলোকনাথের গৃহে আসিলেন এবং মহামহোৎসব করিয়া বহুল সাধু ব্রাহ্মণ দিগকে ভোজন করাইলেন এবং কিঞ্চিৎ প্রসাদ লইয়া ছদ্ম বেশে বনস্থ ত্রিলোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আজ ত্রিলোকনাথের গৃহে মহামহোৎসব হইয়াছে, তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর। ত্রিলোক যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ত্রিলোক নাথের গৃহে? তখন ত্রিলোকের নাথ উত্তর করিলেন, যে যে ত্রিলোকের তুল্য ত্রিলোকে কেহই নাই। ভক্ত প্রভুর বিচিত্র চরিত্র বুঝিতে পারিলেন, ভক্তি বিহ্বল হইয়া ভক্তবৎসলের চরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অন্তরের দেবতা অন্তর্যামী অন্তরে বিলীন হইলেন। ত্রিলোক সেই দিন হইতে সাধু সেবার আশ্চর্য্য ফল অবগত হইয়া সাধু সেবায় অধিক হইতে অধিকতর প্রবৃত্ত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল ভগবৎ প্রেমে মগ্ন থাকিয়া অতিবাহন করিলেন।

পরিশিষ্ট।

গীতাষ্টক।

(শ্রীযুক্ত বাবু নব কৃষ্ণ সিংহ (বর্ম্মণঃ) কৃত)

রাগিণী—ঝিঁঝীট ; তাল একতালা।

ত্রিগুণময়ীর গুণ ;—সীমা করে, এমন কে আছে !
গুণের থেই না পেয়ে,— অবাক্ হয়ে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রয়েছে ॥

তেখেই দড়ি বেখেই সদা, উল্টা পেঁচে জগৎ বাঁধা, খুল্‌তে গেলে লাগে ধাঁদা, তার ফল হাঁসা কাঁদা ;—ও সে, আনা গোনা, তানা কাড়া, ও তার সানা ছাড়া বোয়া গেঁথেছে ॥

গুণ্ গুণ্ করে সবাই মরে, গুণের খবর কেউ না করে, খুঁজে বুঝে দেখ্‌লে সেগুণ, নির্গুণের ঘরে—সে গুণ ধত্তে করে, সেজন পারে ;—ও যে ছাপ্ ঘাটী পাস্ করে গ্যাছে ॥

যে গুণে ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা, গুণের খবর পাবি কোথা ; —যারে শুধাই, সেই বলে, ভাই, ভান্ কথার কথা,—এই সুদীন বলে, ঐ নিশানে ; আমার ঘোসালের গাই হারায়েছে ॥ ১ ॥

—o—

রাগিণী ঝিঁঝীট্ ; তাল একতালা।

ও তোর রইলো বাঁকী, —আখীরি দাগের, বেচা কেনা ॥
সেখানে কি, ফাঁকি জুকি :— ও তোর জকে লবে ষোল আনা ॥

ঢাকা হ'তে হ'লো আসা দেখে রঙ্গপুরের তামাসা,—কুঁচ বিহার মুক্‌-শুধাবাদের লাগলো পিপাসা ;—তোর সওদাবাদে সওদা কর্‌লা ; —এখন রাং মূলে বেচিলি সোনা ॥

নবদ্বীপে যা লয়েছ, দে গাঁয়ে দিয়ে যেতেছ ;—বিক্রম পূরে বিকাবে কি ;—তার কি ভেবেছ ;—ও তোর মূলো জোড় হয়েছে উজোড় ;—এখন শস্তের পথ ধরেছিস্ কানা ॥

দিল্লীর লাড্ডু হাতে পেয়ে ; থা, না, থা, গেলি পস্তায়ে ;—কাশী না হয় গয়া হবে ;—ফতুয়ার ঘাট গিয়ে ;—এই সুদীন বলে বাঁকী প'লে তোর নাটে মহাল থাক্‌বেনা ॥ ২ ॥

—o—

রাগিণী ভৈরবী ; তাল আড়া।

একমেব, অদ্বিতীয়ং ;—তা ভিন্ন, কি, এই জগতে ॥

যে কিছু বিভুতি কৃতি ; এসব প্রকৃতির বিকৃতি হ'তে ॥

সত্য মিথ্যা বিচারিতে ;—ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যে ;—মিথ্যারে সত্য হইতে ; কেউ কি দেখেছ চক্ষেতে ॥

অব্যক্তে ব্যাকত হ'লো ; —ব্যক্তি ব'লে প্রকাশিল ; —মানসে মানুষ রহিল ; হ'লো, ম'লো, কও কি মতে ॥

জন্মিলে নাম রূপের ঘটা ; —মনে ভেবে রাখে একটা ; —অন্তেতো থাকেনা সেটা ; ওটা কেবল করছে ভূতে ॥

মাচ ময়ূরের অসঙ্গমে ; —গর্ভ সঞ্চারিছে ক্রমে ;—দেখেতো দেখেনা ভ্রমে সবাই কয়, হয়, রজ বীজেতে ॥

একাত্মা জগতের কাজী, আর সকলি মায়া বাজী—সুদীন হ'য়ে তাইতে রাজী ; সই দিয়েছে মায়ার খাতে ॥৩ ॥

—০—

রাগিণী ভৈরবী ; তাল আড়া।

এক মানুষ দুই দেশে, ব'সে ;—ক'রছে লীলা কি চমৎকার ॥

স্বরূপ রূপ দুই দেশের কথা ; স্বরূপ রূপে রয় একাকার ॥

রূপ গিয়ে স্বরূপে মেশে ; স্বরূপ রয় আপনার দেশে ; চক্ মকিতে রূপ প্রকাশে ; নইলে সেরূপ হয় নিরাকার ॥

বিরজা ব্রহ্মাণ্ডের পারে ; মানুষ রয় স্বরূপের ঘরে ; ভাণ্ডে কে বিরাজ করে ; জান্‌লে যাবি বিরজা পার ॥

এক বীজে বাগান হয়েছে ;—নানা রং তায় ফল ধ'রেছে ;—এক পাখি দুই ডালে আছে ; পাখি আহার করে রয় অনাহার ॥

দুই দেশে মানুষের কথা ; —মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা ;—সুদীন কয় রাত কানার কথা ; এসব শ্যামীর মার কুহায় অন্ধকার ॥ ৪ ॥

—০—

রাগীণী পরজ কানেড়া ; তাল আড়খেম্‌টা

আমি যাতে সুখ ভেবেছি; দুঃখ ভাবে তায় অন্যজনা, কি কারখানা ? আমার সুখের কথা দেখে শুনে ;—বিচার'করে কেউ বলেনা ॥

সুখ পাখি হ'য়ে ডালে ; সুখে মাচ্ হয়ে জলে ;—সুখে ফিরি জঙ্গলে ;—বন পশু বলে, সব্ জনা ; —

থাকি কীট পতঙ্গ হয়ে সুখে ; আমি রাজা হই সুখ সবাই দেখে ; ভাঙ্গী হই ময়লা কাটি, —সে সুখের ভাব কেউ নিলেনা ॥

যখন যেখানে থাকি; সেই খানে সুখ স্বর্গ দেখি ;—বেদ পুরাণে দিয়ে ফাঁকি ;—অন্য সুখ করে কল্পনা ;—

আমার ঘরে যে সুখের বসতি ; তার কাছে কি অমরাবতি ;—সুধায় কি স্বাদ আছে ;—যেমন মিষ্ট আমার শাকের কোনা ॥.

সুখেতে কৃষাণ হ'য়ে;—মাঠে যাই লাঙ্গল বয়ে;—মাথার ঘাম পড়্ছে পায়ে, সুখে মধুর গাই গাহনা; —

সুখে নৌকায় উঠে; বাইতে বটে, ঘাটের কাছে সাইরি উঠে; সুখেতে চিতিয়ে উঠে; আপ্‌সে পড়ে হিচ্‌কে টানা॥

সময়ে যে সুখের ডালী; অসময় তায় দুঃখ বলি; তিন কালে কুয়ে কালী; ঠিক দিয়ে বুঝনা; —

ছেলের সুখে ধুলা কাদা; যৌবনে রমণীর ধান্দা; বুড়োর ক্ষুধা নাই সুদীন কয়; বিষ বলে সুধা খেলেনা॥ ৫॥

—০—

রাগীণী পরজ কানেড়া; তাল আড় খেম্‌টা।

এই আমি, সেই আমি কি, আর কোথায়, কেউ আমি আছে;
যাই তাঁর কাছে, ওরে আমি আমি সবাই বলে; আমির তত্ত্ব কে পেয়েছে॥

যে বলে আমিই আমি; সেও তো জানেনা আমি; কেবল কেন বদ্‌নামী; নয় আমি কয় কথা মিছে; —

ঘুর্‌ছে আমি, আমির কাছে; সই দিয়ে তা কে নিয়েছে; যে কেউ আমি পেয়েছে; অহং তত্ত্ব তার গিয়েছে॥

ব্রহ্মাণ্ড যোড়া আমি; ভিতরে আমি বাহিরে আমি; আমি হয়ে জগৎ স্বামী; এই জগৎ সৃজন করেছে; —

ভাংছে আমি, গড়্‌ছে আমি; ওরে হাঁস্‌ছে আমি, কাঁদছে আমি; আমি, কে, খুঁজতে আমার; হাটে মামা হারায়ে গ্যাছে॥

ঘাটে মাঠেতে আমি; ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি; যেমন ঘুর্ ঘুরে কৃমী, ঘুরে ঘুরে পাক দিতেছে;—

এবার যে ধরে দেবে সেই আমি; আমি তার কাছে কর্‌বো পয়্‌নামী; আকাশ পাতাল আর জমি, জব্দ করে যে এনেছে॥

কৃতি অকৃতি আমি, ক্ষিতি জল অগ্নি আমি; বাতাস, আকাশে আমি; ত্রিভুবন ব্যাপ্ত রয়েছে;—

ভুক্তি মুক্তি শক্তি আমি; ওরে যুক্তি যোগে জাগাই কামী; সুদীন কয় সেই এই আমি; সেই এই ঘুঁচে যা, রয় আছে॥ ৬॥

—০—

রাগীণী পরজ কানেড়া; তাল আড়খেম্‌টা

কিছু নয়, তবু কিছু; তিন ভুবনে এমন কিছু; কেউ দেখেছে?
আমি বিচারেতে পাইনা কিছু; তবু কিছু দেখ্‌ছি আছে॥

ক্ষিতি তেজ বাতাস মিলে; ঢেউ যেন মাটে চলে; তৃষিত মৃগ কুলে; জল ভ্রমে তার যাচ্ছে কাছে;—

তেমনি ভ্রমে আমি ভ্রমি; আপনারে না জানি আমি; কানে হাত দিইনা, কেবল, ছুট্‌ছি কাকের পাছে পাছে॥

আকাশ তরুতে মেওয়া; ফল্‌ ধরেছে আচাভুয়া; অয় পাখি খেয়ে রোয়া, মিষ্ট বলে ঘাড় নাড়িছে;—

আজান দেশের মানুষ এলো; নাই মেয়ে তার বিয়ে হ'লো; ছেলে তার আদম্‌ ফক্কা? আদম ব'লে নাম রেখেছে॥

মায়া নগরে ব'সে; মিথ্যের ঘরে নিউদ্দিশে; আজ্‌ গুপি যায় আর এসে, সেই ঘরে এক নিপিত্তি, সে?

একে ভ্রম তাঁয়ে দিশে হারা; ভোজ রাজার ভেল্‌কি ধরা; সারা রাত ঘাপরে মা রে, চকে নাই জল কান্না মিছে॥

হাওয়ার গাছ হাওয়ার বাঁধি; হাওয়াতে ফলাচ্ছে কাঁদী; হাওয়ার এই গোলক ধাঁদী; সন্ধী পাওয়া ভার হয়েছে?

তাতে ধোকার ঘেরা ধোকার টাটী; ধোকা দিয়ে রাখ্‌লে আঁটি সুদীন কয় ধোকার বাটী; কাচ্‌তে কানার দুধ্‌ হয়েছে॥ ৭॥

রাগীণী পরজ কানেড়া; তাল আরখেম্‌টা

কিছু তো হয়নি কো, আর; হবেনাকো, হচ্ছেনাকো, যা, আছে তাই? আমি স্বপ্নে হয়েছিলাম রাজা, ঘুম ভেঙ্গে তা দেখ্‌তে না পাই।

বসে রাজ সিংহাসনে; সিংহ সম রব শাসনে; ছিলাম আনন্দ মনে; সুখের ঘরে দিন কাটাই;

আমায় সিংহ ধ'লে মান্‌তো সবে, পাশ মোড়া দিয়ে দেখি এবে; সিংহ নাই সিংহীর মামা; ভোম্বল দাসের মাস্‌তুতো ভাই?

ঘীয়ের কলসী মাথে; যাচ্ছে মুটে সল্লাণ পথে; ছাগল গরু কিন্‌তে বেচ্‌তে; মনে মনে, মন কলা খাই;

বিয়ে ক'রে এই ধনেতে; ছেলে হ'য়ে ডাক্‌বে খেতে; নেই খাঙ্গা ঘাড় ঘুড়ায়ে; কল্‌সী ভেঙ্গে এই নাতি খাই॥

ঘরেতে শুয়ে নাগর, হরিদ্দ্বার গঙ্গা সাগর, ফিরি বিদেশ দেশান্তর, সহর বন্দর ভেঙ্গে গড়াই, —

আপনি বলি আপনার কথা, আপনি শুনে ঢুলাই মাথা, আপনি গাই আপন গাথা, এক্‌মে, হাজার লাক্‌ বানাই॥

যা, আছে তাই তাইয়ের তত্ত্ব; জান্‌লে বুঝ্‌বি সত্ত নত্ত, জ্ঞান হবে পরমার্থ, তাজ্য কথা তোঁয় জানাই,—

তে, গেছে থান পাছু করে, নিগেছে গাঁর রাস্তা ধ'রে, যা সুদীন যত দূরে; দেখ্‌তে পা'বি কেউ কোথা নাই॥৮